পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 127 Wednesday, 8 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা ❋ ২৪ চৈত্র ১৪৩২, বুধবার, ৮ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘উকুন বাছার মতো করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে’

‘আমার সরকারে বালু যা ভাল কাজ করেছে, আর কেউ করেনি’
প্রিয়পাত্র জ্যোতিপ্রিয়কে দরাজ সার্টিফিকেট মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাবড়া ও চাকদহ, ৭ এপ্রিলঃ রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জামিনে মুক্ত। ছাব্বিশের নির্বাচনে লড়ছেনও তিনি। হাবড়ায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে পাশে বসিয়ে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ‘‘বালুর নামে বদনাম দিয়ে বেড়াচ্ছে আমি শুনেছি। জেনে রাখুন. আমার সরকারে বালু যত ভাল কাজ করেছেন, কেউ করতে পারেনি। ওকে হিংসা করে গ্রেফতার করেছিল। কোনও প্রমাণ পাইনি। কেন গ্রেফতার করেছিল, কারণ পচা সিপিএম পার্টি দেড় কোটির নাম রেশন কার্ডে ঢুকিয়েছিল। তাঁদের রেশন ফলস নামে নিজেরা নিত। পার্টি ফান্ডের টাকা নিত। এই দেড় কোটি ফলস রেশন কার্ড বাদ দিয়েছিল বালু। এই চুরিটা ধরেছিল, তাই ওরা বিজেপিকে দিয়ে বালুর বিরুদ্ধে এটা করিয়েছে।’’ এখানেই শেষ নয়, মমতা বলেন, ‘‘যে ডিজিট্যাল রেশন কার্ড আপনারা পেয়েছেন, এটা বালু করেছিল। এটা এত সহজ ছিল না। রেশনের মাল আগে যে পাচার হয়ে যেত, প্রত্যেকটা গাড়ির নম্বর রাখা, তাকে ট্যাপ করা, রেশনের সামগ্রী বদলে দিচ্ছে কিনা, সেটা খেয়াল করা, সব বালু করেছিল। এটা মাথায় রাখতে হবে। সেই ছেলেটাকে ফাঁসানো হয়েছিল।’’ প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ২৬ অক্টোবর গভীর রাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট প্রায় ২০ ঘণ্টা তল্লাশির পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে সল্টলেকের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারীদের দাবি, রাজ্যে রেশন বণ্টনের ক্ষেত্রে এক বিশাল আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে এবং এর একটি বড় অংশ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছে পৌঁছয়। ইডির অভিযোগে বলা হয়েছে, রেশনের আটা ও গম খোলা বাজারে পাচার করে কয়েক হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এর আগে এই মামলায় ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যাঁর সূত্র ধরেই মন্ত্রীর নাম উঠে আসে। গ্রেফতারির পর থেকেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অসুস্থতার কারণে বারবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। তাঁকেই ফের প্রার্থী করায়, স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক উত্তাপ চড়েছে। এবার সেই বালুর পক্ষেই সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে বলেন, ‘‘তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, দেড় লক্ষ নাম সিপিএম ঢুকিয়েছিল, বছরের পর বছর তাঁদের নামে অ্যালোটিড চাল, ডাল, কেন্দ্রের পাঠানো, সেগুলো যেত কোথায়? বনগাঁতে কত ভালো ছেলে বালু, আমরা জানি তো। বনগাঁ বর্ডারে বেশ কয়েকটি ট্রাক ধরা হয়েছিল, সেগুলো বাংলাদেশে যাচ্ছিল। সেটা তো ভালোবেসেই বালু পাঠাচ্ছিল।’’ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এত ভালো কাজ করেছে বালু, তাকে আবার মন্ত্রী পদে মুখ্যমন্ত্রী ফেরত নেননি কেন? জেল খাটা আসামীদের তো মন্ত্রী পদে ফেরত নিয়েছেন একাধিকবার। ওনার কাছে তো নীতি নৈতিকতার ব্যাপার নেই। এত ভালো বালু, তাঁকে ফেরত না নিয়ে উনি অপরাধ করেছেন, এটা আগে স্বীকার করুন।’’ এসআইআর-এ ৯০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ। হাবড়ায় জনসভায় আগে চাকদহের জনসভা থেকে এবার এই নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, টার্গেট করে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দেখে দেখে মতুয়া, রাজবংশী, সংখ্যালঘু- একটা সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি ও কমিশনকে এক যোগে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও আরও একবার কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মমতা। চাকদহের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘দেখে দেখে একটা কমিউনিটিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। দেখে দেখে মতুয়া, রাজবংশী, সংখ্যালঘুদের বাদ দিচ্ছেন। উকুন বাছার মতন করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বাগদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় উকুন বাছার মতো করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।’’ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, বাকিদেরও তোলার চেষ্টা করবেন। বাংলায় বিজেপিকে শূন্য করার ডাক দিয়েছেন তিনি। সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশনের তরফে জেলা অনুযায়ী বাদ পড়া নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বাদ পড়েছে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম। বিবেচনাধীন ছিলেন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে বাদ পড়েছেন ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩। বিবেচনাধীন ভোটার তালিকা থেকে নাম উঠেছে ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১১৯ জনের। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রথম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়েছিল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। এসআইআর-এ নাম বাদ এর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যু। বাংলাতে এসে বারবার অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। সরব হয়েছেন মোদি-শাহ! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার স্পষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন, বাংলায় একজন অনুপ্রবেশকারীকেও আর বরদাস্ত করা হবে না। কারণ এই বাংলার অনুপ্রবেশ ইস্যু গোটা ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশ্ন তুলছে। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এসআইআর প্রয়োজনীয় বলছে বিজেপি। আর তৃণমূলের এক্ষেত্রে ন্যারেটিভ, ‘ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র’। তৃণমূলের বক্তব্য, এসআইআর আসলে ‘ফেডারেল কাঠামোয় আঘাত’ এবং ‘সংখ্যালঘু ও বাঙালিদের টার্গেট করার চেষ্টা’। মমতার বক্তব্য, ‘‘অনুপ্রবেশকারী কারা? সীমান্ত পাহারা দেয় কারা? অনুপ্রবেশকারী ‘২৪ এ আসলে, তখন আপনারা তাঁদের ব্লক করে দেন। আর যাঁরা পুরনো দিন থেকে আছেন, তাঁদের নাম কেটে দেন। এই বৈষম্য কেন?’’

বুথে পরিকাঠামোর অভাব! বেজায় চটেছে নির্বাচন কমিশন

আজ রাজ্যের সব পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বসবেন জ্ঞানেশ কুমার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের বুথগুলোর বেহাল দশা নিয়ে বেজায় চটেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও বুথের পরিকাঠামো উন্নয়নে নবান্ন সদর্থক ভূমিকা নেয়নি- এই অভিযোগে এবার কড়া পদক্ষেপ করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একজন করে সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশনের স্পষ্ট বক্তব্য, বুথের পরিকাঠামো তৈরির প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্যের। এই কাজে গতি আনতে নিযুক্ত সচিবরা সরাসরি জেলাগুলিতে গিয়ে পরিকাঠামোর হাল হকিকত খতিয়ে দেখবেন। অন্যদিকে, বুধবারই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং জেলাশাসকদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়ালও। এবার নিরাপত্তার খাতিরে পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও অন্যবারের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি বাড়ানো হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য থাকছেন একজন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯১ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষত মুর্শিদাবাদ ও মালদহ-এই দুই জেলায় ভোটাধিকার হারানোর তালিকায় যে বিপুল সংখ্যা উঠে এসেছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬০,০৬,৬৭৫ জন ব্যক্তির তথ্য যাচাইয়ের জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের দায়িত্ব দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর মধ্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ৩২,৬৮,১১৯ জন। অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ২৭,১৬,৩৯৩ জন। সংখ্যার বিচারে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ, এই দুই জেলায় সবচেয়ে বেশি যাচাই প্রক্রিয়া চলেছে। মুর্শিদাবাদে ১১,০১,১৪৫ জনের মধ্যে ৪,৫৫,১৩৭ জনকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। মালদহে ৮,২৮,১২৭ জনের মধ্যে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন ৫,৮৮,৬৫৭ জন। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতিটি বিধানসভা পিছু এই অ্যাডজুডিকেশনের কারণে বাদ পড়েছে গড়ে ২০ হাজারের বেশি ভোটারের নাম। আর মালদহে গড়ে প্রতিটি বিধানসভায় অ্যাডজুডিকেশনের জন্য গড়ে প্রায় ৫০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বুথের অব্যবস্থা এবং ভোটার তালিকার এই বিপুল রদবদল নিয়ে অনেকেরই মনে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষকদের কাজ এবং আইনশৃঙ্খলার খুঁটিনাটি নিয়ে বুধবারের বৈঠকে বড়সড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন মনোজ!

সিইও-র নন্দীগ্রাম সফর নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল, দেখাল ছবিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আগে নন্দীগ্রামকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সাম্প্রতিক নন্দীগ্রাম সফরকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের তরফে কুণাল ঘোষ ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন কার্যত বিজেপির হয়ে কাজ করছে। তাঁদের দাবি, বিজেপির সংগঠনগত দুর্বলতা ঢাকতেই কমিশনের কিছু আধিকারিক সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে রবিবার সকালে নন্দীগ্রামে পৌঁছন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেখানে বিভিন্ন স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন এবং ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তৃণমূলের অভিযোগ, সেই সময় তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা - কালীচরণপুর অঞ্চলের কোঅর্ডিনেটর তপন কুমার মহাপাত্রকে দেখা যায়। এই ঘটনাকে সামনে এনে তৃণমূল প্রশ্ন তোলে, নির্বাচন কমিশনের এই আচরণ কতটা নিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে। তাঁদের বক্তব্য, ‘‘উনি নন্দীগ্রামে যেতেই পারেন, কিন্তু কেন বিরোধী শিবিরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে?’’ একই সঙ্গে আরও গুরুতর অভিযোগও তোলে তৃণমূল। দাবি করা হয়, বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং অন্য রাজ্যের ভোটারদের তথ্য এনে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিজেপির প্রভাব খাটানোর অভিযোগও শোনা যায় তাঁদের মুখে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের প্রশাসনিক ও পুলিশি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেছিলেন মনোজ আগরওয়াল। তার পরেই রবিবার সাতসকালে পৌঁছে যান নন্দীগ্রামে। সেখানকার একাধিক স্পর্শকাতর বুথ ঘুরে দেখার পাশাপাশি ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তিনি। সেই সফরে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘‘মানুষের মনে যেন কোনও ভয়-ভীতি না থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে। যেখানে যেখানে গন্ডগোল হয়েছিল বা হওয়ার আশঙ্কা আছে, আমি নিজে সেখানে যাব এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলব।’’ মালদহের কালিয়াচকের ঘটনায় বিচারকদের আটকে রাখার নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার পর যখন রাজ্য-রাজনীতি তপ্ত, তখন সিইও-র এই সফর আদতে ভোটারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফেরানোরই একটি কৌশল বলে মনে করেছে রাজনৈতিক মহল।

আজ কমিশনের সঙ্গে দেখা করবে তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ এসআইআর-এ লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার ইস্যুতে দিল্লিতে ধরনায় বসার পরিকল্পনা তৃণমূলের। কিন্তু নির্বাচন কমিশনে দেখা করার সময় পেয়ে আপাতত পরিকল্পনা স্থগিত করল তৃণমূল নেতৃত্ব। গতকাল দুপুর তিনটের পর তৃণমূলের তরফে নির্বাচন কমিশনে দেখা করতে চেয়ে সময় চাওয়া হয়। কিন্তু কমিশনের তরফে কোনও জবাব না পেয়ে তৃণমূলের তরফে রাজ্যসভার সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী এবং প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল দিল্লিতে ধরনায় বসবেন বলে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে কমিশনের তরফে জানানো হয় আগামিকাল সকাল দশটায় দেখা করার জন্য সময় দেওয়া হল। তাই তৃণমূলের তরফের ধরনা কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। তৃণমূল আগামিকাল ৪ সদস্যের তৃণমূলের প্রতিনিধি দল জাতীয় নির্বাচন কমিশনে সকাল দশটায় দেখা করতে যাবে। এ দিকে, এসআইআর-এর তালিকা নিষ্পত্তি হয়ে হয়ে গিয়েছে। হিসেব বলছে, ৫০ লক্ষ বিচারাধীন নামের মধ্যে ২৭ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। এর আগে প্রায় ৬৩ লক্ষের নাম বাদ পড়েছিল, আর এবার ২৭ লক্ষ। এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জনের নাম বাদ গিয়েছে। শুরু থেকেই সামনে আসছিল, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর- এই তিন জেলা থেকে সবথেকে বেশি নাম বাদ পড়তে পারে। হিসেব সামনে আসার পর দেখা গেল, সবার আগে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলাই। কমিশন সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদে সর্বোচ্চ বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ১ হাজার ভোটার। মুর্শিদাবাদের ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৫ জন। খসড়া তালিকায় নাম উঠেছে ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪৮ জনের। বিচারাধীন তালিকা থেকে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার জনের নাম বাদ পড়েছে।

ভারতে আসছে আরও দুটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও মিলল খুশির খবর। হরমুজ পেরিয়ে ভারতে আসছে আরও ২টি গ্যাসের ট্যাঙ্কার। এই দুটি জাহাজের নাম গ্রিন আশা এবং গ্রিন সানভি। সূত্রের খবর, এই দুটি ট্যাঙ্কারই এলপিজি গ্যাস নিয়ে ভারতের বন্দরের দিকে আসছে। ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে হরমুজ প্রণালীও। তবে জগৎ বিক্রম নামের ভারতীয় পতাকাবাহী একটি গ্যাসের ট্যাঙ্কার এখনও পর্যন্ত হরমুজের কাছেই আটকে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত হরমুজ পেরিয়ে ভারতে এসেছে শিবালিক, নন্দাদেবী, পাইন গ্যাস-সহ মোট ৬টি গ্যাস ভর্তি ট্যাঙ্কার। গ্রিন আশা এবং এবং গ্রিন সানভি দেশে ফিরলে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াবে ৮-টিতে। এই দুটি ট্যাঙ্কার ফিরলে দেশে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে হওয়া উদ্বেগের পরিবেশও বেশ খানিকটা কমবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ভোটের আগে অভিষেকের রিমোট কন্ট্রোল তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ ২০২৬-এর নির্বাচন রিমোট কন্ট্রোল বনাম রিপোর্ট কার্ডের লড়াই। রিমোট কন্ট্রোল অর্থাৎ তত্ত্ব তুলে নির্বাচনী লড়াইকে নতুন ব্যাখ্যা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভোটে বিজেপির অস্ত্র রিমোট কন্ট্রোল। বিজেপির কন্ট্রোলে বাংলার বরাদ্দ বাদ। বৈধ ভোটারের নাম বাদ, অভিযোগ অভিষেকের। পাল্টা তৃণমূলের অস্ত্র উন্নয়নের খতিয়ান, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, স্বপ্নপূরণের রিপোর্ট কার্ড। প্রায় প্রতিবারই ভোটের আগে নতুন-নতুন তত্ত্ব তুলে ধরে তৃণমূল। ২০২১-এর নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে আক্রমণের জন্য প্রথম ‘বহিরাগত তত্ত্ব’ সামনে এনেছিল। এরপর পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ‘জমিদার’ বলে তীব্র আক্রমণ করতে থাকে বিজেপিকে। আর এবার ছাব্বিশের নির্বাচন, তার আগে এবার নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন অভিষেক। রিমোট কন্ট্রোল তত্ত্ব। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূলের নম্বর ২ অভিষেক, বরাবরই অভিযোগ করে দিল্লি থেকে বাংলাকে বিজেপি পরিচালনা করতে চায়। রিমোট কন্ট্রোল বলতে তেমনটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দিল্লি থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বাংলা পরিচালনার চেষ্টা গেরুয়া শিবিরের। এদিকে, এই রিমোট কন্ট্রোলের পাল্টা উন্নয়নকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। তা সে লক্ষ্মীর ভান্ডার হোক কিংবা স্বাস্থ্য সাথী সবই তুলে ধরা হয়েছে প্রচারের জন্য। এই নিয়ে অভিষেক একটি পোস্টও করেছেন। সেখানে লিখেছেন, ‘‘২০২৬-এর লড়াই আসলে দুটি ‘আরসি’-র লড়াই। একদিকে রয়েছে বিজেপির আরসি অর্থাৎ ‘রিমোট কন্ট্রোল’। তাদের এই রিমোট কন্ট্রোলের লক্ষ্য হল বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে দেওয়া, ‘এসআইআর’-এর মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের বীজ বপন করা এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপব্যবহার করা। তারা বাঙালিদের ‘রোহিঙ্গা’ এবং ‘বাংলাদেশি’ বলে দাগিয়ে দেয় এবং নির্দোষ পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করে, বারবার আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের মণীষী, আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং দীর্ঘদিনের রীতিনীতিকে অপমান করে। তাদের রিমোট কন্ট্রোল মিথ্যে প্রচারের জন্য লাউডস্পিকারের আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু বাংলার সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ যখন বিঘ্নিত হয়, তখন তারা পুরোপুরি মৌন থাকে।’’ তিনি আরও লেখেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের আরসি অর্থাৎ আমাদের ‘রিপোর্ট কার্ড’। কেন্দ্রের কোনও সাহায্য ছাড়াই গত ১৫ বছরের গৌরবময় উন্নয়নের খতিয়ান। এটি কাজ সম্পন্ন করার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার, স্বপ্ন পূরণের এবং মানুষের জীবন পরিবর্তনের এক রিপোর্ট কার্ড। অভিষেকের প্রতিশ্রুতি, এই মাটিতে রিমোট কন্ট্রোলের দিন শেষ। দিল্লির জমিদাররা দূর থেকে বোতাম টেপা জারি রাখতে পারেন, কিন্তু বাংলা নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করবে-গর্বের সঙ্গে, সংকল্পের সঙ্গে এবং জোড়াফুলের সঙ্গে।’’

নাম বাদের নিরিখে বাংলাকে ছাপিয়েছে তামিলনাড়ু!

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল। তার আগেই বড়সড় রদবদল ঘটে গেছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায়। কারণ নাম বাদ গেছে ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ ভোটারের। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এটাই সর্বোচ্চ। কিন্তু ভোটমুখী রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গিয়েছে তামিলনাড়ুতে। সে রাজ্যে মোট ৯৭.৩৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়ে কমিশন জানিয়েছিল, ৬৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ভোটারের নাম বাদ গেছে। তার পরেও বিবেচনাধীন তথা অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় ছিল ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ভোটারের নাম। রিপোর্ট অনুযায়ী, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬০,০৬,৬৭৫ জন ব্যক্তির তথ্য যাচাইয়ের জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের দায়িত্ব দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর মধ্যে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ৩২,৬৮,১১৯ জন। অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ২৭,১৬,৩৯৩ জন। বিহারের প্রথম দফার পর দ্বিতীয় ধাপে পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট ৯টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হয়। এই তালিকায় তামিলনাড়ু ছাড়াও ছিল গুজরাত, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ়, গোয়া, পুদুচেরি, আন্দামান-নিকোবর এবং লক্ষদ্বীপ। উত্তরপ্রদেশ বাদে বাকি সব রাজ্যের চূড়ান্ত তালিকা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায়, নাম বাদের তালিকায় তামিলনাড়ু শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু তালিকায় নাম বাদ পড়ার সামগ্রিক হিসেবে উত্তরপ্রদেশ সবাইকে ছাপিয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র খসড়া তালিকাতেই সেখানে প্রায় ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে কেরলে ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার নাম বাদ যাওয়ার পর কেরলের বর্তমান ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম। মধ্যপ্রদেশে ৩৪ লক্ষ ২৫ হাজার এবং রাজস্থানে প্রায় ৩১ লক্ষ ৩৬ হাজার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ছত্তীসগঢ়েও প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ভোটারের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে। গুজরাতে ৫ কোটি ৮ লক্ষ ভোটার থেকে সংখ্যাটি কমে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪০ লক্ষে। ছোট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে গোয়ায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার, পুদুচেরিতে ১ লক্ষ ৩ হাজার এবং আন্দামান-নিকোবরে ৫২ হাজার নাম তালিকা থেকে সরানো হয়েছে। সারা দেশের এই ভোটার তালিকার রদবদল যে আসন্ন নির্বাচনের সমীকরণ বদলে দিতে পারে, তা নিয়ে এখন থেকেই চর্চা শুরু হয়েছে।

আজ থেকে শুরু হবে শুটিং, টলিপাড়ার নতুন এসওপি-তে নিরাপত্তার জন্যে কী কী রাখা হচ্ছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ রবিবার সন্ধ্যায় কর্মবিরতির নির্দেশ আশার পর থেকেই এক প্রকার প্রশ্ন ওঠে কবে আবার স্বাভাবিক হবে টলিপাড়া? তবে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কাটল জট। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সকলের টনক নড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। বার বার প্রশ্ন উঠেছে শিল্পীদের নিরাপত্তা নিয়ে। এবার তা নিশ্চিত করতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে একাধিক বৈঠক হয়ে গেল টলিপাড়ায়। যেখানে ফেডারেশন, ইম্পা, আর্টিস্ট ফোরাম, প্রযোজনা সংস্থার সদস্যরা উপস্থিত থাকলেন। দীর্ঘ বৈঠকের পর মঙ্গলবার বিকেলে জানানো হল, রাত পোহালে আবার শুরু হবে শুটিং। তবে শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তার বিষয় কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জানিয়ে দেওয়া হল তাও। এবার থেকে বিমা আবশ্যক করা হল শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্যে। এদিন মিটিং শেষে স্বরূপ বিশ্বাস বললেন, ‘‘আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হবে। পাশাপাশি আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বিমা অবশ্যই করব আমরা। সেই বিষয় আমরা চ্যানেল ও প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কথাও বলব। যেটা নিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম, তার ৮০ শতাংশ নিশ্চিত করা হয়েছে। ২০ শতাংশ টেকনিক্যাল বিষয় আছে, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে। সেটাও হয়ে যাবে আশা করছি।’’ তবে শোনা গেল এদিন কোনও চ্যালেন কর্তৃপক্ষ আসেনি। যদিও তাদের সঙ্গে কথা বলা হবে বলেও জানানো হয়। পাশাপাশি এদিন পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘কাল থেকে স্বাভাবিক হচ্ছে শুটিং। তবে ম্যাজিক মোমেন্টস মোশন পিকচার্স-কে আমরা বয়কট করছি। জাতীয় স্তরে কোথাও এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজ করব না আমরা।’’ বিমার বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘ছবি ও টেলিভিশনের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, বিমা আবশ্যক। পাশাপাশি একটি ক্ষতিপূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সকলে এই নিয়মের আওতায় পড়বে। যতদিন না এই এসওপি তৈরি হচ্ছে, ততদিন কেউ ঝুঁকি নিয়ে শুটিং করবে না। সুষ্ঠ ভবিষ্যতের জন্যে আমরা একসঙ্গে লড়ব।’’ সব মিলিয়ে দিনের শেষে সকলেই আশাবাদী। শিল্পীদের নিরাপত্তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, সেই মর্মে অনেকটা পদক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে রাত পোহালে সকলেই ফিরছেন কাজে। পাশাপাশি প্রত্যেকেই এখন রাহুলের মৃত্যুর সুবিচারের অপেক্ষায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কুর্নিশ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার চিকিৎসক থেকে শুরু করে সেবিকা তথা নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের কুর্নিশ জানানো হয়েছে। এই বছরের ভাবনা - স্বাস্থ্যের জন্য একসঙ্গে, বিজ্ঞানের পাশে দাঁড়াও। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব সংগঠন আজকের এই দিনটিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার এক বার্তায় - সেবাব্রতীদের সকলকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে সকল চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেককে সমাজের প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে কুর্নিশ। সেইসঙ্গে সমস্ত সহ - নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করেছেন তিনি বলে জানি।

প্রকাশ পরব উপলক্ষে শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জি-র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পবিত্র প্রকাশ পরব উপলক্ষে শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জি-র প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লিখেছেনঃশ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জি-র প্রকাশ পর্বের এই পবিত্র লগ্নে, আমাদের সভ্যতার এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তাঁর জীবন ছিল সাহস, আত্মত্যাগ এবং মানবজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চরম প্রতিকূলতার মুখেও তিনি সত্য, মর্যাদা এবং বিশ্বাস রক্ষায় অটল ছিলেন। তাঁর শাশ্বত বার্তা ন্যায়পরায়ণ, সহানুভূতিশীল এবং সম্প্রীতিময় সমাজ গঠনে আমাদের পথপ্রদর্শন করুক তিনি মনে করেন।

ধুরন্ধর ২ঃ১৯-তম দিনে আয় ১০ কোটি টাকা

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৭ এপ্রিলঃ ব্যবসায়িক মন্দার কারণে রণবীর সিং-এর সিনেমা ধুরন্ধর ২ এর আয়ে পতন দেখা গেছে। মুক্তির ১৯-তম দিন, গত সোমবার সিনেমাটি ১০ কোটি টাকা আয় করেছে। যা আগের দিনগুলোর তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য পতন।বক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, সিনেমাটি ১৭-তম দিনে ২৫.৬৫ কোটি টাকা এবং ১৮-তম দিনে ২৮.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। এর তুলনায, ১৯-তম দিনের পতন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তা সত্ত্বেও, দেশে সিনেমাটির মোট আয় এখন ১,০২৩.৭৭ কোটিতে পৌঁছেছে। এটি ভারতীয় বক্স অফিসে ১,০০০ কোটির অঙ্ক অতিক্রমকারী প্রথম হিন্দি চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে।এছাড়াও, বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির পারফরম্যান্সও চিত্তাকর্ষক। ধুরন্ধর ২ সিনেমাটি ১৯ দিনে বিশ্বব্যাপী ১,৬২২.৭২ কোটি টাকা আয় করেছে। উল্লেখ্য, সিনেমাটি উত্তর আমেরিকায় প্রায় ২১৭ কোটি টাকা আয় করেছে, যা বাহুবলী ২ঃদ্য কনক্লুশন-এর প্রায় নয় বছরের পুরনো রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমাটি ২০২৫ সালের ব্লকবাস্টার ধুরন্ধর-এর সিক্যুয়েল, যা ক্রমাগত নতুন রেকর্ড ভেঙে চলেছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে পরিবারতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা, স্ট্যালিনকে নিশানা করে তোপ পীযূষ গোয়েলের

চেন্নাই, ৭ এপ্রিলঃতামিলনাড়ুর রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পীযূষ গোয়েল। রবিবার চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন-এর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানান।পীযূষ গোয়েলের দাবি, স্ট্যালিন তাঁর পুত্র উদয়নিধি স্ট্যালিন-কে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে বসানোর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি রাজ্যে পারিবারিক শাসন কায়েম করতে চাইছেন। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ কোনও প্রশাসনিক প্রয়োজনের জন্য নয়,বরং একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল, যার লক্ষ্য রাজনীতিকে পরিবারকেন্দ্রিক করে তোলা।তিনি আরও বলেন, তামিলনাড়ুর জনগণের উচিত এই ধরনের প্রবণতা সম্পর্কে সতর্ক থাকা। পীযূষ গোয়েলের অভিযোগ, স্ট্যালিন পরিবার রাজ্যের উপর এমন এক শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাইছে, যেখানে দুর্নীতি এবং অদক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। তাঁর মতে, এই ধরনের রাজনীতি গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর এবং দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।নিজের বক্তব্যে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী-এর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করেন। পীযূষ গোয়েল বলেন, বাজপেয়ী একসময় মুম্বইয়ে বলেছিলেন, কংগ্রেসের দুর্নীতি ও অপশাসনের অবসান ঘটলে সূর্য উদয় হবে। সেই বক্তব্য টেনে এনে তিনি বলেন, বর্তমানে তামিলনাড়ুর পরিস্থিতিও অনেকটা একই রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।গত পাঁচ বছরে রাজ্যে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, মদের কেলেঙ্কারি, জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, বিদ্যুৎ বোর্ডের অনিয়ম এবং চাকরির বিনিময়ে নগদ টাকার মতো নানা অভিযোগ রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়ম এবং দুর্নীতির ছাপ দেখা যাচ্ছে।সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পীযূষ গোয়েল রাজ্যের মানুষের কাছে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

অসমে বিজেপি-এনডিএ জয়ের হ্যাটট্রিক নিশ্চিত, বরপেটায় নির্বাচনী সমাবেশে মোদী

বরপেটা (অসম), ৭ এপ্রিল ঃ অসমের বরপেটায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, রাজ্যের মানুষ এ বার দুটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন - প্রথমত, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের হ্যাটট্রিক জয় দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের ‘রাজ পরিবারের’ নেতার পরাজয়ের নতুন রেকর্ড গড়া।বিশাল সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসমের মানুষের উৎসাহ, শক্তি ও আশীর্বাদ অভূতপূর্ব। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ বার রাজ্যে একটি ‘উদ্যমী বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার গঠিত হবে। কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, দলের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে, তারা কেবল স্বল্পমেয়াদি লাভ ও দুর্নীতিতে মনোনিবেশ করেছে।তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজের প্রতি ‘সবচেয়ে বড় অন্যায়’ করার অভিযোগ তুলেছেন। বলেন, কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনকালে আদিবাসী এলাকাগুলিতে দারিদ্র্য, হিংসা ও অনিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি ছিল।মোদীর অভিযোগ, কংগ্রেস অনুপ্রবেশকারীদের খোলাখুলিভাবে সমর্থন করছে, আর বিরোধিতা করছে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। তিনি বলেন, কংগ্রেস এমন একটি আইন আনার কথা বলছে, যাতে ‘অনুপ্রবেশকারী’শব্দটি ব্যবহার করাও অপরাধ হয়ে উঠতে পারে এবং অনুপ্রবেশকারীদের ভুক্তভোগী হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে। যার ফলে অসমের মূল বাসিন্দা ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ওপর আইনি ঝুঁকি তৈরি হবে।তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ‘বিকশিত অসম’-এর লক্ষ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর দিকে এগোচ্ছে। গত দশ বছরে অসমকে ভয় ও অস্থিরতা থেকে বের করে এনে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অসমের পরিচয় রক্ষার কাজ করা হয়েছে আগামী দশকে অসমকে আত্মনির্ভর করে তোলা এবং বিশ্বমঞ্চে তার পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করার গ্যারান্টি দিচ্ছি।কৃষকদের প্রসঙ্গেও তিনি কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। বলেন, ২০১৪ সালের আগে দশ বছরে ধানচাষিদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য-এর মাধ্যমে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ২০১৪ সালের পর তা বেড়ে ১৬ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।তিনি জানান, ২০১৩ সালে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল প্রতি কুইন্টালে ১৩০০ টাকা, যা এখন বেড়ে প্রায় ২৩৭০ টাকা হয়েছে।বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী দেশ-বিদেশে যুক্ত সকল কার্যকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রথম’ মন্ত্র নিয়ে দল ‘ভারতীর সেবা’য় নিবেদিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সব দলের সহযোগিতায় এ বিষয়ে এগোচ্ছে, নারীর অধিকারকে শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, কিছু মানুষ এই মহ উদ্যোগ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু এর ফলে দেশের সব রাজ্যই উপকৃত হবে, কোনও রাজ্যের ক্ষতি হবে না। উত্তরপূর্ব বা দক্ষিণ ভারত যেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা রয়েছে, তাদের প্রতিনিধিত্ব কমবে না। বরং নারীদের জন্য অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা হবে এবং বর্তমান আসনের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। তিনি জানান, আগামী ১৬ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশনে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐকমত্যে পৌঁছানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এপ্রিল মাস অসমে বহাগ বিহুর উসব নিয়ে আসে। এ বার তা গণতন্ত্রের উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কারণ ভোটগ্রহণ আসন্ন।তিনি বলেন, কংগ্রেস কখনও জনগণের সামনে নিজেদের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যায় না, অথচ বিজেপি সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজেদের কাজের হিসাব দেয়। তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীকে অপমান করার অভিযোগও তুলেছেন। এয়ার স্ট্রাইক ও সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ‘ওয়ান র‍্যাংনক ওয়ান পেনশন’-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এটি কংগ্রেসের দ্বারা সেনাদের বিশ্বাসভঙ্গের উদাহরণ।শেষে তিনি বলেন, এ বার জনগণের ভোট ‘বিকশিত অসম’-এর ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে এবং রাজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। বিজেপিকে দেওয়া প্রতিটি ভোট অসমের পরিচয় ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করবে। বহু বছরের প্রচেষ্টা ও ত্যাগের পর অসমে শান্তি ফিরে এসেছে এবং তা বজায় রাখতে কংগ্রেসকে ক্ষমতার বাইরে রাখা জরুরি।

রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের ডাক সাঁতরাগাছিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ৭ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার সাঁতরাগাছি ঝিলপাড় এলাকায় ভোট বয়কটের ডাক দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা এলাকায়। এলাকাবাসীদের সাফ বক্তব্য, রাস্তা নেই তো ভোট নেই- এই স্লোগানকেই সামনে রেখে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেমেছেন।স্থানীযদের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কাদামাটি ও জল জমে থাকায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি জরুরি পরিষেবা, বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত এলাকায় ঢুকতে পারে না বলে দাবি বাসিন্দাদের।বারবার প্রশাসনের

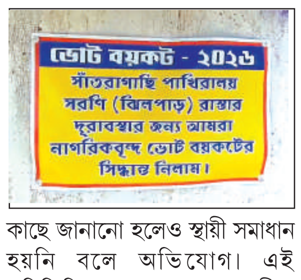

কাছে জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, যতদিন না রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে বা লিখিত আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, ততদিন তাঁরা ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন না।এদিকে এলাকাবাসীদের এই ভোট বয়কটের ডাকে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পদক্ষেপ নেয, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সবাই খবর সূত্র জানা যায়।

ইন্দোরে ১০ গ্রাম মাদক সহ গ্রেফতার দুজন

ধর্মশালা, ৭ এপ্রিল ঃ হিমাচল প্রদেশে মাদক বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পুলিশের। সোমবার গভীর রাতে ইন্দোর থানার অন্তর্গত এলাকায় তল্লাশির সময় ১০ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ দুজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।মঙ্গলবার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের নাম কমলদীপ (৩৯), কাংড়া জেলার লাহারুন গ্রামের বাসিন্দা অন্যজন জিতেন্দ্র সিং (৩২), কাংড়া জেলার সুনেত এলাকার উপারলা মোচ গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার গভীর রাতে পুলিশের একটি দল চাঙ্গরাদারের কাছে যানবাহনে তল্লাশি চালাচ্ছিল খবর সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা,৭এপ্রিলঃআসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বুথে বুথে কা। নজরদারি চালাতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। ভোট চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্তের পরিস্থিতির ওপর নজরদারি করতে ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক কন্টোল রুমপ্রস্তুত করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯০টি অত্যাধুনিক টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে ২০০ জন মাইক্রো অবজার্ভার সারাক্ষণ নজরদারিতে থাকবেন। বুথের ভিতর-বাইরের পাশাপাশি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং নাকা চেকিং পয়েন্টে ও নজর রাখা হবে।এই নজরদারির জন্য রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩ হাজার ক্যামেরা বসানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে স্থায়ী ক্যামেরার পাশাপাশি টহলদারি গা।রি উপরেও বিশেষ ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে।কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, এ বার নজরদারিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কংট্রোল রুমে আসা লাইভ ফুটেজ বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে, যার মাধ্যমে ভিড়ের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করাও সম্ভব হবে।বুথের আশপাশে কোথাও সংঃদহজনক জমায়েত হলেই তাক্ষণিক ভাবে সতর্ক বার্তা যাবে মাইক্রো অবজার্ভারদের কাছে। ফলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে বলে মনে করছে কমিশন।

আরামবাগে প্রচার তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি, ৭ এপ্রিল ঃ ‘ঘরের মেয়ে’ ইমেজকে সামনে রেখে আরামবাগে জোরদার প্রচারে

নামলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতা বাগ। মঙ্গলবার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কোটপাড়া এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে জনসংযোগে অংশ নেন তিনি।এদিন সবুজ আবির মেখে প্রচারে দেখা যায় প্রার্থীকে। জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলেই এইভাবে প্রচারে নেমেছেন বলে জানান মিতা বাগ। তাঁর দাবি, এলাকার মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবেন এবং বিরোধীরা ভোটে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবে না।তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই আত্মবিশ্বাস অতিরিক্ত হয়ে উঠলে তা ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে।উল্লেখ্য, আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা সুকমল দাসের নাম ঘোষণা হলেও পরে তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। ফলে তৃণমূল কিছুটা স্বস্তিতে থাকলেও কংগ্রেস প্রার্থীকে ঘিরে লড়াই এখনও পুরোপুরি একতরফা নয় বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আগরতলা টিপস-এর সচেতনতা অভিযানে ব্যাপক সাড়া, পদযাত্রা ও কর্মশালায় স্বাস্থ্যবার্তা ছড়াল

আগরতলা, ৭ এপ্রিলঃবিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস (টিপস)-এর উদ্যোগে আগরতলা শহরে অনুষ্ঠিত হল একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, যা শহরবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য একজোটঃবিজ্ঞানের পাশে দাঁড়ান-কে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি, পরিচ্ছন্নতা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার গুরুত্ব তুলে ধরা।এই উপলক্ষে টিপস-এর পক্ষ থেকে ডাঃ সৌরভ দত্ত জানান, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের দাবি। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়, বরং এটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। সেই লক্ষ্যেই টিপস প্রতি বছর নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে।দিনের শুরুতেই আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রায় অংশ নেন টিপস-এর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শহরের সাধারণ মানুষ। হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্বাস্থ্য সচেতনতার স্লোগান-এইভাবেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে পদযাত্রাটি পুনরায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পদযাত্রার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং রোগ প্রতিরোধে সচেতন থাকার বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অভয়নগরস্থিত স্টেট চিলড্রেন হোম ফর গার্লস-এর শিশুদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি তাদের মুখে হাসি ফোটানোর প্রয়াস নেওয়া হয়।একই দিনে টিপস অ্যাসেম্বলি হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালারও অয়োজন করা হয়, যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার আধুনিকীকরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরাও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পান।সার্বিকভাবে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে টিপস-এর এই উদ্যোগ আগরতলা শহরে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে টিপস ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন ডাঃ দত্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশেষ এই দিনে ডাক্তার, নার্স-সহ সম্মুখসারির কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে আমরা সেই সমস্ত মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা অক্লান্তভাবে অন্যের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন এবং একটি স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। আমরা একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়ার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করছি। আসুন আমরা সকলে মিলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে কাজ করে যাই।

হাওড়ার দক্ষিণ বাকসাড়া বকুলতলা বটতলা কমিটি সংঘের শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের পূজা সাড়ম্বরে পালিত হল মঙ্গলবার। এ বছর এই মাতৃ প্রতিমা ৩০ তম বর্ষে পর্দাপন করল। সকাল থেকে প্রচুর ভক্তদের ভিড় ছিল পূজা মন্ডপে। এই পূজা মন্ডপে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়ার এম.এল.এ নন্দিতা চৌধুরী ঐদিন সকালে। **চিত্র- অরূপ নস্কর।**

আয়ুষ্মান ভারতের মতো উদ্যোগ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছেঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী দেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। মঙ্গলবার সকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগ প্রকাশ নাড্ডা জানান, এই দিনটি আমাদের স্বাস্থ্যের আরও ভালো যত্ন নিতে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা অনুসরণ করতে স্মরণ করিয়ে দেয়।নাড্ডা এক্স মাধ্যমে জানান, ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটায়, যা কেবল দেশেই নয়, বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনার মতো যুগান্তকারী উদ্যোগগুলি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, যার ফলে প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসা আরও সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে। নাড্ডা এদিন সমস্ত ডাক্তার, নার্স এবং সম্মুখসারির কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।উল্লেখ্য, ৭ এপ্রিল দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের এই দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তৈরি হয়েছিল, এটি স্মরণে রাখতে ও বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে ১৯৫০ সাল থেকে ৭ এপ্রিল দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

৮-১০ এপ্রিল আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃবিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি ৮-১০ এপ্রিল তিনদিনের সফরে আমেরিকা যাচ্ছেন। মার্কিন মুলকের ওয়াশিংটন ডিসি-তে তিনদিনের এই সফরে বেশ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রির এই সফর ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পর্যালোচনা করার এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে চলমান সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। এই সফরের সময় বিদেশ সচিব মার্কিন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

বাংলাদেশ সংসদের প্রাক্তন স্পিকার শিরিন গ্রেফতার

ঢাকা, ৭ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রাক্তন স্পিকার ও আওয়ামি লিগের নেত্রী শিরিন শরমিন চৌধুরীকে সোমবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল কমিশনার শফিকুল ইসলাম গ্রেফতারের খবর স্বীকার করলেও, কী কারণে প্রাক্তন স্পিকারকে গ্রেফতার করা হলো, তা বিশদে জানাননি।সোমবার রাতে রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডির ৮এ রোডের বা।ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি শুধু বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়কার একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল স্পিকার নির্বাচিত হন শিরিন শারমিন। এরপর থেকে টানা তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য দিনটা হবে উসাহ আর এনার্জিতে ভরা। নিজের ইচ্ছেগুলো পূরণ করার জন্য তুমি খুবই মোটিভেটেড থাকবে। কাজের জায়গায় নিজের আইডিয়া শেয়ার করার ভাল সুযোগ পাবে, এতে তোমার অবস্থা আরও ভাল হবে। **বৃষঃ** আজকে আপনি বেশিরভাগ সময়টা নিজের স্বাস্থ্যর উপর নজর দেবেন। ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে। গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে। সংসারে শান্তি হবে। **মিথুনঃ** ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। অর্থ ব্যয়। **কর্কট রাশি ঃ** আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে। **সিংহঃ** আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। বিবাহের যোগ হবে। **কন্যা ঃ**কোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। **তুলাঃ** সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা। করে দিতে চাইবেন। শুভ দিন হবে **বৃশ্চিকঃ**ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ ব্যয় হবে। **ধনুঃ**বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে। **মকরঃ**প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। **কুম্ভঃ**আজ আপনার জন্য নতুন সুযোগের শুরু হবে। আপনার আইডিয়া প্রকাশ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ পাবে। এটা সেই সময় যখন আপনি আপনাক লক্ষ্যগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে **মীন**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও আপনি সহজেই ক্লান্তি সামলাতে সক্ষম হবেন।´ শুভদিন হবে আজ। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

কয়েকদিন আগেও চৈত্রে ভ্যাপসা গরম বাড়ছিল দক্ষিণবঙ্গে। তবে ফের আবহাওয়া ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল হয়েছে। স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। পারদ-পতনও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত অন্তত ৩ দিন ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়াও। উত্তরবঙ্গে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতায় টানা ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। তার সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া। হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। কালবৈশাখীর বাড়তি সতর্কতা বুধবার জারি করা হয়েছে হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনায়। দুর্যোগ হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। এই সমস্ত জেলায় ঝড়ের গতি পৌঁছে যেতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটারেও। আগামী চার দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি কমবে। তার পরের দু'দিনে দুই থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত আবার পারদ চড়তে পারে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম।উত্তরবঙ্গেও প্রায় প্রতি দিনই ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলায় সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহারে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪৮-শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার বলে জানি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৫মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫২মনিটে হতে পারে।

চাঁপদানিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি,৭ এপ্রিল ঃ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে শ্রীরামপুর মহকুমায় বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সিং মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের অফিসে এসে বিজেপির চাঁপদানি বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ সিং মনোনযন পেশ করেন। শোভাযাত্রায় গেরুয়া ও সবুজ বেলুনের সারি, মহিলা ঢাকি ও সাউন্ড বক্স নিয়ে উৎসবের মেজাজে মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হয়। এদিন সকালে ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলার জাগ্রত জগদ্ধাত্রী মায়ের নাটমন্দির থেকে বিজেপি কর্মীরা টোটো করে শ্রীরামপুর এসডিও অফিস চত্বরে যান। এদিন মনোনয়ন মিছিলে প্রচুর অবাঙালী মানুষের ভিড় দেখে জয়েরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে দিলীপ সিং জিততে পারেন কিনা তা নিয়ে চচা পাড়ায় পাড়ায় চলছে। যদিও সংগঠনের দিক থেকে তৃণমূল অনেকটা এদিয়ে বলে তৃণমূলের নেতা মনে করছেন। এখন দেখার নির্বাচনে কি হয়।

প্রথম দফার ভোটে রেকর্ড মনোনয়ন, ১৫২ আসনে ১৫৮৬ প্রার্থী নিরাপত্তায় নজিরবিহীন প্রস্তুতি কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বা।ছে। সোমবার ছিল প্রথম দফার ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন, আর সেই দিনেই একপ্রকার রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী তাঁদের মনোনয়ন দাখিল করেছেন। নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট ১৫৮৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তবে জমা পড়া মোট মনোনয়নের সংখ্যা আরও বেশি, যা দাঁড়িয়েছে ২৩০৪-এ। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়ন জমা দিয়ে থাকেন, যা নির্বাচন প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই কারণেই মোট মনোনয়নের সংখ্যা প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় বেশি হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্ত মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীরা চাইলে তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। তার পরেই চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা আসনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এই দফায় উত্তরবঙ্গ এবং কিছু দক্ষিণবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলিতে ভোটগ্রহণ হবে। রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি নির্দল প্রার্থীরাও বিপুল সংখ্যায় মনোনয়ন জমা দেওয়ায় প্রতিযোগিতা যে তীব্র হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই একই ১৫২টি আসনে মোট ১০৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু এবারে সেই সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, যা নির্বাচনী লড়াইকে আরও বহুমুখী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি আসনে কতজন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি কেঃন্দ্র সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন জমা প।ছে। তার পরেই রয়েছে মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার দক্ষিণ, মাথাভাঙা এবং ধূপগু।রি মতো কেন্দ্রগুলি, যেখানে প্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে কিছু কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা-এই তিনটি কেন্দ্রে মাত্র ছ'জন করে প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র একরকম নয়, কোথাও তা তীব্র, কোথাও আবার তুলনামূলকভাবে সীমিত। এদিকে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ ভোট করাতে এবার নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, প্রথম দফার ভোটের জন্য প্রায় ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে, যা আগের নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি। পাশাপাশি ভিন রাজ্য থেকে প্রায় তিন হাজার সশস্ত্র পুলিশ আনার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। আগামী

১৩ এপ্রিল থেকে ধাপে ধাপে এই বাহিনী রাজ্যে পৌঁছতে শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের এই ব্যাপক প্রস্তুতি থেকেই স্পষ্ট, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তারা। নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি ভোটারদের আস্থা বজায় রাখাও কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, প্রথম দফার ভোটের আগে মনোনয়ন জমা ঘিরে যে সাড়া পড়েছে, তা এবারের নির্বাচনী লড়াইকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলেছে।

পর্ণশ্রী কাণ্ডে রত্না চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা পুলিশের নোটিস

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়-কে নোটিস পাঠাল কলকাতা পুলিশ। অভিযোগ, বেহালার পর্ণশ্রী এলাকায় বিজেপির একটি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় তাঁর যোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, এবার সেই তদন্তের অগ্রগতিতেই তাঁকে তলব করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রবিবার দুপুর থেকেই পর্ণশ্রী এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে প্রথমে তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে এবং এলাকায় উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হয়। সন্ধ্যার পরেও উত্তেজনা থামেনি, রাত পর্যন্ত তা বজায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, রবিবার দুপুরে তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা গিয়ে পোস্টার ও ব্যানার ছিঁ।ে ফেলেন এবং দফতরে ভাঙচুর চালান। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতি এতটা অবনতি হতো না। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা পর্ণশ্রী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং কিছু সময়ের জন্য থানা ঘেরাও করে রাখেন। পরে সেখানে ধর্নায় বসেন বিজেপি কর্মীরা, দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে। এই ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে পর্ণশ্রী থানায় লিখিত অভিযোগ

দায়ের করা হয়। তবে পাল্টা অভিযোগও জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দাবি, বিজেপি কর্মীরাই প্রথমে তৃণমূলের পোস্টার ও ব্যানার ছিঁড়ে দেয়, যার জেরেই উত্তেজনা তৈরি হয়। তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় নিজেও থানায় গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও বিজেপির অভিযোগে রত্না চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও, ঘটনার সময় তিনি সরাসরি উপস্থিত ছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পর্ণশ্রী থানায় রত্নার নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যা এই ঘটনার গুরুত্ব আরও বাড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছ'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক বলে জানা গিয়েছে। গ্রেফতারির পর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। নির্বাচনের আগে এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে। একদিকে অভিযোগ-প্রতিঅভিযোগ, অন্যদিকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে, পর্ণশ্রীর এই ঘটনা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘাতের এক স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে, যেখানে উভয় পক্ষই নিজেদের অবস্থান জোরালো করতে সরব হয়েছে এবং প্রশাসনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।

সিপিএমের প্রযা.ত সাংসদ অনিল বসুর ছেলে বিজেপিতে যোগ দিলেন

মলয় সুর , চুঁচুড়া, ৭ এপ্রিল ঃ আরামবাগ লোকসভা নির্বাচনে ২০০৪-এ তকালীন হুগলির দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা অনিল বসু আরামবাগ থেকে প্রায় ৬ লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে নয়া রেকর্ড গড়েছিলেন। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল রাজ্য রাজনীতিতে। সেই প্রয়াত অনিল বসুর ছেলে সৌম্য বসুকে এবার দেখা গেল বিজেপির মঞ্চে। সোমবার চুঁচুড়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সভায় হাজির থাকার পাশাপাশি তাঁর মুখ থেকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানও শুনতে পাওয়া গেল। এই ঘটনায় অনেকেই বিস্মিত হলেও তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি-সেই সিপিএম আর নেই, তাই বিজেপি করছি। তাঁর ব্যাখ্যা, শ্রদ্ধেয় কমরেড জ্যোতি বসু, অনিল বিশ্বাস, সুভাষ চক্রবর্তীদের বামপন্থা আর এখানকার বামপন্থায় অনেক ফারাক। ২০০৮ সাল পর্যন্ত আমিও সক্রিয়ভাবে বাম রাজনীতি করেছি। আগে বামপন্থা ছিল গরিব, মেহনতি, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা। এখনকার বামপন্থা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঝকঝকে এলিটদের প্রতিনিধি। কিন্তু সিপিএম ছেড়ে হঠাৎ বিজেপিতে কেন? তাঁর জবাব, বিজেপি দেশভক্ত দল, সেইটাই আমাকে আকর্ষণ করে। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পরে তাঁর প্রভাব অনেকটাই কমে যায়। ২০১২ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করায় অনিল বসুকে সিপিএম দল থেকে বহিষ্কার করে। তারপরেও অবশ্য সিপিএম নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অনিলের। হুগলি জেলায.সিপিএমের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ও অনিলকে সাধারণ দর্শকের ভূমিকায় দেখা যেত। সাসপেন্ড থাকা অবস্থায় প্রয়া.ত সিপিএমের জেলা সম্পাদক বিনোদ দাসের মরদেহ মাল্যদান দিতে জেলা পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন। ২০১৮-এর ২রা অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখেন। সৌম্য কলেজে পড়ার সময়. এসএফআই করতেন। পরে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই করেছেন। এদিন পাঁচজন বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন উপলক্ষে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে একটি সভার আযোজন করেছিল বিজেপি। সেই সভায.উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেখানেই অনিল বসুর ছেলে সৌম্য বসুকে দেখে বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও হকচকিয়ে যান। পরে চুঁচুড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগের সঙ্গে হাত মেলান।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে বহু কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ হাওড়া সদরে।

বারুইপুরে মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ টালিগঞ্জে বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর মনোনয়নকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়-এর মনোনয়ন জমা দেওয়াকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল বারুইপুরে। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড় ধরনের অশান্তি এড়ানো সম্ভব হয়। জানা গিয়েছে, এদিন বারুইপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দিতে মিছিল করে যাচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে কুলতলী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গণেশ চন্দ্র মণ্ডল-এর সমর্থনে একটি মিছিল এগিয়ে আসছিল। দু'টি মিছিল এক জায়গায় এসে মুখোমুখি হলেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকরা একে অপরকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে ' বাংলা' ধ্বনি শোনা যায়, অন্যদিকে বিজেপি সমর্থকরা ' শ্রীরাম' স্লোগানে পালটা জবাব দেন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকা রাজনৈতিক স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। তবে প্রশাসনের তপরতায় এবং দুই দলের নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবেই তাঁদের মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে। তাঁর কথায়, তৃণমূল জানে আমাদের মনোনয়ন আছে। ইচ্ছা করে প্রার্থীদের আটকানোর জন্য জমায়েত করা হয়েছে। কিচ্ছুক্ষণ উত্তেজনা তৈরি করে চলে গেল। মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছিল তৃণমূল। কিন্তু বিশেষ কিছু করতে পারল না। তাঁর এই অভিযোগে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গণেশ চঃন্দ্র মণ্ডল এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, দুটি মিছিল মুখোমুখি হয়েছিল ঠিকই, তবে কোনও অশান্তি বা গোলমাল হয়নি। গণতান্ত্রিক দেশে সব রাজনৈতিক দলই মনোনয়ন জমা দেবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ঘটনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বড় করে দেখানো হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের পরিস্থিতি ভোটের আগে প্রায়ই দেখা যায়, বিশেষ করে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির মিছিল একই সময়ে একই রাস্তায় পড়ে যায়। তবে এদিন ব। ধরনের সংঘর্ষ না হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি আর না তৈরি হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন এবং মিছিলের রুট নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনেই রাজনৈতিক উত্তেজনার এই ছবি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ বাড়ছে।

জয়নগরে প্রসিদ্ধ এক বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানিতে পোকার থাকার অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৭ এপ্রিল ঃ জয়নগরের প্রসিদ্ধ এক বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানির মধ্যে পোকা থাকার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। জানা যায়,সোমবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মুলদিয়ার মোড়ে ওল্ড আরসালান বিরিয়ানির দোকান থেকে জয়নগর মজিলপুর দাসপাড়ার বাসিন্দা জয়ন্ত ভান্ডারী ও বকুলতলা থানার ফুটিগোদার বাসিন্দা সৌরভ সরদার সহ কয়েকজন একসাথে অনেক গুলো বিরিয়ানি কিনে নিয়ে যায়। আর বাড়িতে গিয়ে তাঁরা খেতে গিয়ে লক্ষ্য করে বিরিয়ানির ভেতরে পোকা মরে পড়ে আছে বলে। আর তার পরে তারা সেই প্যাকেট নিয়ে দোকানে আসলে ঐ দোকানদার তা অস্বীকার করে বলে অভিযোগ জয়ন্ত ভান্ডারীর। আর তাই তারা ওদিন রাতেই ঐ দোকানদারের বিরুদ্ধে জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আর অভিযোগ পাওয়ার পরে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ঐ বিরিয়ানির দোকান থেকে ও অভিযোগকারীদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। যা মঙ্গলবার পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। তবে এ ব্যাপারে অভিযোগকারী জয়ন্ত ভান্ডারী ও সৌরভ সরদার বলেন,আমরা চাই সঠিক ভাবে তদন্ত করা হোক ঐ প্যাকেটজাত বিরিয়ানির। তবে এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে তোলা সব ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ওল্ড আরসালান বিরিয়ানির দোকানের পক্ষথেকে। তাদের মতে এ ধরনের কোনো কিছু বিরিয়ানির মধ্যে থাকতে পারে না। তাদেরকে কেউ বা কারা ফাঁসাতে চাইছে। তবে তাঁরাও চান তদন্ত করা হোক। মঙ্গলবার দোকানে গিয়ে দেখা গেল, দোকানটি অর্ধেক বন্ধ রেখে তাঁরা দোকানদারি করছে।পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

ভোটের আগে দাগী দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরি করছে লালবাজার, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ ভোটের সময় অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার, রাজ্যের নির্বাচনী পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে কলকাতার লালবাজার আরও একধাপ এগিয়ে কুখ্যাত ও দাগী দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরি করছে। ভোটের সময় অশান্তি বা গোলমাল পাকাতে পারে এমন দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে প্রত্যেক থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের হাতে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের তালিকা প্রস্তুত করছে।

লালবাজারের পক্ষ থেকে শহরের সকল থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ভোটের আগেই ওই এলাকায় সক্রিয় কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে। থানাগুলিকে বলা হয়েছে, তারা তাদের এলাকা থেকে দশটি করে 'ট্রাবল মঙ্গার'-এর নাম চিহ্নিত করে পাঠাক, যাতে লালবাজার ও নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। ইতিমধ্যে, থানাগুলি এবং গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে এই 'ট্রাবল মঙ্গার'-দের তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং এখন সেই তালিকাটি নির্বাচন কমিশনে পৌঁছানোর প্রস্তুতি চলছে। লালবাজারের নির্দেশ অনুযায়ী, থানাগুলিকে শুধু সাধারণ দুষ্কৃতী নয়, বরং সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং 'মোস্ট নটোরিয়াস ট্রাবল মঙ্গার'-দের নামও চিহ্নিত করতে হবে। তাদের কার্যকলাপ এবং গতিবিধির ওপর নজর রাখতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। লালবাজারের সূত্রে জানা যায়, এরই মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার খ্যাতিমান দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর নাম 'ট্রাবল মঙ্গার'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে কসবা থানার ওসিকে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনা প্রমাণ করে, কতটা কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ভোটের সময় অশান্তি রোধে। লালবাজারের নির্দেশনায়, ভোটের আগে এবং ভোটের সময় যেসব দুষ্কৃতী বেশি গোলমাল করতে পারে, তাদের ওপর কঠোর নজরদারি চালানো হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে এই দুষ্কৃতীদের গতিবিধির ওপর বিশেষ নজর রাখার জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা হয়েছে। নির্বাচনী কমিশন এবং পুলিশ প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, যাতে কোনওভাবেই ভোটের সময় অশান্তি বা গোলমাল না হয়, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন পুলিশের লক্ষ্য, যেসব দুষ্কৃতী নির্বাচনী এলাকায় অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য তৎপর থাকে, তাদের একেবারে প্রথম থেকেই চিহ্নিত করা এবং যাতে তারা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে না পারে, সে জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সব মিলিয়ে, ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে লালবাজার এবং নির্বাচন কমিশন একযোগে কাজ করছে এবং তাদের এই পদক্ষেপ তৃতীয় পক্ষের কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বাবু মাস্টারের তৃণমূল কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন, বসিরহাট রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাসনাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ হাসনাবাদ রাজনীতিতে ফের চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরেছেন ফিরোজ কামাল গাজী, যিনি বাবু মাস্টার নামে পরিচিত। দীর্ঘ টালবাহানার পর, অবশেষে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন বসিরহাট মহকুমার রাজনৈতিক অন্দরে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এক সময় তৃণমূলের শক্তিশালী মুখ হিসেবে পরিচিত বাবু মাস্টার ২০২০ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় শুভেন্দু অধিকারীর সভায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তাঁর দলবদল স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি করেছিল, কারণ তাঁর পদক্ষেপে অনেকেই নতুন রাজনৈতিক পালাবদলের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন। তবে কিছুদিন পর, বিজেপির সঙ্গে বাবু মাস্টারের সম্পর্ক ধীরে ধীরে দূরত্বের দিকে চলে যায়। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানেও পরিবর্তন আসে এবং তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা চলছিল। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে, তিনি ফের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর ফিরতি আগমন ঘটে। অনুষ্ঠানে বাবু মাস্টারের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন। যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর সুরজি মিত্র বাদল, বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী, সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের উপস্থিতি এই প্রত্যাবর্তনকে দল কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্পষ্ট করে দেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাবু মাস্টারের প্রত্যাবর্তন তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে নতুনভাবে শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে হিঙ্গলগঞ্জ এবং তার আশেপাশের এলাকায়। স্থানীয় স্তরে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করা হয়, এবং তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল আরও সুসংগঠিত হতে পারে। সেই কারণে তাঁকে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার নির্বাচনী কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা দল তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখছে, তা প্রমাণিত করে। এছাড়াও, আসন্ন নির্বাচনের আগেই দলকে আরও শক্তিশালী এবং সংগঠিত করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বাবু মাস্টারের তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসা শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি রাজনীতির অন্দরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিতে পারে। এখন সকলের চোখ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে, যেখানে বাবু মাস্টারের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আরও একবার সাফল্য অর্জন করতে পারে, এমনটাই প্রত্যাশা রয়েছে শাসক শিবিরের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

পোলিং এজেন্টদের ভূমিকা নিয়ে বড় বদলের ইঙ্গিত, বুথের বাইরে বসানোর ভাবনা কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাসনাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপের মধ্যেই এবার সামনে এসেছে নতুন এক প্রস্তাব, যা কার্যকর হলে বদলে যেতে পারে দীর্ঘদিনের প্রচলিত নির্বাচনী প্রথা। কমিশনের অঃদরে শুরু হয়েছে আলোচনা-পোলিং এজেন্টদের বুথের ভিতরে নয়, বরং বাইরে বসানো হতে পারে। যদিও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবে আইনগত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এতদিন ধরে দেখা গিয়েছে, পোলিং এজেন্টরা বুথের ভিতরেই বসে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তাঁরা মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। যে সব দল সংশ্লিষ্ট বিধানসভা আসনে প্রার্থী দেয়, তারা বুথভিত্তিক পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে একজন প্রার্থীর একজন করে এজেন্ট থাকার কথা। যদিও কোনও দল যদি এজেন্ট দিতে না পারে, সেটি তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা হিসেবেই ধরা হয়। এই পোলিং এজেন্টদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কাছে সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার তালিকা থাকে এবং ভোট দিতে আসা ব্যক্তিদের পরিচয় সেই তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। পাশাপাশি প্রিসাইডিং অফিসারদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না, তাও তাঁরা নজরে রাখেন। এতদিন এই সমস্ত কাজ বুথের ভিতর থেকেই করা হয়ে এসেছে, যা নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। তবে কমিশনের নতুন ভাবনায় এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে। সূত্রের খবর, পোলিং এজেন্টদের বুথের বাইরে বসানো হলে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বুথের ভিতরে অপ্রয়োজনীয় ভিড় কমবে এবং ভোটারদের জন্য পরিবেশ আরও স্বস্তিদায়ক হবে বলেও মনে করা হচ্ছে। যদিও এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের আগে আইনি জটিলতা এবং বিধি-বিধান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কমিশন ইতিমধ্যেই একাধিক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রায় ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। শীর্ষ থেকে নিম্নস্তরের আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে এবং বহু পুলিশ অফিসারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে কম বিতর্ক হয়নি, এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পোলিং এজেন্টদের ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ে সম্ভাব্য পরিবর্তন নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটি বড় পরিবর্তন আসবে। তবে অন্য একটি অংশের মতে, এতে এজেঃটদের কাজ করতে কিছুটা অসুবিধাও হতে পারে, কারণ বুথের ভিতরে না থাকলে ভোটার যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশনের এই নতুন ভাবনা এখনো আলোচনার স্তরেই রয়েছে। তবে এটি কার্যকর হলে বাংলার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে কমিশনের চূ।ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে, যা নির্ধারণ করবে পোলিং এজেন্টদের ভূমিকার ভবিষ্যৎ।

উলুবেড়িয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বাম আই এস এফের প্রার্থীরা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ৭ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার দুপুরে বামফ্রনেন্টর ও আই এস এফের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উলুবেড়িয়া মহকুমা অফিসে। এদিন উলুবেড়িয়ার গরুহাটায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অঞ্জলী ঘোষ ভবনের সামনে জমায়েত হয়,এবং সেখান থেকে বামফ্রন্টের ও আই এস এফের প্রার্থীরা মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসের দিকে গেলে নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী মহকুমা শাসকের অফিসের ১০০মিটার দুরে পুলিশ মিছিলকারীদের আটকে দেয়,পরে প্রার্থী প্রস্তাবক, সমর্থককে নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এদিন সিপিএমের পক্ষে বাগনান, উদয়নারায়নপুর, উলুবেড়িয়া উত্তর,মোট তিনজন, ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষ হতে শ্যামপুর ও উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের মোট দুজন,আই এস এফের পক্ষ হতে উলুবেড়িয়া পূর্ব ও আমতা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা করা হয়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের আই এস এফের প্রার্থী নাসির খান উলুবেড়িয়া শহরে জনসংযোগ শুরু করেন, সঙ্গে ছিলেন আই এস এফের নেতা আফতাব উদ্দিন,মহঃ কলিমুল্লাহ প্রমুখ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৭ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ চৈত্র, ১৪৩২

মহানিষ্ক্রমণের পথে সুভাষচন্দ্র

নেতাজী তখন কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি। বাইরে সবসময় ব্রিটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দারা নজর রাখছেন তাঁর গতিবিধির ওপর। এই সময় তিনি একদিন বাড়িতে ঘোষণা করলেন, এরপর আর কারও সাথে সাক্ষাৎ করব না। এখন থেকে নিজেকে আমি ডুবিয়ে রাখতে চাই আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে। সেই ঘরের একপাশে ছিল একটা বাঘের চামড়া। তার সামনে রাখা ছিল গীতা, আর জপমালা। সেখানে বসেই সারাদিন জপ আরতি করতেন নেতাজী। ঘরের পর্দা এমনভাবে টাঙ্গানো ছিল তাতে বাইরে থেকে কিছুই দেখা না যায়। এমনকি ওনার খাবার দাবার যা কিছু দেওয়া হতো, সব ঘরের বাইরে দরজায় রাখা হতো। পরে উনি সময়মত খেয়ে নিতেন। গৃহত্যাগের কয়েকদিন আগে নেতাজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশির বসু ও মিঁয়া আকবর শাহ মিলে ধর্মতলার ওয়াছেল মোল্লার দোকান থেকে নেতাজির ছদ্মবেশের জন্য একটা পাজামা, শেরওয়ানি, জিন্না টুপি কিনে ছিলেন। এছাড়া বালিশ, চাদর, লেপ, হোল্ডার আরও অনেক কিছু কলকাতার নিউমার্কেট ও চাঁদনি থেকে শিশির বসু ঘুরে ঘুরে কেনেন। এরপর করা হল ভিজিটিং কার্ড। সেটা আবার কলকাতার রাধা বাজারের এক প্রেস থেকে ছাপানো হয়। কার্ডে লেখা হয়- মহম্মদ জিয়াউদ্দিন, ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর, দা এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়ান লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস,সিভিল লাইন, জব্বলপুর। অবশেষে এলো সেই স্মরণীয় ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১ সাল। ঘড়ির কাঁটায় রাত একটা বেজে পঁচিশ। সময় নেই আর। আগে থেকেই ছোড়দা ডাক্তার সুনীল বসুর পোষা অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা যাতে রাতে চিৎকার না করে, তাই অন্য জায়গায় বেঁধে রাখা হয়। সুভাষ ঢোলা পাজামার সঙ্গে গায়ে বাদামি রঙের গলাবন্ধ শেরওয়ানি, মাথায় জিন্না টুপি, চোখে দশ বছর আগের ব্যবহার করা গোল ফ্রেমওয়ালা রোল্ড গোল্ডের চশমা পরে তৈরি। পায়ে ইউরোপে থাকাকালিন পুরোনো বুটটা পরলেন। প্রস্তুতি শেষ। অপেক্ষায় থাকলেন কখন ভাইপো দ্বিজেন কাশির শব্দ করবেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাস্তায় ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের ওপর নজর রাখার। শেষমেশ দ্বিজেনের গলায় কাশির শব্দ শুনে নেতাজী বেরিয়ে পড়লেন। ভাইঝি, ইলার মাথায় হাত রেখে আশির্বাদ করলেন। আর নির্দেশ দিলেন- আমি চলে যাওয়ার পরও অন্তত এক ঘণ্টা যাতে আমার ঘরে আলো জ্বলে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ঘুমানোর সময় ঘরের আলো বন্ধ করে দেবে। এরপর সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর জার্মান ওয়ান্ডারার গাড়ির দরজা সাবধানে খুলে ভিতরে বসলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করলেন না, শক্ত হাতে দরজার হাতলটা ধরে রইলেন। মিনিট খানেকের মধ্যে ড্রাইভারের আসনে বসলেন শিশির কুমার বসু এবং গাড়ির দরজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নেতাজি তখনও শক্ত হাতে ধরে রইলেন তাঁর দিকের দরজার হাতলটা। কেননা, দুটো দরজা পর পর বন্ধ হলে কারো সন্দেহ জাগতে পারে। ভাইপো অরবিন্দ আগেই গাড়িতে হোল্ডলটা তুলে দিয়ে সদর দরজা খোলার জন্য তৈরি ছিলেন। মহানিষ্ক্রমণ হল।

নারী স্বাধীনতায় প্যারিচরণ

বিস্মৃত বাঙালিকে ক্ষমা করে দিন আপনি। আপনি তো মুক্ত মনের মানুষ। এ ক্লেদাক্ত সমাজে আপনাকে আজ কোন দরকার নেই। সত্যিই তো, আপনার অবদান কে কবেই বা মনে রাখলো! সেই ১৮৪৭ সালের কথা কেউ মনে রাখে! সাধারণ বাড়ির মেয়েরা তখন পড়াশুনা করে না। মেয়েরা পড়লে বিধবা হবে, স্ত্রীশিক্ষা হল 'কালকেউটের বিষ'। তাই ধামায় করে পিতা পাঁচ বছর বয়সে কন্যাদান করেন। মেয়ে অন্ধকার আলোয় রাঁধে, বাড়ে, সংসার বৃদ্ধি করে। তার কাছে বাইরের পৃথিবী অধরা। এমন অবস্থায় এগিয়ে এসেছিলেন পুণ্যশ্লোক প্যারীচরণ সরকার। বারাসাতে কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্রের সহযোগিতায় গড়ে তুললেন সাধারণ মেয়েদের জন্য প্রথম প্রকাশ্য বিদ্যালয়। দেশের মধ্যে প্রথম কি? সে ঐতিহাসিকেরা জানেন। এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেললেন প্যারীচরণ। সাধারণ বাড়ির মেয়েদের জন্য খুলে দিলেন পড়াশোনার দ্বার। এ তো খুবই সামান্য ঘটনা। তাই এ ঘটনা বাঙালির মনে রাখার দরকার নেই।

বারাসাতে স্কুল করার জন্য প্যারীচরণ একঘরে হলেন, প্রতিদিন প্রাণনাশের হুমকি, ডাকাত দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা। না, দমেননি এই যুগপুরুষ। মেয়েদের শিক্ষার জন্য সওয়াল করেই তাঁর লড়াই। বারাসাতে এই স্কুল দেখেই আকৃষ্ট হন বেথুন। কলকাতায় দু বছর পর গড়ে তুললেন বেথুন স্কুল। বাঙালি ধন্য ধন্য করল। আর ভুলে গেল স্ত্রীশিক্ষার প্রথম স্থপতিকে। সাধারণ বাঙালি মেয়েরা যে আজকে এত সফল, তাঁর নেপথ্যে কি এই মানুষটির কোন অবদান নেই? সত্যিই তো, কীই বা করেছেন তিনি!

মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে প্যারীচরণের চিন্তাভাবনা সুদূরপ্রসারী। ১৮৫২ তে মেয়েদের পড়াশুনার পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে কলকাতায় বেথুন সোসাইটিতে পাঠ করেছিলেন দীর্ঘ প্রবন্ধ। তখন তিনি কলকাতায় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (হেয়ার স্কুল) বদলি হয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয় ১৮৬৮- তে চোরবাগানে নিজের বাড়িতে গড়ে তুললেন চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়(বর্তমানে প্যারীচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়)। যা তখনকার মূল কলকাতার প্রথম বাঙালি প্রতিষ্ঠিত স্কুল। এখানেও তিনি একঘরে হলেন। প্রাণনাশের হুমকি। মেয়েদের পড়তে দেওয়া হবে না বলে আন্দোলন। সবকিছু উপেক্ষা করে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন প্যারীচরণ সেই স্কুলে। বিবাহিত মেয়েদের জন্য স্কুলের দরজা খুলে দিলেন। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করলেন কলকাতায়। মেয়েরা স্কুলে আসত অথবা বাড়িতে সিলেবাস নিয়ে গিয়ে পড়াশুনা করত। যেসব বিবাহিত মেয়েদের প্রকাশ্যে এসে পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার ছিল না, শিক্ষয়িত্রী প্রশ্নপত্র নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে পরীক্ষা নিত। ভালো ফল করলে দারুণ সব উপহার।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

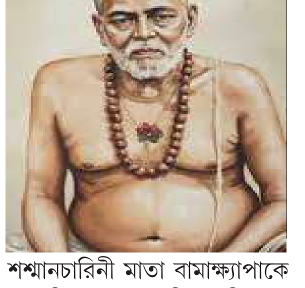

শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষ্যাপাকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি তো আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষ্যাপা তা পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হন। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শশ্মানচারিনী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শ্মশানচারিনী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শশ্মানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই শশ্মানচারিনী মাতার শক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। শশ্মানচারিনী মাতা বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন।

'পথেই এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা' এই দর্শনেই চিরকাল বিশ্বাসী ছিলেন সুরকার সলিল চৌধুরী

রবীন্দ্রকুমরা শীল

("পথেই এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা"-সলিল চৌধুরীর এই গান গণসঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি যেভাবে বাংলা সঙ্গীতের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি নতুন দিক রচনা হয়। বাংলা সঙ্গীতের গতানুগতিক পথকে তিনি একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী হবে। সেই গান কোনও কালের হারিয়ে যাবে না। সলিল চৌধুরী কোয়ার সঙ্গীতের জনক। তিনি রাশিয়া থেকে কোয়ার সঙ্গীতের পদ্ধতি শিখে তাকে একেবারে স্বদেশিয়ানায় মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।)

সলিল চৌধুরী 'পথেই এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা ' কবিতাকে সুর দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের জীবন আন্দোলনকে সমর্থন করে এই কবিতাটির সুর দিয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। 'কোনও এক গাঁয়ের বধূঁ' সঙ্গীত মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রচনা করেছিলেন যা বাংলা সঙ্গীত জগতে একটি অন্যতম মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গায়কই তাঁর গান গেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখার্জি, সুবীর সেন এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে। আবার এঁদের সঙ্গে তিনি আড্ডাও দিতেন এবং সফরও করতেন। সফর করতে করতে বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন রাস্তায় বসে বসে। ১৯৫৩ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে মুম্বইতে আগমনকে 'ভাগ্যের স্ট্রোক' বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। 'দুই বিঘা জমি' ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী। এই গল্পটি সলিল চৌধুরী নিজেই রচনা করেন। বিমল রায় পরিচালিত এই ছবিটি পুরস্কার লাভ করে। তার ফলে সলিল চৌধুরীর নাম দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কান চলচ্চিত্রেও পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময়ে তিনি 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' কর্মসূচিতে অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি অ্যালবাম তৈরি করেন। ২০১২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁকে মরনোত্তর মুক্তিযোদ্ধা মৈত্রিয়ী সম্মান ভূষিত করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে তিনি নিজের গল্প এবং চিত্রনাট্য রচনা করে মীনা কুমারী, বলরাজ সাহানি এবং মেহমুদদের নিয়ে 'পিঞ্জরকে কে পাঁচি' ছবি নির্মাণ করেছিলেন। সলিল চৌধুরী মুম্বইতে ইয়ুথ কোয়ার স্থাপন করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সবিতা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর দুই ছেলে সুকান্ত এবং সঞ্জয় আর দুই মেয়ে অন্তরা এবং সঞ্চারী। সঞ্জয় চৌধুরী একজন সফল সঙ্গীত রচয়িতা। সবিতা চৌধুরী ছিলেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী। তাদের মেয়ে অন্তরা পিতার পথকে অনুসরণ করে চলেছেন। সবিতা চৌধুরী ২৯ জুন ২০১৭ সালে পরলোকগমন করেন। সলিলের সঙ্গীত ছিল প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। তিনি বারবার একটি কথাই বলতেন যে তিনি এমন সঙ্গীত রচনা এবং সুর দেবেন তা সীমানাকে অতিক্রম করতে সক্ষম। তার গান যেন আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করতে পারে। সেই দিকে তিনি বেশি করে নজর দিতেন। পশ্চিমা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষন ছিল। আবার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তিনি একেবারে গুণমুগ্ধ সমর্থকও ছিলেন। তিনি যখন মোজার্ট, বিথোবেন, চাইকোভস্কি, চোপিন মতো পশ্চিমা সেরা শিল্পীদের সঙ্গীত শুনতে শুরু করে দিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার বাংলার বনের শব্দ, কিচিরমিচির শব্দ, বাঁশির শব্দ বা আসামের চা বাগানের শব্দকে একেবারে অবহেলা করেননি। তিনি দক্ষ বাঁশি বাদক ছিলেন। সেই কারণে তিনি পশ্চিমা সঙ্গীতের প্রতি প্রবল আকর্ষন থাকলে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের ধারাকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীতের মধ্যে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের সুর শুনতে পাওয়া যায়। বিশ্ব ভারতীর রেডিও অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরী নিজেই ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তিনিই যেন স্বয়ং মোজার্টের পুনর্জন্ম। এ আর রহমানের বাবা আর কে শেখর দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীতে সলিল চৌধুরীর আয়োজন করতেন। রহমান একবার বলেছিলেন তিনি সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

সুরকার সলিল চেধুরী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গীতিকার, লেখক এবং কবি হয়ে। সফল কবি না হতে পারলে তিনি সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন না। সলিল চৌধুরী কবিতা অত্যন্ত উচ্চ মার্গের কবি ছিলেন বলেই তাঁর কবিতা সুরের আকার ধারন করতে পেরেছে। বাংলা, হিন্দি এবং মালায়ালাম চলচ্চিত্রে জন্যই গান রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি প্রায় ১৩টি ভাষায় চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেন। এতে ৭৫টি বেশি হিন্দি ছবি, ৪১টি বাংলা চলচ্চিত্র এবং ২৭টি মালায়ালাম চলচ্চিত্রসহ ভারতীয়সব ভাষার চলচ্চিত্রে জন্য সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি করার ক্ষমতা ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। তিনি শুধু সঙ্গীত রচনা করতেন তা নয়, তিনি ছিলেন দক্ষ পিয়ানো বাঁশি এবং এসরাজ বাদক। তাঁর বাজনা শুনে যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পী ভি বালসারা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। ভি বালসারা বলতেন, সলিল তুমি যদি সুর না দিয়ে যন্ত্র ধরতে তাহলে কিন্তু আমাদের পেটের ভাত একেবারে মারা যাবে। সলিল চেধুরী বলেন, আপনিও যদি সুর দিতেন তাহলে আমাদেরও পেটের ভাত জুটতো না। যন্ত্র শিল্পী হয়ে আপনি যেভাবে বিশ্বের সঙ্গীত প্রিয় মানুষদের মনকে একেবারে কেড়ে নিয়েছেন তাদের আমাদের ভয় হয় আগামি দিনে আমরা খেতে পড়তে পারবো কিনা। এই রকম ধরনের রঙ্গ রসিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সলিল চৌধুরী এবং ভি বালবাসার মধ্যে। উভয় শিল্পী মনে করতেন শিল্পের কোনও জাত নেই। তারা একেবারে জাত, বর্ণ হীন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু সুর এবং সঙ্গীত যা দিয়ে ঈশ্বরের সাধনা করা সম্ভব। আসলে সঙ্গীত পারে ঐশ্বরিক শক্তি অর্জন করতে। সেই কারণে চৈতন্যদেব সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সাধনা করার কথা বলেছেন। তাঁর সহচররা প্রত্যেকেই পদাবলী রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। চৈতন্যদেবকে ঘিরে তাঁর শিষ্যরা সবাই সংকীর্তন করতেন। সংকীর্তন সঙ্গীত রূপে স্বীকৃত। এই সংকীর্তন আজকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে"। ঈশ্বর সাধনার একমাত্র মন্ত্র উচ্চারিত করে গিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি নবদ্বীপ থেকে শুরু করে একেবারে নীলাচল পর্যন্ত পরিক্রমা করেন এই মন্ত্র জপ করে। সলিল চৌধুরী ভালো কবিতা রচনা করতে পারতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি কবিই ছিলেন। তারপরে তিনি গান লিখতে শুরু করলেন। সলিল চৌধুরী প্রথম বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেই ছবির নাম ছিল 'পরিবর্তন'। এই ছবিটা মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৪৯ সালে। পরিবর্তন সত্যিই তাঁর জীবনে এসে গিয়েছিল। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন ভালো গান লিখতে পারলে বাংলা সঙ্গীত জগতে নাম করা যেতে পারে। কবিতা রচনা থেকে বিরত হন।

যেভাবে তিনি বাংলা সঙ্গীতে নতুন সুর সংযোজন করতে শুরু করেছিলেন তাতে তৎকালীন বহু প্রাচীনপন্থী সঙ্গীত শিল্পীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে সলীল চৌধুরীর হাতে পড়ে এবারে বাংলা সঙ্গীত জগতের সলিল সমাধি হল। কিন্তু তা হল না। তিনি বাংলা সঙ্গীতের পুনর্জন্ম দিলেন। তাঁর প্রতি গান এত সর্বজনীন হয়ে উঠতে শুরু করলো তাতে সবাই হতবাক হয়েছিল। পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত প্রায় সব গানও প্রায় গেয়েছেন। প্রতি গানের মধ্যে এক একটি চমক রয়েছে। সেই চমক সঙ্গীত পিপাসুদের মনকে জয় করে নিয়েছিল। 'রানার' থেকে শুরু করে 'কোনও এক গায়ের বধু' কিংবা 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' বা 'আমার প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা' এই সব গান নিয়ে ভাবতে শুরু করলে সলিল চৌধুরী যে কত উচ্চ পর্যায়ের সুরকার ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলতেন, যারা বাংলা গান গায় তাদের জানা দরকার বাংলা গানের ভিতটা কোথায় রয়েছে। বাংলার মাটির সঙ্গে যদি বাংলা সঙ্গীত মিশতে না পারে তাহলে সেই গান অচিরেই হারিয়ে যাবে। বাংলা গানে বাংলা মাটি, বাতাস এবং বাংলার প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই বাংলা গানটি

এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'সুকান্ত, সলিল, ঋত্বিক ও মহাশ্বেতা'

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার এশিয়াটিক সোসইটির উদ্যোগে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল গত ৬ এপ্রিল হুমায়ুন হলে। সেমিনারের বিষয় ছিল - ' সুকান্ত, সলিল, ঋত্বিক এবং মহাশ্বেতা দেবী।' ইনারা এবারে জন্ম শতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। সেই কারণে তাঁদের নাম স্মরণ করতে এবং বর্তমান কালে কোনও দৃষ্টি দিয়ে এই তিন দিকপাল শিল্পীকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন তার ওপরে আলোকপাত করা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে হচ্ছে। 'মহাশ্বেতা দেবী কলমে সেকাল-ওকাল ঃ এক স্বর থেকে বহু স্বর।' বিষয়ে। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন জনজাতির লেখক। সেই জনজাতির নিয়ে তিনি একের পর এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করেছেন। জনজাতির জীবনযাত্রা, ভাষা এবং তাদের সংস্কৃতি কতখানি উজ্জ্বল তার চিত্রও তিনি সকলের সমানে মেলে ধরে গিয়েছেন। অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 'ঋত্বিকের রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, যে বহুজন মনে করেন ঋত্বিক ঘটক

পাশাপাশি বলে রাখা প্রয়োজন এই রকম সেমিনার আরও করা উচিত। তাহলে আধুনিক প্রজন্ম বাংলার প্রতিভাবান শিল্পীদের কথা জানতে পারবে এবং নতুন করে ভাবতে শিখবে। এই চার শিল্পীকে নিয়ে যে সেমিনারের আয়োজন করেছিল এশিয়াটিকসোসাইটি সেখানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল অনন্ত সিনহা। তিনি বলেন যে এশিয়াটিক সোসাইটি এবারে জন্মশতবর্ষে চার শিল্পীর বিষয়ে নতুন ভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। বর্তমান কাল কীভাবে এই চার শিল্পী, কবি এবং সাহিত্যিক ও পরিচালকের কথা ভাবছে তা জানার খুবই প্রয়োজন। আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি এই চার প্রতিভাবান ব্যক্তির কথা। তাদেরকে স্মরণ করে পথ চলা খুবই প্রয়োজন। আমাদের মন থেকে যেন তারা কোনও কালেই হারিয়ে না যায় তার জন্য এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন। ড. চন্দ্রমালী সেনগুপ্ত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে তুলে ধরেন। সেমিনারের শুরুতেই বক্তব্য রাখতে আসেন শ্রীশুভময় মণ্ডল। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ' সুকান্ত একটি সময়ের নাম।' তিনি সেখানে পরিস্কার করে বলেন, কবি সুকান্ত কোনও সময়ে একটি সময়ে জন্য মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূত হননি। তিনি সর্বকালের জন্য এই ধরনীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আর তার ফলে আজকে জন্মশতবর্ষ পার হয়ে গেলেও তাঁর কবিতা আমরা সকলেউ পড়ি।ড. প্রিতম চক্রবর্তী বলেন রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এটা একেবারে মিথ্যা। ঋত্বিক রবীন্দ্র ভক্ত পরিচালক ছিলেন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি তাঁর ছবিতে তাৎপর্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নিছক বিনোদনের জন্য রবীন্দ্র ভাবনা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত নয় এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা'. 'সুর্বণতা' এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' সিনেমায়। লোকশিল্পী এবং বিশেষজ্ঞ কনকন ভট্টাচার্য ও ড. পরশমণি দাশভৌমিক 'সমাজ চেতনায় সলিলের গান' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কনকন ভট্টাচার্য সলিল চৌধুরীর প্রতিটি গানের মূল্যায়ন করে তাঁর কেন উপস্থানার প্রয়োজন হয়েছিল তার যর্থাথ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কীভাবে সলিলের 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি' গানের সৃষ্টি এবং তার বিচিত্র কম্পোজিশনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন। 'পথেই অবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা' একটি জনপ্রিয় কোরাস সঙ্গীত। সকলেই মিলে গাওয়ার সঙ্গীত। তারপরে তিনি 'কোনও এক গাঁয়ের বধূঁ' গানকে সুরারোপিত করলেন। বাংলার সঙ্গীতের নতুন দিক নির্ণয় করে গেল এই গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অবাক হয়ে যান সলিলের সুরে এই গানটি গেয়ে। তিনি নিজেই ভাবতে পারেনি যে সলিল এই গানে অসাধারণ কম্পোজ দেবেন। তারপরে তো রয়েছে 'রানার' যা আজও দলিল হয়ে রয়েছে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

কলকাতা ময়দানে গোষ্ঠ পাল, পিকে, চুনী ও বলরাম

অনিকেত নস্কর

কলকাতা ফুটবল ময়দান তখন ব্রিটিশ ফুটবল খেলোয়াড়দের দখলে। তারা যা বলত তাই ক্রীড়া বিভাগ শুনতো। নেতৃত্বদের কোনও কথায় কান দিত না ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়া দফতর। তারা মনেত্বম করতে ফুটবল এবং ক্রিকেট জগতে সেরাই তারা। তারাই এই খেলায় আধিপত্য বজার রেখে চলবে। কিন্তু সেই ব্রিটিশ আধিপত্যের ওপরে কালো কালি দিয়েছিল ছিলেন বেশ কিছু বাংলার ফুটবল খেলোয়াড় তাদের মধ্যে ছিলেন গোষ্ঠ পাল। অভিজাত, রক্ষণশীল ব্রিটিশরা প্রবল আপত্তি করেছিল তাঁর ধুতি নিয়ে,পাত্তা দিলেন না গোষ্ঠ পাল, পরের ইতিহাস প্রবল বিবাদ। ইডেনে ক্রিকেট মাঠে গোষ্ঠর মালকোঁচা কষে ফিল্ডিং সাহেবদের কাছে যেন বাঙালির চরম ঔদ্ধত্য ।

সেদিন ধুতি পরেই ইডেনে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি, চীনের প্রাচীর গোষ্ঠ পাল। যখন খাস বিলিতি সাহেবদের অভিজাত ক্যালকাটা ক্লাবের আঙিনা ইডেনে বিনা প্রয়োজনে ইঙ্গ-ভারতীয়রাও ঢোকার সাহস পেত না,আর নেটিভ গোষ্ট পাল কিনা ধুতি পরেই সাহেব-মেম সাহেবদের তাচ্ছিল্য করে মাঠে নেমে গেলেন! মালকোঁচা কষে ফিল্ডিং করছিলেন, কয়েক ওভার হাতও ঘুরিয়ে নিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে,সেই যুদ্ধের ঢেউ আছড়ে পড়েছে কলকাতার ফুটবল মাঠে, সেখানেও পরস্পরের মুখোমুখি হত ইংরেজ আর ভারতীয় দলগুলি, সেকালের ক্যালকাটা,ডালহৌসি, অপরপক্ষে মোহনবাগান। সেই লড়াইকেও ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের মুখোমুখি সংঘর্ষের প্রতীক মনে করা হত।

সেদিন ছিল ইডেন উদ্যানে খাস বিলিতি সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের ক্রিকেট ম্যাচ। ইংরেজ রাজকুমার ডিউক অফ কেন্ট কলকাতায় এসে পড়ায় চৌরঙ্গি পাড়ায় মহা শোরগোল,ধুমধামের শেষ নেই,পথঘাট বন্ধ বলা যায়, ভিড় ঠেলে যখন গোষ্ঠবাবু মাঠে পৌঁছে ছিলেন তখন খেলা আরম্ভ হয়েছে,ক্যালকাটা ব্যাট করছে, মোহনবাগান ফিল্ডিং। দেরি হয়েছে,গোষ্ঠবাবু তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়লেন,বদলি খেলোয়াড় বিশ্রাম নিলেন। ক্যালকাটার ব্যাটসম্যানেরা প্রায় দু'ঘন্টা গোষ্ট পাল ও তাঁর সতীর্থদের মনের সুখে খাটিয়ে নিলেন,এরপরে গোষ্ট পালের ধুতি নিয়ে আপত্তি করলেন ক্যালকাটা দলের দুই মাতব্বর, অর্থাৎ নেটিভ পোশাকে খেলা চলবে না।

মোহনবাগানও ছাড়ার পাত্র নয়, একে ঘন্টা দুই ফিল্ডিং করতে হয়েছে,যতক্ষন ওরা ব্যাট করল আপত্তি উঠল না যখন নিজেদের ফিল্ডিংয়ের পালা তখন কিনা পোশাক নিয়ে তুচ্ছ অছিলা তোলার চেষ্টা মোহনবাগানের অধিনায়ক ফকির মুখার্জি কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন ক্যালকাটা ক্লাবের মাতব্বরদের বলা বাহুল্য ভাঙল আসর,মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা লাঞ্চ পেলেন না,সত্যি বলতে এই ঘটনার পরে অনেক বছর ক্যালকাটা আর মোহন বাগানের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয় নি। ফুটবল কিংবদন্তি গোষ্ঠ পালের দিশি পোশাক পরার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতার দুই প্রধান ক্রিকেট দলের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরেছিল,ক্ষমতা হস্তান্তর,সাহেবদের বিষ দাঁত ভাঙার পরে সেই সম্পর্ক আবার জোড়া লাগে।

১৯১১সালেব ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ে উৎসাহিত হয়ে বাঙালিয়ানা তথা স্বদেশীয়ানার পুরোধা হয়ে যখন মাঠে ময়দানে ইংরেজ-গোরাদের সঙ্গে চোয়াল কষে লড়ছে মোহনবাগান, তখন সব শক্তি সংহত হয়েছিল ওই গোষ্ঠ পালকে ঘিরে,কথা শিল্পী কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখেন; 'দেউলের শোভা যেমন চুড়ো,তেমনি মোহনবাগানের শোভা গোষ্ঠ পাল,যাকে বলে নায়ক নাটকের প্রধান পুরুষ,ধীরোদাত্ত,ধীরোদ্ধত, ধীর,প্রশান্তগুঙ্গসাহেবরা যাকে বলে চাইনিজ ওয়াল'! হ্যাঁ এই চাইনিজ ওয়াল নিজের ঘর সামলাতেন,বিপক্ষের প্রত্যাঘাত গুড়িয়ে দিতেনগু বার্মার রেঙ্গুন কাস্টমস শিল্ড খেলতে কলকাতায় এল,নামকরা দল,কিন্তু মোহন বাগানের সাথে খেলার দিন গোষ্ঠ পাল একা সারা মাঠ জুড়ে খেলে দিলেন,গোষ্ট পালের বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসাধ্য হল রেঙ্গুন কাস্টমসের পক্ষে। পরের দিন তদানীন্তন পত্রিকা 'ইংলিশম্যানে' বড় হরফে গোষ্ঠ পাল 'চাইনিজওয়াল' বলে অভিনন্দিত হয়ে গেলেন। সেই থেকেই তিনি চীনের প্রাচীর। গোষ্ঠ পালের আদর্সকে ধরে রেখেছিলেন কলকাতা ময়দানের তিন খেলোয়াড় বলরাম, পিকে এবং চুনী। আজকে তারা নেই। ফলে কলকাতা ময়দান এখন শশ্মানে পরিণত। কলকাতার ফুটবলকে কেড়ে নিয়েছে গোয়া। ভারতীয় ফুটবল জগতে থ্রি মস্কেটিয়ার্স- বলরাম, পিকে এবং চুনী। এদের সবাই কিন্তু আজকে ইহজগতে নেই। সবাই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কীর্তির কথা ফুটবল জগতে ইতিহাসে সোনার পাতায় লেখা রয়েছে। আজও চায়ের দোকানে বা ক্লাব ময়দানে বসে অধিকাংশ লোকেরা বলরাম, পিকে এবং চুনীর ফুটবল ক্রীড়া কৌশলের কথা আলোচনা হতে থাকে। পিকে ব্যানার্জি চলে যাওয়ার পর চুনী গোস্বামী চলে গেলেন। তারপরে শেষ ফুটবল মস্কেটিয়া তুলসীদাস বলরাম চলে গেলেন ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে। ফুটবল জগত এবারে অভিভাবক শূন্যে পরিণত হল বলা যেতে পারে। ভারতীয় ফুটবলের দ্রোণাচার্য সৈয়দ আব্দল করিমের চোখ গিয়ে পড়েছিল বলরামের ওপরে। তখন বলরাম রাজ্যের হয়ে সাধারণ টুর্নামেন্ট খেলতেন। হায়দ্রাবাদ ফুটবল দলের কর্তা ছিলেন করিম সাহেব। এবারে তিনি নিজ হাতে গড়ে পিঠে খেলোয়াড় তৈরি করতে শুরু করলেন বলরামকে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আগামি দিনে ভারতে হয়ে ফুটবলে আগুন জ্বালাতে অপেক্ষা করে রয়েছে। সেই আগুনকে জ্বালিয়ে দিয়ে অলিম্পিক ঘরে নিয়ে আসার একটি সুপ্ত বাসনা তৈরি হয়েছে।

মাত্র ১৮ তেই দুরন্ত বালক

শঙ্করলাল কর্মকার

আহঃ, এটাই তো প্রেমে পড়ার বয়স। আঠেরো উনিশ বছর বয়স। নতুন কলেজ। চারদিকে প্রেম যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রেম আর পলিটিক্সে ঢোকার এই তো উত্তম বয়স। এই বয়সে কলেজে উঠে শুরু হয় ইউনিয়ন। আর ইউনিয়নের একটু বড় পদে গেলে নাকি মেয়েদের লাইন লেগে যায়। চলো ফিরে যাওয়া যাক ১১৬ বছর আগে। মেদনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলের এক স্টুডেন্ট। সে রামকে যতটা না চেনে তার চেনে বেশি চেনে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, ওর স্কুলের হেডমাস্টার। ছেলেটার জীবনে প্রেম এনেছিল ওই মাষ্টার মশাই, দেশপ্রেম। এখনকার ছেলে মেয়েরা প্রেম বলতে যা বোঝে তার চেয়ে অবশ্য অনেক বেশি কিছু। যাইহোক। ওর জীবনে প্রেম তো এলো। আর আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ওর জীবনে।

ইতিহাসের পাতায় সময়টা ১৯০৫ সাল, বাংলা মায়ের বুক চিরে দুভাগ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তখন প্রস্তুত। সারা বাংলায় চলছে বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর 'ফুলার' বিপ্লবী সন্দেহে সাধারণ ভারতবাসীর উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন। আর এদিকে বাংলার গভর্নর 'ফ্রেজার' ও শোষণ আর অত্যাচারের দিক দিয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। বিপ্লবী 'যুগান্তর দলের' সদস্যরা এই দুই গভর্নর কে হত্যা করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। এবার তাদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে কলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট, অত্যাচারী 'কিংসফোর্ড'। কিংসফোর্ড বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন এই সংবাদ পেয়েই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে তড়িঘড়ি মুজাফফরপুর বদলি করে দেয় কিন্তু বিপ্লবীরা তাদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছুপা হননি। ৩০ শে এপ্রিল ১৯০৮ বিহারের মোজফ্ফরপুরে রাত্রি আটটা ত্রিশ মিনিটে রাতের অন্ধকারে, এক হাতে বোমা এবং অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে, ১৮ বছরের ছেলেটা কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করছিল, সঙ্গে ছিল দীনেশ। যখন তারা দেখল কিংসফোর্ডের গাড়ি আসছে, তখন বোমা ছুঁড়ে মারল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই গাড়ি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন সেই গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। সেইদিন সেই গাড়িতে ছিল, মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা। ব্যস ইংরেজদের রাতের ঘুম উড়ে যায়।

সেই ছেলেটা আর দীনেশকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার একশত কুড়ি টাকা (বর্তমান মূল্যে প্রায় ১.২ কোটি) পুরস্কার ঘোষণা করে দেন। ছেলেটা এবং দীনেশ দুজনে আলাদা আলাদা রাস্তা অবলম্বন করলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ইংরেজদের কাছে ধরা পড়ে যান। ইংরেজদের হাতে পড়ার আগে দীনেশ পিস্তলের গুলিতে নিজেকে হত্যা করেন। তবুও ব্রিটিশ সরকারের হাতে ধরা দিলেন না। অন্য দিকে ছেলেটা ইংরেজদের কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও পঁচিশ মাইল (প্রায় ৪০ কিমি) রাস্তা পায়ে হেঁটে ওয়াইনি রেল স্টেশনে এক চায়ের দোকানে জল খেতে ঢুকলে সেখানে তাকে দেখে ইংরেজদের সন্দেহ হয় এবং তাঁর দেহ তল্লাশি করে একটা পিস্তল ও ৩৭ রাউন্ড গুলি পায় এবং তাঁকে ইংরেজরা গ্রেফতার করে। একটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার বয়সী ছেলের এতবড় সাহস! আর কোথায় সাহস দেখলেন? ধরা পড়ার পর বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায় নিজের ওপর নিয়ে নেয় ছেলেটা। অন্য কোন সহযোগীর নাম বা কোন গোপন তথ্য শত অত্যাচারেও প্রকাশ করেননি। মজফফরপুর আদালতে ছেলেটার বিচার কাজ শুরু হলো ০৮ জুন ১৯০৮। আইনজীবী মামলায় আসামী পক্ষে লড়াই করে।

দুই বিড়ি 'ব্যারন'-এর লড়াইতে জমজমাট সামশেরগঞ্জ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিধানসভা আসনে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সামশেরগঞ্জ আসনে এবার মূল লড়াই দুই বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকের। গত বিধানসভা নির্বাচনে সামশেরগঞ্জ আসন থেকে তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন আমিরুল ইসলাম। এবছর রাজ্যের শাসকদল আসন পরিবর্তন করে আমিরুলকে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে লড়তে পাঠিয়েছে। তাঁর পরিবর্তে এবার সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী মহম্মদ নুর আলম, যিনি এলাকায় 'বিজলী বিড়ি' কোম্পানির মালিক হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে কংগ্রেস এবার নির্বাচনী ময়দানে নামিয়েছে এলাকার অপর এক পরিচিত বিড়ি ব্যবসায়ী নাজমে আলমকে। তিনিও এলাকার পরিচিত বিড়ি ফ্যাক্টরি, 'আনন্দ বিড়ি' কোম্পানির মালিক। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে জঙ্গিপুর মহকুমার বিড়ি শ্রমিকেরা নির্বাচনী ময়দানে প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে বরাবরই বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই জঙ্গিপুর মহকুমায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তালিকায় বরাবরই বিড়ি শিল্পপতিদের নাম থাকে। এবছরও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন 'শিব বিড়ি' কোম্পানির মালিক তথা জঙ্গিপুরের বিদায়ী বিধায়ক জাকির হোসেন। জঙ্গিপুরে তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান নিজেও একজন বড় বিড়ি ব্যবসায়ী। পাশাপাশি সাগরদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসও বিড়ির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তবে সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রে এবার দুই বিড়ি 'ব্যারন'-এর লড়াই সকলের নজর কেড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রায় ১০ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক থাকেন। বিড়ি শ্রমিকদের ভোট যে রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকে তাদের প্রার্থীর জয় এক প্রকার নিশ্চিত এখানে। তাই তৃণমূলের পক্ষ থেকে সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রে একজন বিড়ি ফ্যাক্টরি মালিককে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতেই 'লোহা দিয়ে লোহা কাটার' নীতি মেনে কংগ্রেসও অপর এক জনপ্রিয় বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিককে তাদের দলের প্রার্থী করেছে বলেই অনেকের অনুমান। সামশেরগঞ্জের মাটিতে পা দিলেই বোঝা যায় তৃণমূল বা কংগ্রেস দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীই সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে একেবারেই 'আনকোরা'। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন নুর আলম। আর কংগ্রেস প্রার্থী কবে সরকারিভাবে 'হাত' চিহ্ন ধরেছেন তা মনে করতে পারেন না জেলার অনেক কংগ্রেস নেতাই। তবে অনেকেই বলে থাকেন, ভোটের ময়দানে প্রথম নামলেও পর্দার আড়ালে থেকে দু'ই প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। এবার তাঁদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ হওয়ার পালা। তবে সামশেরগঞ্জের মাটিতে কোন বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক বেশি জনপ্রিয় তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এখানকার জনগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কংগ্রেস প্রার্থী নাজমে আলমের বিড়ি কোম্পানি আশির দশকে পথ চলা শুরু। তবে তুলনামূলকভাবে অনেক নতুন তৃণমূল প্রার্থী নুর আলমের বিড়ি কোম্পানি। যদিও দান-ধ্যান এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকেই অতীতে বহুবার দেখা গেছে। রাজ্য জুড়ে চলা এসআইআর পর্বে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সবথেকে বেশি, প্রায় ১১ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় ছিল।

তার মধ্যে সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রেই প্রায় ১.১৯ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় ছিল, যা জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষের বেশি ভোটারের নাম এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তার মধ্যে সামশেরগঞ্জ বিধানসভা এলাকার প্রায় ৭০ শতাংশ ভোটারের নাম স্থায়ীভাবে 'ডিলিট' হয়েছে। তাই এবার সামশেরগঞ্জের মাটিতে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের সংখ্যালঘু দুই প্রার্থীর লড়াই যথেষ্ট কঠিন। এই কেন্দ্রে বিজেপির তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ষষ্ঠীচরণ ঘোষকে। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ১৬ হাজার ভোটে সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এগিয়ে থাকার তথ্য কংগ্রেস প্রার্থীকে বাড়তি কিছু অক্সিজেন দিচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের। কংগ্রেস প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন ইস্যুর সঙ্গে সামশেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দুরবস্থার কথা বারবার তুলে ধরছেন। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী নিজের নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা এবং তার সুবিধা কীভাবে সামশেরগঞ্জবাসী পেয়েছেন তার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরছেন। তবে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু মানুষের নাম ভোটার তালিকায় না ওঠায় চিন্তায় রয়েছেন দুই বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকই। তবে সূত্রের খবর এই পরিস্থিতিতে নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই দুই বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকই নিজেদের কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের ভোটব্যাঙ্ককে বড় হাতিয়ার করতে চলেছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, বিড়ি শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং রাজ্য সরকার 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের মাধ্যমে যেভাবে মহিলাদের উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছে তার সুবিধা তৃণমূল প্রার্থী পেতে পারেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আশঙ্কা সামশেরগঞ্জ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি থাকায় ভোট প্রচারে টাকা পয়সার খেলাও চলতে পারে। তবে ৪ মে ইভিএম বাক্স খুললে তারপরেই বোঝা যাবে দুই বিড়ি 'ব্যারন'-এর লড়াইয়ে সামশেরগঞ্জের সাধারণ মানুষ কার পক্ষে রায় দিলেন।

জামালপুরে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে মিছিল ও পথসভায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের

সমর্থনে এক বিশাল মিছিল ঘিরে জনজোয়ারের ছবি ধরা পড়ল। শুঁড়ে কালনার জোড়বাঁধ থেকে চকদিঘী বেলতলা পর্যন্ত আয়োজিত এই র‍্যালিতে কয়েকটি অঞ্চল অংশ নিলেও তা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের পাশাপাশি রাস্তার দু'ধারেও ভিড় জমান অসংখ্য সাধারণ মানুষ, প্রার্থীকে সমর্থন জানাতে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, প্রার্থী ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, মহিলা নেত্রী কল্পনা সাঁতরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব এবং ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব। স্থানীযদের কাছে 'মাস্টারমশাই' নামে পরিচিত ভূতনাথ মালিককে ঘিরে এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ মিছিলে আলাদা মাত্রা যোগ করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খাঁন আসন্ন নির্বাচনে কঠিন লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেন এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই জয় উপহার দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- কে। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করে দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকার বার্তা দেন। অন্যদিকে প্রার্থী ভূতনাথ মালিক তার বক্তব্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, বাংলার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকেই ফের ক্ষমতায় আনতে হবে। একইসঙ্গে তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে জামালপুরের প্রতিটি মানুষের কাছে আবেদন জানান যে, যারা একের পর এক ইস্যু সৃষ্টি করে জনসাধারনকে লাইনে দাঁড় করায়, বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, বাংলার সংস্কৃতির সাথে যাদের কোন যোগ নেই, তাদের প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের পক্ষে রায় দিতে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুজনকান্তি দেওয়ানজী ১) চিত্তরঞ্জন পাল চৌধুরী ২) জয়ন্তী পাল চৌধুরী
মহাশয় নিকট নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় LR1194 এবং 1305 খতিয়ান ভুক্ত LR1259 নম্বর দাগের ১৩ কাটা ৮ ছটাক আমমোক্তার এই জমিতে কারোর কোনপ্রকার আপত্তি থাকলে বালি BLRO অফিসে যোগাযোগ করবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-টিআইবি-১০এসটিএন-২৬, তারিখ ০৬.০৪.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-টিআইবি-১০এসটিএন-২৬-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ শিডিউল-এ ঃ** হাওড়া ডিভিসনের শহরতলি শাখায় তালাণ্ডু, সিমলাগড়, দেবীপুর, বাগিলা, বৈঁচিগ্রাম, গরিফা, হুগলিঘাট স্টেশনে টিআইবি-র ব্যবস্থা। **শিডিউল-বি ঃ** হাওড়া ডিভিসনের শহরতলি শাখায় নসিবপুর, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল স্টেশনে (৪টি স্টেশন) আইপিআইএস সিস্টেমের প্রতিস্থাপন। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬,৭২,২৩,০৩৪.১৭ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১৩,৪৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ১৬.০৪.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-11/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিরাপত্তায় সতর্কতা ও দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য দুই রেলকর্মীকে সংবর্ধনা দিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ আজ (০৭.০৪.২০২৬) পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে আয়োজিত একটি উচ্চস্তরের বৈঠকে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক নিরাপত্তা সতর্কতার জন্য দুই রেলকর্মীকে সংবর্ধিত করেছেন।

গত ৩০ মার্চ ২০২৬ তারিখে, মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন সাইডিং থেকে রানীগঞ্জ অভিমুখে যাওয়ার সময় রেললাইনে একটি প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করে রানিগঞ্জের লোকো পাইলট (গুডস) সন্দীপ তিওয়ারি এবং রানিগঞ্জের সহকারী লোকো পাইলট শুভম গোরাই জরুরি ব্রেক প্রয়োগ করে মালবাহী ট্রেনটিকে নিরাপদভাবে থামিয়ে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সক্ষম হন। এটি ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলটের উচ্চ সতর্কতা এবং কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতাকে প্রকাশ করে। এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে ডেকে স্বয়ং জেনারেল ম্যানেজার সংবর্ধিত করেছেন। কারণ পূর্ব রেল তার কর্মীদের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে এবং এই ধরনের দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য মনোবল বৃদ্ধি ভবিষ্যতে আরও ভালো কর্মক্ষমতায় সহায়ক হবে। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখার সময়, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর এই দুই রেলকর্মীর সহধর্মিণীদেরও প্রশংসা করেন, কারণ তাঁরা তাঁদের স্বামীদের নিষ্ঠার সাথে রেলের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

সব থেকে বেশি নাম বাদ মুর্শিদাবাদ জেলায়, ট্রাইব্যুনালেও লম্বা লাইন দিনভর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ ট্রাইব্যুনালে আবেদনপত্র জমা দিতে ভিড় জমেছে বহরমপুরে। বহরমপুরে শহরের মুর্শিদাবাদ জেলা ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং দপ্তরে সোমবার সকাল থেকে লম্বা লাইন। সকলেই এসেছেন ট্রাইব্যুনালে আবেদনপত্র জমা দিতে। বহরমপুর ছাড়াও কান্দি, লালবাগ, জঙ্গিপুর ও ডোমকল মহকুমা শাসকের দপ্তরে লম্বা লাইন দিয়েছেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া লোকজন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনের প্রথম দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ রয়েছে। সোমবারই প্রথম দফার জন্য ভোটার তালিকা ফ্রিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষের নিস্পত্তিও সারা। প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নাম বাদ পড়েছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৭ জনের। এর আগে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরে নাম বাদ পড়েছিল ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২২ জনের এবং বিচারাধীন ছিল ১১ লক্ষেরও বেশি। সেই তালিকা থেকে পঞ্চম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পরে বাদ পড়েছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৭ জন। ফলে সব মিলিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৫৯ জনের নাম বাদ পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে নাম বাদ পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান জেলায়। তবে সংখ্যার দিক থেকে সব থেকে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। আন্ডার অ্যাজুডিকেশন বা বিচারাধীন তালিকায় সবচেয়ে বেশি নামও ছিল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। এখন এক সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় শোরগোল পড়ে গেছে। আর ওই নাম বাদ যেতেই বৈধ কাগজপত্র নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে সাধারণ মানুষ লাইন দিচ্ছেন। আসাদুল শাহ নামে এক ভোটারের কথায়, 'তার স্ত্রীরা পাঁচ বোন। সকলের নাম ভোটার তালিকায় আছে। অথচ আমার স্ত্রী রিনা বিবির নাম বাদ। বিবেচনাধীন থাকার সময়ে হিয়ারিংয়ে হাজির হয়ে সমস্ত নথি জমা দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি নাম নেই। তাই স্ত্রীর জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদনপত্র জমা দিতে এসেছি।' শাহনওয়াজ আহমেদের ভাই কুতুবুদ্দিন আহমেদের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল না। শাহনওয়াজের দাবি, সব নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাইয়ের নাম বাদ পড়েছে। এই রকম অনেকেই কাগজ নিয়ে আবারও লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দাবি, নথি দেখানোর পরেও বাদ পড়েছে নাম।

নন্দীগ্রামে ভোটার তালিকা নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ৭ এপ্রিল ঃ নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের খোদামবাড়ি এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম ভোটার তালিকায় থাকা উচিত নয়, ঝাড়াই-বাছাই হওয়া দরকার। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই শুভেন্দু অধিকারী জানান, বাংলায় লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এবং বহু মানুষের শুনানি এখনও বাকি। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই কাজ করছে এবং প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ থাকবে। এদিনের প্রচারে তিনি আরও দাবি করেন, নন্দীগ্রামের মানুষকে তিনি শান্তিতে রেখেছেন এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। তাঁর কথায়, মানুষের সমর্থন ও উৎসাহই তা প্রমাণ করছে। তবে তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শুরু হয়েছে এলাকায়।

যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন যুবক-যুবতীরা প্রকল্পের টাকা পাবেন ... অভিষেক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৭ এপ্রিল ঃ ভোট আসতেই কোচবিহারে হেবি ওয়েব নেতা-নেত্রীদের আগমন শুরু হয়েছে। গত ৫ তারিখ কোচবিহার রাসমেলার ময়দানে সভা করেছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঠিক তার একদিন পর কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড দিন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা ছিল চোখে পড়ার মত। হেলি প্যাডে নেমে মঞ্চে এসে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন - কোচবিহার জেলায় এক লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচ'শ জন বেকার যুবক-যুবতী যুবসাথী প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। আগামী মাসেও এই যুবক-যুবতীরা যুব সাথীর টাকা পাবেন। যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকবে ততদিন যুব সাথী প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে না চালু থাকবে। মঙ্গলবার কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শৈলেন্দ্র নাথ বর্মার সমর্থনে নাটাবাড়ি হাইস্কুলের মাঠে জনসভায় বক্তব্য রাখলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন - তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে বামফ্রন্টের রাজত্বকালে গ্রামীণ রাস্তাগুলি বেহাল অবস্থা ছিল। ক্ষমতায় আসার পর সারা রাজ্য জুড়েই গ্রামীণ রাস্তাগুলি কোথাও সংস্কার করা হয়েছে। কোথাও বা নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০৪ টি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট তৈরি করার এক টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দেয় নি। সব টাকা রাজ্যের তহবিল থেকে খরচ হয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প থেকে শুরু করে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন - বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা কোচবিহারে এসে বড় বড় ভাষণ দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন নারায়নী ব্যাটেলিয়ান

তৈরি করা হবে। চিলারায়ের নামে সেনাদের ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা হবে। এছাড়াও কোচবিহার মদনমোহন বাড়ি, বানেশ্বরের শিববাড়ি, গোসানিমারি মন্দিরকে নিয়ে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। কিন্তু কথা রাখেননি তারা। দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গে তিনি বলেন - মোদি দেশের সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কখনো নোট বন্দির লাইন কখনো লক ডাউনের লাইনে আবার বর্তমানে এস আই আরের লাইনে। পাশাপাশি তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোচবিহারে সভা করলেন কিন্তু একবারও বাবা মদন মোহন মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন না। তারা ধর্মের দোহাই দেন অথচ তাদেরই এহেনো আচরণ। কাজেই এর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র এবং তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গত বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির যে সকল প্রার্থী জয়ী হয়েছিল তারা কোন কাজ করেনি। কাজ করেছে তৃণমূল সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তিনি বলেন, ১০০ কোটি টাকা খরচ করে কালজানি নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এছাড়াও কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হয়েছে। আগামী দিনে এই উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করতে হবে। মঙ্গলবার সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক নাটাবাড়ি এবং তুফানগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শৈলেন্দ্রনাথ বর্মা এবং শিব শংকর পাল। সকাল থেকেই করা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল সমগ্র এলাকা। দুপুর একটা নাগাদ সবার আগেই সভাস্থল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভা এবং আগামী ১৬ ও ১৭ তারিখ কোচবিহারে রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি সভা। একদিকে যখন বিরোধীদের মুখে মুখে পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে ঠিক সেই সময় কোচবিহারের আসন সংখ্যা বাড়াতে আসরে তৃণমূল নেতৃত্ব।

বর্ধমানের বিজেপির ৯ প্রার্থীর নমিনেশন জমা

কার্জন গেটে বিজেপির সংকল্প সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ এপ্রিল ঃ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমানে ৯ টি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৯ জন বিজেপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মঙ্গলবার। নির্বাচনের আবহে পূর্ব বর্ধমানে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে কার্জন গেটে বিজেপির এক সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। এদিন বর্ধমানের কার্জন গেটে বিজেপির প্রার্থীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত 'সংকল্প সভা'-য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে বিজেপি আপসহীন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তা দিয়ে তিনি জানান,

কোনও অপরাধীকেই ছাড়া হবে না। পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট টেনে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক আঞ্চলিক দল ক্ষমতা হারিয়েছে। সেই উদাহরণ তুলে ধরে তিনি ইঙ্গিত দেন, পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তনের সময় এসেছে বলে বিজেপির বিশ্বাস। তার বক্তব্যে উঠে আসে, মানুষের সমর্থন পেলে বিজেপি সরকার গঠন করে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনতে চায়। কেশব প্রসাদ মৌর্য তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, মমতা দিদিকে আমি বলতে চাই যদি আপনি সামলাতে পারতেন তাহলে মানুষ পরিবর্তন চাইত না! পনেরো বছর দিয়েছে বাংলার মানুষ আপনাকে। বিকাশের নামে ভ্রষ্টাচার করেছেন। চাকরির নামে যুবক যুবতীদের প্রতিপাকে নষ্ট করার কাজ করেছেন গুন্ডাদের আপনি শাস্তির বদলে বাহবা দেওয়ার কাজ করেছেন বলেও দাবি করেন কেশব মৌর্য। বাংলার মানুষ ৩৪ বছর বামকে দিয়েছেন ১৫ বছর তৃণমূলকে দিয়েছেন এবার একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন বলে বাংলার মানুষের কাছে আহ্বান জানান কেশব প্রসাদ মৌর্য। এদিনের সভায় বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদিন তিনি বলেন, এই রাজ্যে লোকতন্ত্রকে হত্যাকারী সরকার চলছে। যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায়ের জন্য বিচারকদের নিয়োগ করেছেন তাদের উপরে হামলা করা হয়েছে। এর থেকেই প্রমাণ হয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায় নেওয়ার সময় এসে গেছে। অন্যদিকে বিজেপির আসার সময় হয়েছে। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা আর বুথ দখল করে ভোট লুঠ করতে পারবে না। রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছে যখন ডবল ইঞ্জিনের সরকার গড়বে তখন রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটবে। যারা অপরাধী, মাফিয়া, গুন্ডাগিরি করে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই রাজ্যের সুশাসন বিকাশ সুরক্ষার জন্য সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে। এখানকার গুন্ডা মাফিয়া যারা কাটমানি খায় তাদের উলটো দিকে লটকে দিয়ে সোজা করা হবে। বিজেপি ভালো সংখ্যক আসন পেয়ে সরকার গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা বার অ্যাসিয়েশনের সম্পাদক সদন তা তৃণমূল ছেড়ে উত্তর প্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন।

বেহাল রাস্তা, গ্রামে প্রচারে ঢুকতে পারলেন না শাসক দলের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৭ এপ্রিল ঃ বেহাল রাস্তা। প্রতিবাদে শাসক দলের প্রার্থীকে গ্রামে প্রচারই করতে দিলেন না বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে নিয়ে প্রচার না সেরেই ফিরে যান বীরভূমের মুরারই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মোশারফ হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারই বিধানসভা এলাকায়। ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন বিদায়ী বিধায়ক চিকিৎসক মোশারফ হোসেন। এদিন তিনি গোঁড়শা পঞ্চায়েতের আবদুল্লাপুর গ্রামে প্রচারে গিয়েছিলেন। গ্রামের মুখে তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রাম্বাসিরা। তাদের দাবি রাস্তা না হওয়া পর্যন্ত প্রচার করতে দেওয়া হবে না। গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, গত বছর ভোট নেওয়ার পর পাঁচ বছর বিধায়কের দেখা পাওয়া যায়নি। ফলে খানাখন্দ রাস্তায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। আমরা বার বার আবেদন করেও কেউ কর্ণপাত করেনি। অথচ পাশেই গোঁড়শা এবং ডালিম্বা গ্রামের রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিধায়ককে গ্রামে ঢুকতে দেব না। সেই মতো এদিন তৃণমূল প্রার্থীকে আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। মোশারফ হোসেন বলেন, গ্রামবাসীদের দাবি ন্যাহ্য। রাস্তাটা হওয়ার ছিল। কেন হয়নি বুঝতে পারছি না। আগামী দিনে ক্ষমতায় এলে ওই রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হবে। কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জিবুর রহমান ওরফে বাপ্পা বইলেন, উনি তিন ঘণ্টার বিধায়ক। বিধানসভায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে নিজের পেশায় মন দেন। পাঁচটি বছর এলাকার মানুষের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেননি। অথচ তাঁর দায়িত্ব ছিল তদারকি রাস্তা নির্মাণ করা। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে কথা বলে কাজটা করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেভাবে গুরুত্ব দেননি। উনি বিধায়কের দায়িত্ব নিজের এক ভাইপোর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওই ভাইপোকে স্যালুট করলে তবে বিধায়কের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন মানুষ। তাই এখন প্রচারে বেড়িয়ে পদে পদে হেনস্থা হচ্ছেন । উনি হেরে গিয়েছেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

দিঘায় সুইমিং পুলে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৭ এপ্রিল ঃ দিঘায় বেড়াতে এসে হোটেলের সুইমিং পুলে নেমে প্রাণ হারালেন এক যুবক। মৃতের নাম মহম্মদ আসলাম (২৩)। তিনি কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি আসলাম তাঁর ভাই ও বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে আসেন। তাঁরা নিউ দিঘার একটি হোটেলে উঠেছিলেন। সোমবার রাতে সবাই মিলে হোটেলের সুইমিং পুলে স্নান করতে নামেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ করেই জলে ডুবে যেতে থাকেন আসলাম। প্রথমে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও কিছুক্ষণ পর বন্ধুরা বিষয়টি টের পান। দ্রুত তাঁকে জলের বাইরে তুলে আনা হয়। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় হোটেল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেত্রীর নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ এপ্রিল ঃ বাঁকুড়া সদর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির বিক্ষুব্ধ নেত্রী রিঙ্কু নন্দীর নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের জেরে জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোমবার জেলা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মঙ্গলবারও নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন রিঙ্কু নন্দী। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি এদিন অভিযোগ করেন, বিজেপির পুরনো কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এবং সংগঠনের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ জমে রয়েছে। তাঁর কথায়, দলের জন্য কাজ করা কর্মীরাই উপেক্ষিত হচ্ছেন, তাই বাধ্য হয়েই নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব এদিনও কড়া ভাষায় তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা করেছে। বিজেপি নেতা সৌগত পাত্র বলেন, দলের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক না থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এতে দলের সংগঠন বা নির্বাচনী ফলাফলে কোনও প্রভাব পড়বে না।

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Bhatenda Annakali Smriti Mandir, PS- Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 14.04.2026) (Ref. Id - 20009593)" **Tender No: NIQ No-06/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e SAPTAGRAM SARBESWAR HIGH SCHOOL, PS- Rajarhat, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 14.04.2026) (Ref. Id - 20009889)" **Tender No: NIQ No-07/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is invited by the undersigned for the works: "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no. place i.e Krishnapur Chanchal Kumari Balika Vidyalaya High School, PS- New Town, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from12.04.2026) (Ref. Id -20008716)" **Tender No: NIQ No-08/Q** Bidhannagar Electrical Division of 2026-27. Document Download Closing Date: **10.04.2026 up to 07:00 P.M.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- **Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO. - 21/Q of 2026-27
Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Panskura Ph-VII. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 09.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 09.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 09.04.2026

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.. ."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-12 of 2026- 27
Bid submission closing date: **09/04/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTGV/25-26/XIII/ELECTION (1st Call)
Name of Work: **Provision of minimum temporary lighting arrangement for upcoming Assembly Election 2026 at different Polling Booths/Station under KMC jurisdiction in different Wards under Br.-XIII.** Estimated Amount: ₹ **2,95,416.80**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/LTGV/25-26/XIV/ELECTION (1st Call)
Name of Work: **Provision of minimum temporary lighting arrangement for upcoming Assembly Election 2026 at different Polling Booths/ Station under KMC jurisdiction in different Wards under Br.-XIV.** Estimated Amount: ₹ **2,97,211.57**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **05 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **16.04.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.04.2026 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(04/26-27)**

গৃহস্থালী

ব্যালকনিতে এই ফুলগাছগুলি রাখলেই মিলতে পারে দেবী লক্ষ্মীর কৃপা-সমৃদ্ধির পথে নতুন দিশা

ধন, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক দেবী লক্ষ্মী। হিন্দু ধর্মে তাঁকে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে মানা হয়, আর তাই প্রায় প্রতিটি ঘরেই তাঁর পূজা হয় খুব ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে। বিশ্বাস করা হয়, যেখানে পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও ইতিবাচক শক্তি থাকে, সেখানেই দেবী লক্ষ্মীর বাস। আর এই ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে আপনার বাড়ির ছোট্ট ব্যালকনির গাছপালা, বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট ফুলগাছ। অনেকেই জানেন না, কিছু ফুলগাছ রয়েছে যেগুলি দেবী লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে করা হয়। শুধু পুজোর জন্য নয়, এই গাছগুলি বাড়িতে রাখলে নাকি ধন-সম্পদের প্রবাহও বাড়তে পারে-এমনটাই প্রচলিত বিশ্বাস। তাই আপনি যদি সংসারে সমৃদ্ধি ও শান্তি আনতে চান, তাহলে ব্যালকনিতে এই ফুলগাছগুলি লাগানোর কথা ভাবতেই পারেন। প্রথমেই আসে পদ্মফুলের কথা। দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মফুলের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যায়, তিনি পদ্মের উপর আসীন। পদ্ম পবিত্রতা, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। তাই বাড়িতে পদ্মফুল রাখা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। যদিও এটি সাধারণ টবে জন্মায় না, তবে বড় মাটির পাত্রে জল জমিয়ে সহজেই পদ্ম চাষ করা যায়। ব্যালকনিতে যদি পর্যাপ্ত রোদ আসে, তাহলে পদ্মফুল খুব ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

এরপর রয়েছে গাঁদা ফুল। উজ্জ্বল হলুদ বা কমলা রঙের এই ফুলটি প্রায় সব বাড়িতেই দেখা যায়। সহজে চাষযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি গাঁদা ফুলকে দেবী লক্ষ্মীর প্রিয় বলেও মনে করা হয়। সামান্য জল আর রোদেই এই গাছ ভালো থাকে। নিয়মিত পরিচর্যা করলে ব্যালকনিতে সুন্দরভাবে ফোটে গাঁদা ফুল, যা আপনি সরাসরি পূজার কাজেও ব্যবহার করতে পারেন।

জুঁই ফুলের কথাও আলাদা করে বলতে হয়। এর মিষ্টি সুগন্ধ মনকে শান্ত করে এবং বাড়ির পরিবেশকে করে তোলে আরও পবিত্র। জুঁই ফুলকে দেবী লক্ষ্মীর অত্যন্ত প্রিয় ফুল হিসেবে ধরা হয়। ছোট টবে খুব সহজেই এই গাছ লাগানো যায় এবং খুব বেশি যত্নেরও প্রয়োজন হয় না। হালকা জল ও কিছুটা রোদেই এটি সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে। জবা ফুল সাধারণত কালী ও দুর্গা পূজায় বেশি ব্যবহৃত হলেও, লাল ও গোলাপি জবা দেবী লক্ষ্মীরও প্রিয় বলে মনে করা হয়। এই ফুলগাছটিও খুব সহজে টবে লাগানো যায়। ব্যালকনিতে যদি পর্যাপ্ত রোদ থাকে, তাহলে জবা গাছ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে এবং নিয়মিত ফুল দেয়। হালকা জল ও সঠিক পরিচর্যাই এর জন্য যথেষ্ট। গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ও জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রায় সকলেই এই ফুল পছন্দ করেন। লাল ও গোলাপি গোলাপকে দেবী লক্ষ্মীর প্রিয় ফুল হিসেবে ধরা হয়। তাই বাড়িতে গোলাপ গাছ লাগানো শুধু শোভা বাড়ায় না, সঙ্গে নিয়ে আসে ইতিবাচক শক্তিও। অল্প জল, ভালো ড্রেনেজ ও পর্যাপ্ত রোদ থাকলেই গোলাপ গাছ সহজেই বেড়ে ওঠে।

খোয়াইয়ে স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি, একাধিক আলমারি ভেঙে লুটপাট

খোয়াই (ত্রিপুরা), ৭ এপ্রিল (হি.স.)ঃ খোয়াই জেলার শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে কোনও এক সময় চোরের দল বিদ্যালয়ের গেটের গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা একাধিক কক্ষের আলমারি ভেঙে ফেলে এবং বিদ্যালয়ের মূল্যবান সামগ্রী ও নগদ অর্থ লুট করে নিয়ে যায়। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চোরেরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই চুরি সংঘটিত করে। বিভিন্ন দফতরের আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তছনছ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর সোমবার সকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা স্কুলে এসে বিষয়টি টের পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনার জেরে

শিক্ষা মহল ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বারবার বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, একসময় রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তেমন মূল্যবান সামগ্রী না থাকলেও নাইট গার্ডের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটার, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন দামী সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নৈশকালীন নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই ধরনের অবহেলার কারণেই চোরের দল সুযোগ নিচ্ছে এবং একের পর এক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটছে। সকল বিদ্যালয়ে দ্রুত নাইট গার্ড নিয়োগ ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে এবং খুব শীঘ্রই দোষীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

হাফলং আসনে সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত

হাফলং (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ১১৩ নম্বর জনজাতি সংরক্ষিত হাফলং আসনে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন করাতে জেলা প্রশাসন সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ডিমা হাসাও-এর জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক গায়ত্রী দেবীদাস হাইলিঙ এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, জেলার ২৬১টি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ৯ এপ্রিল ডিমা হাসাও জেলার ভোটারদের নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের ভোটাধিকার নির্ভয়ে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান জেলা নির্বাচনী আধিকারিক গায়ত্রী দেবীদাস হাইলিঙ। এদিকে জেলার ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ সোমবার বিকালে হাফলং শহরে পদযাত্রা করা হয়েছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সহযোগে সচেতনতা পদযাত্রায় পা মিলিয়েছেন জেলাশাসক গায়ত্রী দেবীদাস হাইলিঙ এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার রিপুঞ্জয় কাকতি। জেলা নিৰ্বাচন আধিকারিক দফতর সূত্রে জানা গেছে, হাফলং আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২০৪। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭৮ হাজার ২৭৯ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭৯ হাজার ৯২৫ জন। হাফলং আসনে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। পুরুষ ভোটার থেকে মহিলা ভোটারের ব্যবধান ১ হাজার ৬৪৬। হাফলং আসনে প্রবীণ নাগরিক ভোটারের সংখ্যা ৬৭৬ এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটার ৯৩২ জন। মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ২৬১। এর মধ্যে ১১টি ভোটকেঃদ্রে নেই মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা।

বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম তৈরি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ এপ্রিলঃউত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে পরবর্তী প্রজন্মের 'বন্দে ভারত স্লিপার' ট্রেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার লক্ষ্যে, নিজস্ব প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত একগুচ্ছ উন্নত প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে একটি বিশাল মাইলফলক অর্জন করেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং উন্নত বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি, এই ব্যবস্থাগুলির একটি স্মার্ট 'এয়ার স্প্রিং মনিটরিং সিস্টেম', রিয়েল-টাইম ডায়গনস্টিকের জন্য একটি 'পোর্টেবল ভাইব্রেশন মনিটরিং সিস্টেম' এবং দেশীয়ভাবে নির্মিত একটি 'এক্সটার্নাল পিট পাওয়ার সাপ্লাই ও প্রি-কুলিং সিস্টেম' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ভারতের প্রথম 'বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস' এই বছরের জানুয়ারি মাস থেকে কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে চলাচল শুরু করেছে, যা বিশ্বমানের ও আরামদায়ক রেলযাত্রার এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অত্যাধুনিক ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার করে নিজস্ব উদ্যোগে উদ্ভাবিত উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উদ্ভাবনী ও স্বায়ী কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, হাই-স্পীড ও প্রিমিয়াম ট্রেন পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের দিকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সমস্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থাগুলি সম্মিলিতভাবে সুরক্ষা বৃদ্ধি করে, রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা উন্নত করে এবং বন্দে ভারত স্লিপার কোচগুলির নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনা নিশ্চিত করে।ভার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে রোলিং স্টকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমবারের মতো একটি 'পোর্টেবল ভাইব্রেশন মনিটরিং সিস্টেম' চালু করেছে। বর্তমান সময়ে কামাখ্যা ডিপোতে বন্দে ভারত স্লিপার রেকগুলির জন্য মোতায়েনকৃত এই ব্যবস্থাটি সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে আগভাগে শনাক্ত করতে এবং সময়মতো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করে এর ফলে যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা কম।

চা-জনগোষ্ঠীকে প্রতি পাঁচ বছরে ফসল তোলার ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে কংগ্রেস ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাড্ডা

ডুমডুমা (অসম), ৭ এপ্রিল (হি.স.)ঃ কংগ্রেস চা-জনগোষ্ঠীকে প্রতি পাঁচ বছরে ফসল তোলার ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে, অথচ বছরের পর বছর তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে দল, অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। উজান অসমের ডুমডুমায় বিজেপি-প্রার্থী রূপেশ গোয়ালার সমর্থনে আয়োজিত ' সংকল্প সভা' শীর্ষক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, বহুবার নির্বাচনে বিজয়লাভ করে সরকার গঠন করা সত্ত্বেও কংগ্রেস চা-জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করেছে। চা-জনগোষ্ঠীকে প্রতি পাঁচ বছরে ফসল তোলার মতো ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করায় তাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে কংগেগ্রস, বলেন তিনি। তিনি বলেন, অসমের চা-জনগোষ্ঠীরা ঔপনিবেশিক আমলে বর্তমান ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং বিহার থেকে আনা শ্রমিকদের বংশধর। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন আসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটার ভিত্তি গঠন করেন। নাড্ডার অভিযোগ, কংগ্রেস তাদের

শাসনকালে অবৈধ অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করেছিল। তিনি দাবি করেন, ' অনুপ্রবেশকারীদের অসমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তোষণমূলক রাজনীতির অংশ হিসেবে তাদের পরিচয়পত্র ও কল্যাণমূলক সুবিধা দিয়েছিল। এই সব লোকেরা অসমের আদি বাসিন্দা ও দরিদ্র মানুষের জমি দখল করছে।' তিনি বলেন, ' এ সব বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার করবে, বিতারণ করবে অবৈধ অভিবাসীদের। তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যারা এখনও রয়েছে তাদেরও বাদ দেওয়া হবে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চা-জনগোষ্ঠীর প্রশংসা করে বলেন, ' অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। আমি তাঁদের স্যালুট জানাই, যারা অনুপ্রবেশকারীদের এখানে বসতি স্থাপন করতে দেননি এবং এভাবে ভারত মাতার ভবিষ্যৎ রক্ষা করেছে।'কংগ্রেসকে ফের আক্রমণ করে অতীতে অসমে হিংসা, হত্যা, ধর্মঘট, অশান্তি এবং কারফিউ কালের প্রসঙ্গ টেনে গত এক দশকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে উন্নত স্থিতিশীলতার সঙ্গে তুলনা করেন জেপি নাড্ডা। তিনি রাজ্যে চলমান কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর কথাও উল্লেখ করেন। বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ পুনরায় ক্ষমতায় এলে এগুলো আরও বিস্তৃত করা হবে। আগামী ৯ এপ্রিলের নির্বাচনে তিনি ভোটারদের এই বিজেপি-এনডিএ জোটকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

উত্তর-পূর্ব রেল তার যাত্রীদের উন্নততর পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

গোরখপুর, ০৭ এপ্রিলঃ উত্তর-পূর্ব রেল তার যাত্রীদের উন্নততর পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবংভ্রমণকে নির্বিঘ্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই ধারাবাহিকতায়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, ০৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে লখনউ-এর অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার অপারেশনস, শ্রীমতি নীতু, সদর দপ্তর এবং লখনউ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সুপারভাইজার এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। গোরখপুর জংশন স্টেশনে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শনের সময় অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা গোরখপুর জংশন স্টেশনের ১ ও ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুবিধাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। শ্রী শুক্লা ক্যাব-ওয়ে, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, পানীয় জল এবং পার্সেল অফিসের মতো যাত্রী সুবিধাগুলো পরিদর্শন করেন। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক স্টেশন চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন, যাতে এখানে আগত যাত্রীরা একটি মনোরম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শ্রী শুক্লা স্টেশন চত্বর এবং পয় ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ১ ও ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মের লিফট এবং এসকেলেটরগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে এবং যাত্রী সুবিধার কোনো ঘাটতি থাকলে তা অবিলম্বে সমাধান করার নির্দেশ দেন। তিনি রানিং রুমের সৌন্দর্যবর্ধনের উপরও জোর দেন।পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক গোরখপুর জংশন স্টেশনে চলমান নির্মাণ প্রকল্পগুলোও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সর্বোচ্চ গুণমান বজায় রেখে সময়মতো সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। শ্রী শুক্লা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যেন পুনর্নির্মাণ কাজের সময় যাত্রীদের কোনো অসুবিধা না হয় এবং তাঁদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন থাকে।

ধর্মনগর উপনির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৬ প্রার্থী

আগরতলা, ৭ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ওইদিন সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে সকাল ৮টা থেকে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ করা হয়েছে বলে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। তিনি জানান, এবারের উপনির্বাচনে মোট ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী, কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য, সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত, আমরা বাঙালী দলের বিভাস রঞ্জন দাস, এসইউসিআই(সি)-এর সঞ্জয় চৌধুরী এবং নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৪৬,১৪২ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ২৩,৭৫৮ জন এবং পুরুষ ভোটার ২২,৩৮৪ জন। এছাড়া ৯১ জন সার্ভিস ভোটার রয়েছেন, যার মধ্যে ৮৮ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। মোট ৫৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩২টি নগর এলাকায় এবং ২৩টি গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ৫৫টি ভোটকেঃদ্রের মধ্যে ১১টি মডেল পোলিং স্টেশন করা হয়েছে। এছাড়া ১১টি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত কেঃদ্র, ২টি দিব্যাঙ্গ পরিচালিত কেন্দ্র এবং ২টি যুব পরিচালিত কেন্দ্র রাখা হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, র‍্যাম্প, শৌচালয় ও অপেক্ষমাণ ভোটারদের জন্য শেডের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি Jyotirmay De SO Nabakumar Dey, গ্রামঃপোঃ কুসুমি, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আধার কার্ডে Jyotirmay De SO Nabakumar Dey নাম নথিভুক্ত রয়েছে। খত্র-otirmoy De SO Nabakumar De ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Jyotirmay De SO Nabakumar Dey and Jyotirmoy De SO Nabakumar De এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Shikha Sarkar (Old name) W/o-Subhash Chandra Mallick, Resident at Vill-Collegepara, Po & Ps-Bongaon, Dist.- North 24 Parganas,Pin-743235. West Bengal, I have changed my name Shikha Sarkar to Shikha Mallick (New name) I shall be known as Shikha Mallick vied affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon on 25/03/2026. Shikha Mallick & Shikha Sarkar same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lalita Das W/o Late Shib Kumar Das residing at 130/17 Shreeramkrishna Pally, P.O. Ariadaha, P.S. Belghoria, Dist-North 24 Parganas do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name Shib Kumar Das instead of Shib Kumar Babu Das alias Babu @ Sukumar Das, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore dated on 06/04/2026. Shib Kumar Babu Das, Babu @ Sukumar Das and Shib Kumar Das all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Keshab Chatterjee (old name) Son of Late Tarak Nath Chatterjee , residing at Sp Mallick Road Green park,Satmandirtala, Hooghly pin-712409, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kesab Chandra Chatterjee (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 07/04/2026. Keshab Chatterjee (old name) and Kesab Chandra Chatterjee(new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Salina Bhadran (old name) Daughter of Bhadran Kesavan, residing at 1/1, Brojen Mukherjee Road Behala, Ps-Behala, Kolkata-700034, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Selina Bhadran (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 06/04/2026. Salina Bhadran (old name) and Selina Bhadran (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, K Bhadran, Kesaban Bhadran (old name) Son of K Kesavan, residing at 1/1, Brojen Mukherjee Road Behala, Ps-Behala, Kolkata-700034, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bhadran Kesavan (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 06/04/2026.K Bhadran, Kesaban Bhadran (old name) and Bhadran Kesavan (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, FIRDOUS PARVEEN D/o Md. Yaqub Quraishy residing at 1/2, Ganga Ram Bairagi Lane, PS & Dist.-Howrah-711101 do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name MD. YAQUB QURAISHY instead of MD. YAQUB QURAISHI, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah dated on 01/04/2026. MD. YAQUB QURAISHY and MD. YAQUB QURAISHI both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Hapizul Islam (old name) S/o-Jahidul Isalm residing at Mokampara, Sundipur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD HAPIZUL ISLAM to HAFIJUL ISLAM and henceforth I shall be known as HAFIJUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Ld. Judicial Magistrate(1st class) at Brrhampore Murshidabad dated 16/03/2026. MD HAPIZUL ISLAM (old name) and HAFIJUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jahidul Islam (old name) S/o-Lokman Sekh residing at Mokampara, Sundipur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JAHIDUL ISLAM to JAHIDUL ISLAM and henceforth I shall be known as JAHIDUL ISLAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Ld. Judicial Magistrate(1st class) at Brrhampore Murshidabad dated 16/03/2026. MD JAHIDUL ISLAM (old name) and JAHIDUL ISLAM (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ramjan Ali Sk (old name) S/o-Md Jehed Ali Shaikh residing at Hariharpara, Hariharpara, Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742166 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD RAMJAN ALI SK to MD RAMJAN ALI SEKH and henceforth I shall be known as MD RAMJAN ALI SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/04/2026. MD RAMJAN ALI SK (old name) and MD RAMJAN ALI SEKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Niyazaddin Sk (old name) S/o- Md Jehed Ali Shaikh residing at Charsujapur, Mougram, ketugram, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NIYAZADDIN SK to MD NIYAJUDDIN SHAIKH and henceforth I shall be known as MD NIYAJUDDIN SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 07/04/2026. NIYAZADDIN SK (old name) and MD NIYAJUDDIN SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Momtaj Mondal D/o Amullya Mondal residing at Vill.Chandkhali, PO-Kumarhat, PS-Baruipur, Dist-South 24 Parganas, Pin-743387 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare actual name Momtaj Mondal instead of Abuna Mondal and my mother's actual name Malek Jan Mondal instead of Banamala Mondal, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 06/04/2026. Momtaj Mondal and Abuna Mondal both are same and one identical person. Malek Jan Mondal and Banamala Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Saraabt Ali (Old Name) S/o Sk Aynal Ali Residing at Begampur, P.o - Begampur, District - Hooghly, Pin - 712306, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sarabat Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Sk Saraabt Ali (Old Name) and Sk Sarabat Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rinku Addy Debnath (old name) daughter of Kiran Sankar Debnath, residing at Vill: Banamalipur, Barasat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rinku Debnath (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No.17, dated 02/04/2026. Rinku Addy Debnath (old name) and Rinku Debnath (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Pawan Agarwal (old name) son of Late Kesher Deo Agarwal, residing at 1002, Jessore Road, Naskar Bagan, Dist: North 24 Parganas, Kolkata - 700055, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pawan Kumar Agarwal (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 99, dated 02/04/2026. Pawan Agarwal (old name) and Pawan Kumar Agarwal (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Molla (Old Name) S/o Yamin Molla Residing at Machibhanga Muslim Para, Bagdobamachi Bhanga, Machibhanga, District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Ali Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Abdul Molla (Old Name) and Abdul Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Abdul Mabud, Sk Mabud (Old Name) S/o Maymud Sekh Residing at Sabra, Vtc+P.o - Sabra, District - Paschim Medinipur, Pin - 721445, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Mabud Sekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 33/2026 Dated 07-04-2026. Sk Abdul Mabud, Sk Mabud (Old Name) and Abdul Mabud Sekh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sunil Mehra (Old Name) S/o Late Ramjas Mehra Residing at 3, Currie Road, LP-243/1/1, P.o - Santragachi, Shibpur, District - Howrah, Pin - 711104, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sunil Kumar Mehra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-04-2026. Sunil Mehra (Old Name) and Sunil Kumar Mehra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abu Layes (Old Name) S/O–Hamejaddin resident of Vill & Po-Dingel , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Abu Layes to Sekh Layes and henceforth I shall be known as Sekh Layes (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Tehatta court on 03/11/2025. My name Sekh Layes & Abu Layes both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Meenakshi Ghosh (Old Name) W/o Pritam Ghosh Residing at Pacific Vijoya, Flat No. 2F, Block B, 304, Sukanta Pally (Boral Main Road), Garia, Boral, District - South 24 Parganas, Pin - 700154, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Meenakshi Sharma Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 32/2026 Dated 07-04-2026. Meenakshi Ghosh (Old Name) and Meenakshi Sharma Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chumki Dhar (Old Name) W/o Sanjay Dhar Residing at B.C 21/18/3, Deshbandhu Nagar, Rajarhat Gopalpur, P.o - Deshbandhu Nagar, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Chumki Dhar Sen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Chumki Dhar (Old Name) and Chumki Dhar Sen (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Margina Bibi (Old Name) W/O–Sahabuddin Shah resident of Vill & Po-Gangadhari , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Margina Bibi to Marjina Bibi and henceforth I shall be known as Marjina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/04/2026. My name Marjina Bibi & Margina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sazzad Ali (Old Name) S/O–Rahamat Sekh resident of Vill-Ajmatpur,Po-Habaspur,Ps-Bhag wangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Sazzad Ali to Md Sajjad Ali and henceforth I shall be known as Md Sajjad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate Alipur court on 22/08/2025. My name Md Sajjad Ali & Sazzad Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jayant Sharma, Jayanta Sharma (Old Name) S/o Kishan Lal Sharma Residing at 83, Golaghata Road, Block-F, South Dum Dum (M), District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jayanta Kumar Sharma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 07-04-2026. Jayant Sharma, Jayanta Sharma (Old Name) and Jayanta Kumar Sharma (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munmun Banerjee Manna D/o Late Sital Chandra Manna Residing at Uttar Kalyanpur, P.o+P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin- 700144, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Srisital Chandra Manna (Old Name) shall henceforth be known as Sital Chandra Manna (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 07-04-2026. I declare that my deceased father Srisital Chandra Manna (Old Name) and Sital Chandra Manna (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gourav Kumar Poddar (Old Name) S/O–Binod Poddar resident of Vill-Rudranagar Taltala , Po & Ps-Sainthia , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731234 do hereby declared that I have changed my name from Gourav Kumar Poddar to Gourav Poddar and henceforth I shall be known as Gourav Poddar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/04/2026. My name Gourav Poddar & Gourav Kumar Poddar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jakir Hossain (Old Name) S/O–Sekh Layes resident of Vill & Po-Dingel , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Jakir Hossain to Sekh Jakir Hosen and henceforth I shall be known as Sekh Jakir Hosen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Tehatta court on 03/11/2025. My name Sekh Jakir Hosen & Jakir Hossain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Badrunnahar Haque (Old Name) W/o Sirajul Haque Residing at 171/C/5, Picnic Garden Road, P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin - 700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Badrunnahar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 2409 Dated 08-01-2026. Badrunnahar Haque (Old Name) and Badrunnahar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I VISHNU RATERIA S/O SHREE KISHAN RATERIA residing at 90, Golaghata Road, Mahavir apartment, Flat-3B, Kolkata-700048, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BISHNU RATERIA as declared before the Notary Public at C.M.M. Court Kolkata vide affidavit Dated 26/04/2021. VISHNU RATERIA and BISHNU RATERIA both are same and identical person.

ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আশিস কুন্ডুর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালানো হয় মঙ্গলবার সকালে। ইংরেজবাজার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রচারে নেতৃত্ব দেন পুরসভার চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় কাউন্সিলর কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। ঢাক সহযোগে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নেতাজি মোড়, কালিতলা, বক্সটুলি ও গোলাপট্টি সহ একাধিক এলাকায় প্রচার চালানো হয়। হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যারা মিছিলে অংশ নেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিষেবার কথা তুলে ধরে ভোটারদের সমর্থন প্রার্থনা করা হয়।

স্মার্ট স্টেশন, মসৃণ সফরঃ পূর্ব রেলের ভোলবদল বদলে দিচ্ছে যাত্রার অভিজ্ঞতা

কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ শাশ্বতী বসু (নাম পরিবর্তিত) আজও দু'বছর আগের ডানকুনি স্টেশনের সেই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারেন না, যেটিকে তিনি রসিকতা করে 'প্ল্যাটফর্ম দৌড়' বলে ডাকেন। হাতে দু'টো ভারী ব্যাগ, আর প্ল্যাটফর্মে কোনও 'কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড' না থাকায় তিনি ভুল দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন আসতেই কামরা ধরার জন্য ভিড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় ২০০ মিটার দৌড়াতে হয়েছিল তাঁকে। শাশ্বতী স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, খুব বিরক্ত লাগছিল এবং প্রায় ট্রেনটা ছেড়েই দিচ্ছিল। আজ সেই অভিজ্ঞতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একটি উজ্জ্বল ডিজিটাল ডিসপ্লের নিচে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে তিনি এখন জানেন ঠিক কোথায় তাঁর কামরাটি থামবে। শাশ্বতীর কথায়, মনে হচ্ছে স্টেশনটা এবার আমার সাথে কথা বলছে। আর কোনও অনুমান নয়, আর কোনও দৌড়াদৌড়ি নেই। শাশ্বতীর এই স্বাচ্ছন্দ্যের নেপথ্যে রয়েছে পূর্ব রেলের এক বিশাল প্রযুক্তিগত ভোলবদল। গত এক বছরে, পূর্ব রেল একগুচ্ছ ডিজিটাল সরঞ্জাম চালু করেছে যা যাত্রীদের হাতের মুঠোয় রিয়েল-টাইম তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে। এই বছরের অন্যতম বড় পদক্ষেপ হলো ইলেক্ট্রনিক সাইনবোর্ড বা ট্রেনের সূচক বোর্ডের আধুনিকীকরণ। গত বছর যেখানে ১৭টি স্টেশনে এই ব্যবস্থা ছিল, এই বছর হাওড়ার আরামবাগ, সমুদ্রগড়, বলাগড় মালদার ধুলিয়ান গঙ্গা এবং শিয়ালদহের কল্যাণী ঘোষপাড়ার মতো মোট ২৭ টি স্টেশনে নতুন ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড (TIB) বসানো হয়েছে। শাশ্বতীর মতো সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে ধুলিয়ান গঙ্গা ও ডানকুনি প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে উচ্চ-

দৃশ্যমানতাসম্পন্ন কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড (CIB), যার ফলে যাত্রীরা সহজেই তাঁদের নির্দিষ্ট কামরা খুঁজে পাচ্ছেন। স্টেশনগুলি এখন আরও বেশি প্রাণবন্ত এবং তথ্যবহুল হয়ে উঠছে। রামপুরহাট বা নিউ ফারাক্কার যাত্রীরা এখন স্টেশনে বিশাল ভিডিও ওয়াল দেখতে পাবেন। অন্যদিকে মালদা টাউন, জামালপুর ও সুলতানগঞ্জের মতো স্টেশনের এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ এবং ওয়েটিং হলগুলোতে ৩১টি আধুনিক এলইডি টিভি (LED TV) লাগানো হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত যাত্রার আপডেট এবং বিনোদন প্রদান করছে। স্টেশনের ঘোষণাও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ গত বছরের মাত্র ৪ টি স্টেশনের তুলনায় এই বছর ১৭ টি স্টেশনে অটো অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম উন্নত করা হয়েছে, যাতে অস্পষ্ট মাইকের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাত্রীদের কান এড়িয়ে না যায়। শুধুমাত্র স্ক্রিন বা পর্দার মধ্যেই এই উন্নয়ন সীমাবদ্ধ নেই পূর্ব রেল আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ধ্রুপদী স্থাপত্যের মেলবন্ধন ঘটাচ্ছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ভ্যাবলা এবং খিদিরপুরের মতো ছোট হল্ট স্টেশনসহ মোট ২৩ টি স্টেশনে জিপিএস- সিঙ্ক্রোনাইজড ঘড়ি বসানো হয়েছে, যাতে সময়ের নিখুঁত হিসাব বজায় থাকে। এছাড়া পানাগড়, সীতারামপুর এবং সিউড়ির মতো ৯টি স্টেশনে বসানো হয়েছে সুদৃশ্য টাওয়ার ক্লক, যা একইসাথে প্রয়োজনীয় ঘড়ি এবং স্থানীয় ল্যান্ডমার্ক হিসেবে কাজ করছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর জানিয়েছেন যে, তাঁদের লক্ষ্য হলো প্রতিটি যাত্রীকে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর পরিবেশ উপহার দেওয়া, যাতে ছোট স্টেশনগুলোতেও যাত্রীরা বিশ্বমানের সুবিধা পান। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন যে, এই পরিকাঠামো উন্নয়ন যাত্রার অভিজ্ঞতাকে সহজ করার প্রতি রেলের অঙ্গীকারের প্রমাণ। এতে স্টেশনে পা রাখার মুহূর্ত থেকেই যাত্রীরা এক নিরবচ্ছিন্ন, তথ্যসমৃদ্ধ এবং চাপমুক্ত ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

সেতুর রেলিং ভেঙে ৪০ ফুট নীচে পড়ল কন্টেনার, মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৭ এপ্রিল ঃ হাসিমারায় তোর্সা সেতুতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। দু'টি বড় গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি গাড়ি সেতু ভেঙে নীচে পড়ে যায়। সেতুর উপর থেকে প্রায় ৪০ ফুট নীচে পড়ে যায় একটি লরি। দুর্ঘটনার কারণে যান চলাচল স্থগিত এই সেতু দিয়ে। সেতু থেকে নীচে নদীতে বড় গাড়ি পড়ে যাওয়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বড় গাড়ির খালাসির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার সকালে ৩১ নং জাতীয় সড়কে হাসিমারা তোর্সা সেতুতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভুটান ফেরত একটি বড় গাড়ির সঙ্গে উল্টো দিক দিয়ে আসা আরও একটি বড় গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ভুটান থেকে আসা ট্রাকটি সেতুর এক পাশ ভেঙে নীচে পড়ে যায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশকে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে আসছে বলে জানা গেছে। পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গা।রি চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করেছে। চালককে মৃত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। গাড়ির খালাসির অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে নিকটবর্তী হাসিমারা এয়ারফোর্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুটি গাড়িকে নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্য গাড়ির চালক ও খালাসিকে আটক করেছে পুলিশ। সেতু দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা শুরু হয়েছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত মৃতের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা উদ্ধার করতে পারেনি।

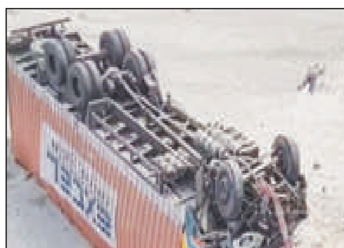

পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৭ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ফের পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার পড়ল। মঙ্গলবার সকালে পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরের ঘাটবেড়ায় দেওয়ালে সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা কয়েকটি পোস্টার পাওয়া যায়। সেখানে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আবাসের ঘর বণ্টনে বেনিয়মেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে। পোস্টারের তলায় লেখা সিপিআই মাওবাদী। উল্লেখ্য, এক সময়ে এই সব এলাকা মাওবাদীদের কার্যত মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে এই এলাকায় মাওবাদীদের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পোস্টারগুলি দেওয়ার পিছনে কারা, তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পোস্টারগুলি কারা দিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভোটের মুখে কড়া নজরদারি! রতুয়ায় নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ফের বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এল মালদার রতুয়া এলাকায়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নাকা পয়েন্ট চেকিং চলাকালীন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছেন কর্তব্যরত আধিকারিকরা। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় উদ্ধার হওয়া সম্পূর্ণ টাকাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত বরকোল নাকা পয়েন্ট চেকিং এলাকায়। নির্বাচনের আগে অবৈধ নগদ লেনদেন রুখতে পুখুরিয়ার পোদিয়ামোড় এলাকায় স্থায়ী নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পুখুরিয়া থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা কর্মী বিপ্লব সরকার জানান, প্রতিদিনের মতোই এদিন সকাল থেকেই যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চলছিল। সেই সময় একটি ছোট চারচাকা গাড়ি থেকে প্রথমে ১০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। পরে একই দিনে সেখানে একটি অটো থেকে আরও ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। দুই ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা টাকার বৈধ উৎস সংক্রান্ত কোনও নথিপত্র দেখাতে পারেননি। ফলে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদিকে, ঘটনার পর আয়কর দফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছেন। নির্বাচনকে ঘিরে এই ধরনের নগদ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কী উদ্দেশ্যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই টাকা সেই সমস্ত তথ্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৭ এপ্রিল ঃ ভিন রাজ্যে ফেরি করতে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের দুই বাসিন্দা। কিন্তু সমাজমাধ্যমে দুই ব্যক্তির দেহ দেখা যায়। তা নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাকে ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। ফেরি করতে ভিন রাজ্য অসম গিয়েছিলেন, তারপর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না জেলার দুই ফেরিওয়ালার। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের চড়কায়। নিখোঁজ দুই ফেরিওয়ালার নাম আরফিক খান এবং জাহাঙ্গির মির্জা। দু'জনেই চরকার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দারে দাবি, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে এই দুইজন অসমে গিয়েছিলেন ফেরি করতে। ১৭ মার্চের পর থেকে তাদের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারছেন না তাঁদের পরিবারের লোকজন। দুজনেই মূলতঃ গদি বা তোষক ফেরি করতেন। ফেরি করতে গিয়েছিলেন আসামের সিলচর এলাকায়। সেখান থেকে চম্পাই হয়ে মিজোরামের চলে গিয়েছিলেন কিনা তাও খোঁজ খবর নিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই দুজনের মৃতদেহের ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছবি দেখে বাড়ির লোকের দাবি বা গ্রামবাসীদের দাবি এই দুজনকে মেরে ফেলা হয়েছে। যদিও তার ভিত্তিতে কোনও প্রামাণ্য এখনও পরিবারের হাতে এসে পৌঁছয়নি। গ্রামবাসীদের বা পরিবারের দাবি, অসমের শিলচর থেকে তাঁরা কোন কারণে হয়তো মায়ানমার চলে গিয়েছিলেন আর সেখানে সমাজ মাধ্যমেই কিছু ছবি পরিবারের লোকের হাতে এসেছে। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে খোঁজখবর চালানো হচ্ছে। সঠিক খবর এলেই পরিবারকে জানানো হবে।

পয়লা বৈশাখের আগেই প্রধানমন্ত্রী মোদির টানা প্রচার, বাংলায় নির্বাচনী যুদ্ধ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ এপ্রিল ঃ বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে এবার আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৯ এপ্রিল, কোচবিহারের জনসভা থেকে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। এবার রাজ্যে টানা প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী। একদিনে তিনটি সভা করবেন তিনি, যার মধ্যে ৯ এপ্রিল আসানসোল, হলদিয়া এবং সিউড়িতে জনসভা রয়েছে। রাজ্যে তার নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার পরপরই, মোদি পরবর্তী দু'দিন বাংলায় টানা সভা করবেন। ১১ এপ্রিল তিনি জঙ্গিপুর, কাটোয়া এবং বালুরঘাটে সভা করবেন এবং ওইদিন রাতেই শিলিগুড়ি পৌঁছবেন। ১২ এপ্রিল, শিলিগুড়িতে একটি রোড শো করবেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ, একটানা দু'দিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী প্রচারে থাকবেন মোদি। তাঁর এই টানা প্রচার রাজ্যজুড়ে বিজেপির নির্বাচনী উত্তেজনা তৈরি করেছে। নন্দীগ্রামের দলের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর সমর্থনেই হলদিয়ার জনসভা মূলত করবেন মোদি। উল্লেখ্য, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কমপক্ষে ১৪ টি সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রায় ততোধিক সভা করার কথা রয়েছে অমিত শাহর। এদিকে, সূত্রের খবর, আর একটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার বাকি রয়েছে বিজেপির। সেটা হয়ে গেলেই এবং ৯ এপ্রিল মনোনয়ন জমা শেষ হয়ে গেলেই দলের ইস্তেহার বা সংকল্প পত্র প্রকাশ করবে বঙ্গ বিজেপি। সেই কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন থাকার কথা রয়েছে। গত রবিবার বিকেলে কোচবিহারের জনসভা থেকে মোদি আক্রমণাত্মক ভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি সেদিনের বক্তৃতায় তৃণমূল কংগ্রেসকে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির জন্য দায়ী করেন, যা বাংলায় বিজেপি বরাবরই সমালোচনা করে আসছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও একাধিকবার অভিযোগ করেছে, বিজেপি এখানে বিভাজনের রাজনীতি চালাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি রবিবাসরীয় বক্তব্যে, সেই একই দাবির প্রতিধ্বনি করেন, এবং তাঁর কথায় বিভাজনের রাজনীতি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া, কোচবিহারের মদন মোহন মন্দিরের মাটি থেকে অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস নিয়ে তিনি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। মোদির এই আক্রমণাত্মক প্রচার মূলত বাংলা নির্বাচনে বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে তিনি একদিকে যেমন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যাকে সামনে আনছেন, অন্যদিকে বিজেপির নিজস্ব নির্বাচনী ইস্তেহারও তুলে ধরছেন। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই টানা নির্বাচনী প্রচারের লক্ষ্য স্পষ্ট, তিনি বাংলার জনগণের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে রাজ্য বিজেপির শক্তি বাড়াতে চান। তাঁর এই প্রচারে একদিকে যেমন নির্বাচনী জনসাধারণকে নিজের পক্ষেই টানার চেষ্টা চলছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অন্দরে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একটি নতুন শক্তির।

ভোটের টহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ বন্যপ্রাণ-ডুয়ার্সে আতঙ্কে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি জোরদার করা হয়েছে। তবে ডুয়ার্সের জঙ্গলঘেরা অঞ্চলে গিয়ে এক ভিন্ন বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছেন জওয়ানরা। সেখানে রাজনৈতিক উত্তেজনার চেয়ে অনেক বেশি ভয় ধরাচ্ছে বন্যপ্রাণীর উপদ্রব। হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ কিংবা বুনো শূকর- প্রতিনিয়ত এইসব প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করেই দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে নাগরাকাটা ব্লক এবং তার আশপাশের চা-বাগান ও গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুটমার্চের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু রাজনৈতিক অভিযোগের বদলে বারবার উঠে আসছে বন্যপ্রাণীর ভয়াবহ উপস্থিতির কথা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রায়ই হাতির হানায় ফসল নষ্ট হচ্ছে। আবার চিতাবাঘের হানায় প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে দিনের পর দিন আতঙ্কে কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। নাগরাকাটা ব্লকের খেরকাটা গ্রামে কয়েক মাস আগের একটি ঘটনা এখনও আতঙ্ক ছড়ায়। সেখানে একটি চিতাবাঘ একটি শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও বিস্মিত হয়ে পড়েন। এক জওয়ানকে সহকর্মীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, এ ক্ষেত্রে আমরা কী-ই বা করতে পারি!-এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, পরিস্থিতির জটিলতা কতটা গভীর। ডুয়ার্সের জঙ্গলসংলগ্ন চা-বাগান অঞ্চলগুলিতে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরেই এই সমস্যা চলেছে নাগরাকাটা, খয়েরবাড়ি এবং বামনডাঙ্গা টোন্ডু চা-বাগান এলাকায়। রাত নামলেই গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয় আরও বাড়ে। কখন যে কোন দিক থেকে হাতির পাল বা অন্য কোনও বন্যপ্রাণী গ্রামে ঢুকে পড়বে, সেই আশঙ্কায় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটান তাঁরা। এই অঞ্চলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, রাজনৈতিকভাবে তুলনামূলক শান্ত পরিবেশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা এখানে একসঙ্গে বসবাস করেন এবং সামাজিক জীবনে সহাবস্থানের ছবি স্পষ্ট। ফলে নির্বাচনের আগে যেখানে অন্যান্য জায়গায় রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা থাকে, সেখানে ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে মূল উদ্বেগ বন্যপ্রাণীকে ঘিরেই। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের স্থানীয় ভাষার কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন। জওয়ানরা যখন স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করছেন, কেমন আছেন, কোনও সমস্যা আছে? তখন প্রায় এক সুরেই মানুষ জানাচ্ছেন তাঁদের দুর্দশার কথা। রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগের চেয়ে অনেক বেশি উঠে আসছে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয়। ভোটের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ডুয়ার্সের এই জঙ্গলঘেরা অঞ্চলে মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিদিনের জীবনযাপন। প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে লড়াই করেই তাঁদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তবুও কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতি কিছুটা হলেও ভরসা জোগাচ্ছে গ্রামবাসীদের মনে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আবহে যেখানে রাজ্যের অন্যত্র রাজনৈতিক উত্তেজনা শিরোনামে উঠে আসছে, সেখানে ডুয়ার্সে মানুষের প্রধান চিন্তা অন্য- বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থান এবং প্রতিদিনের নিরাপত্তা। এই বাস্তবতা এক ভিন্ন দিক তুলে ধরছে, যা নির্বাচনী আলোচনার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে স্থানীয় মানুষের জীবনে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ছাড়াও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে বিশেষ টহলদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় বন বিভাগের পুরুলিয়া, কংসাবতী উত্তর ও দক্ষিণ এই তিনটি শাখাতেই একাত্তরটি কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করে এক হাজার জন সদস্যকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই জেলায় জঙ্গল লাগোয়া ১০৮ টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে নাম তোলার হুড়োহুড়ি, রোদে পুড়ে সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন জেলায় জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া ও হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ একদিন আগেই কালনায় ট্রাইব্যুনালের লাইনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার ছবি দেখা গিয়েছিল। সকাল থেকে টানা লাইন দেওয়ার পরেও বিকালেও নিষ্পত্তি না হওয়ায় শুরু হয়ে যায় ঠেলাঠেলি। দু'জনের জখম হওয়ার খবরও মেলে। এবার বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের দফতরেও দেখা গেল একই ছবি। সকাল ৬টা থেকেই নাম তোলার জন্য দেখা গেল দীর্ঘ লাইন। রোদে পুড়ে লাইনে দাঁড়িয়েও ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের কাছে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের মতো সমস্ত বৈধ নথিপত্র রয়েছে, অতীতে বহুবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সত্ত্বেও আজ তাঁদের এই লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এখন ভোট দিতে পারবেন কিনা সেটাই সবথেকে বেশি ভাবাচ্ছে তাঁদের। একই চিত্র ধরা পড়েছে হাওড়া জেলাশাসকের কার্যালয়েও, যেখানে অফলাইনে ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও সেখানে আবেদন জমা নেওয়ার কাজ মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে চলছে বলে জানা যাচ্ছে। তবে আবেদনকারীদের মনে আশঙ্কার মেঘ কাটেনি। ট্রাইব্যুনালে নাম নথিভুক্ত করার পরেও তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নাম ভোটার তালিকায় ফিরবে কি না সেই ভাবাচ্ছে সকলকে। অনেকেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতেই একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কমিশন। তা বলছে, তালিকা ফ্রিজ হওয়া পর্যন্ত ৯০ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। সব থেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে মুর্শিদাবাদে। তারপরেই রয়েছে উত্তর দিনাজপুর, তারপরেই মালদা। মুর্শিদাবাদের ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৫ জন। বিচারাধীন তালিকা থেকে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার জনের নাম বাদ পড়েছে।

বিশৃঙ্খলার পর স্বস্তি, কাটোয়ায় খুলল ট্রাইবুনাল কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ৭ এপ্রিল ঃ ট্রাইব্যুনালে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে বড় পদক্ষেপ নিল কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন। যেখানে সকাল দশটার পর ট্রাইবুনাল আবেদন গ্রহণের রিসিভ কাউন্টার খোলা হচ্ছিল, সেখানে মঙ্গলবার থেকে সকাল সাতটায় খুলে দেওয়া হয়েছে কাউন্টার। মঙ্গলবার ভোর থেকেই কাটোয়া মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা বহু আবেদনকারী কেউ বা রাত, কেউ বা ভোরবেলা থেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল সাতটায় কাউন্টার খুলে যাওয়ায় স্বস্তি পান তাঁরা। দ্রুত আবেদন জমা দিয়ে তুলনামূলক কম সময়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন বলেই জানিয়েছেন অনেকে। আবেদনকারী পায়েল জানান, আমাদের খুবই সুবিধা হল! এই রোদে-গরমে বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। প্রসঙ্গত, সোমবার ট্রাইবুনালে আবেদন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রেকর্ড ভিড় হয়েছিল কাটোয়া শহরে। ব্যাপক ভিড়ের জেরে শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। পাশাপাশি হুড়োহুড়ি ও উত্তেজনার ঘটনাও সামনে আসে। সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার থেকে কাউন্টার খোলার সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই নিয়ন্ত্রিত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া চলে কাটোয়ায়। আবেদনকারীদের বক্তব্য, আগে দীর্ঘক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হত, ফলে চরম হয়রানির শিকার হতে হত। এখন সকালেই কাউন্টার খুলে যাওয়ায় সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়েছে। আবেদনকারী আমিনুর হক বলেন, অনেক দূর থেকে এসেছি। সোমবার আসতে গিয়েও ভিড়ের কথা শুনে আসিনি। আজকে এসে দেখলাম তাড়াতাড়ি কাউন্টার খুলে গেছে, এতে আমদের সুবিধাই হবে। প্রশাসনের এই ভূমিকায় আমরা খুশি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল কড়া। মোতায়েন ছিল পুলিশ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। লাইনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নজরদারি চালানো হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে আবেদনকারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে বলেই মনে করছেন অনেকে।

কলকাতা ও অমৃতসরের মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন রেলের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। সামাল দিতে রেলওয়ে কলকাতা ও অমৃতসরের মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪৬২৪ অমৃতসর - কলকাতা স্পেশাল ট্রেনটি ১৩.০৪.২০২৬ থেকে ২৯.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে (মোট ১২টি ট্রিপ) প্রতি সোমবার রাত ২০.১০ ঘটিকায় অমৃতসর থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিনে দুপুর ১৫.০০ ঘটিকায় কলকাতায় পৌঁছাবে এবং ০৪৬২৩ কলকাতা - অমৃতসর স্পেশাল ট্রেনটি ১৬.০৪.২০২৬ থেকে ০২.০৭.২০২৬ তারিখের মধ্যে (মোট ১২টি ট্রিপ) প্রতি বৃহস্পতিবার ভোর ০৫.০০ ঘটিকায় কলকাতা থেকে ছেড়ে তৃতীয় দিনে রাত ০০.৪০ ঘটিকায় অমৃতসরে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই পূর্ব রেলের আওতাধীন নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডিহ স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী , স্লিপার শ্রেণী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেণ্ডার নোটিস নং. ১৩১-এনজি-এসজিইউডি-এনডিএম৬-ডি-চেক তারিখঃ ০১-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করেছেঃ **কাজের নামঃ** নের' গেজ শেড/শিলিগুড়ী জংশনে ০৪ (চার) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এনডিএম৬ লোকোমোটিভের ০৪ টি কিউমিনস ইঞ্জিন ব্লকের হেতু 'ডি' চেক শেডিউল সহিত বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **বিজ্ঞপিত রাশিঃ** ৬৮,৮৩,৫৬৮.২০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৭,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিএমই/ডিজেল/শিলিগুড়ি জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

শৈলেন্দ্রনাথ কুন্ডু মহাশয় ইংরাজীর ১৭।০৬।২০১১ তারিখে হেমন্ত হোষ মহাশয়কে ০০৫৯৬ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার এ্যাডিঃ ডিং সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে ভারতী জানা মহাশয়াকে ১০৩৭৪ / ২০১১ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা তুমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-২, হাল দাগ নং-২৮৭১।

বর্ষার পূর্বে এবং বর্ষার সময়ে প্রতিরোধী ও জরুরীকালীন কাজ

টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল/ইএনজিজি/২১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করেছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/করিমগঞ্জ জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্য রূপসীবাড়ি-কুমারঘাট খণ্ডে মেরামত কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা ভূমিস্খলন, শ্বিংকেজ, শ্লোপ ফেইল্যুর, ব্যাঙ্ক সেটেলমেন্ট, ক্যাচ্‌চ ওয়াটার ড্রেইন/ট্র্যাকের পাশের নর্দমার মেরামত/পরিস্কারকরণ আদি ধরণের বর্ষার পূর্বে এবং বর্ষার সময়ে প্রতিরোধী ও জরুরীকালীন কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৪৫,৯১,১৪৮.৪৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬,৯১,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৮-০৪-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। **টেণ্ডার খুলবে ২৯-০৪-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ ২৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কামাখ্যা স্টেশন ভবন উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এসআর. ডিইই/এলএমজি/৫৩ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ৩১-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং.ঃ ১; টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এলএম-২৫-২৬-৪৮; কাজের নাম** ঃ-(১) কামাখ্যায় ঃ যাত্রী সুবিধা উন্নতির জন্য কামাখ্যা স্টেশন ভবন, পিএফ ২, ৩ ও ৪, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, কনকোর্স, সার্কুলেটিং এলাকা, রাস্তা, অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ (বৈদ্যুতিক অংশ), (২) ডিইএন/V/লামডিংয়ের এখতিয়ারভুক্ত ডিএমআর গুডস শেডে পানীয় জলের সুবিধা সহ মার্চেন্ট রুম, লেবার শেড নির্মাণ, গুডস অফিস/মার্চেন্ট রুমের জন্য মডুলার আসবাবপত্র এবং সিসিটিভি স্থাপন (বৈদ্যুতিক অংশ), (৩) ডিইএন/V/শিলচরের এখতিয়ারভুক্ত জিরাণীয়া গুডস সার্কুলেটিং এলাকায় সঠিক নিষ্কাশন, অ্যাপ্রোচ রোড, সিসিটিভি মনিটরিং, হাই মাস্ট টাওয়ার ও মডুলার আসবাবপত্র সহ এল/নং-৪ -এর জেআরএনএ গুডস সার্কুলেটিং এলাকা নির্মাণ (বৈদ্যুতিক অংশ), (৪) আগরতলায় পার্সেল অফিসের জন্য আধুনিক আসবাবপত্র সহ নতুন পার্সেল গুদাম ও ক্লক রুম স্থাপন (বৈদ্যুতিক অংশ)। **টেন্ডার মূল্য:** ৯৩,৬৫,৪৮৯.২৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৮৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-০৪-২০২৬** তারিখে **১১:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **২৪-০৪-২০২৬** তারিখে **১১:০০** টায় পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএডিসিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। মোহাম্মদ ফিরোজ ২। মহম্মদ চাঁদ উভয়ের পিতা- মোহাম্মদ আনোয়ার, সাং রানিহাটী, জয়নগর, পাঁচলা, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৬।০৯।২০২৫ তারিখে হাওড়া-০২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫১৩০৪৭৯৯ নং বিক্রয় কোবালা ও ০৫১৩০৪৭৯৮ নং দানপত্র দলিল দ্বারা মহম্মদ আনোয়ার পিতা- লাল মহম্মদ মিয়া দিগরের নিকট হইতে হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অধীন বিকিহাকোলা মৌজায় জে. এল. ১৮ নং ভুক্ত, এল, আর.-২২১২ নং খতিয়ানে এল, আর. ৩৪৫ নং দাগে শালি মোট ০১ কাঠা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০০৫ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৬৭৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা নিতাই চন্দ্র দে পিতা শীতল চন্দ্র দে দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন গন বিগত ইংরাজী- ১৪।১২।২০০৪ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ১৮৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে শিশির কুমার কোলে পিতা- তুষ্ট পদ কোলে মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. পাঁচলা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

হারানো প্রাপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে আমি টোটন ঘোষ, পিতা- সুনীল কুমার ঘোষ, গ্রামঃ দর্পশীলা, জেলা বীরভূমের বাসিন্দা। আমি শ্যামবাটি মৌজার একটি বাড়ি রামলক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজের পক্ষে ১) শ্রী মলয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২) শ্রী মৌনাক চ্যাটার্জ্জী ৩) শ্রী ময়ূখ চ্যাটার্জ্জীর কাছ থেকে উনারা ২০১৭ সালে শ্রীমতী সোমা চ্যাটার্জ্জী ও শ্রীমতী মিতা পাত্র ক্রয় করে ছিলেন। আমি উনাদের কাছ থেকে ২০২৩ সালে বাড়িটি ক্রয় করেছি। জমি ক্রয়ের সময় উনারা আমাকে পুরোনো দলিল দিয়েছিলে। যার নম্বর ২৪২৮ / ১৭, তারিখ ১৬.০৩.২০১৭। গত ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ শ্যামবাটি এলাকায় অসাবধানবশত আমার দলিলটি হারিয়ে যায়। উক্ত দলিলটি না পাওয়ায় শান্তিনিকেতন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। যার GDE No. 1383. যদি কেউ উক্ত দলিলটি সন্ধান পান, তাহলে থানায় অথবা নিচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন।

টোটন ঘোষ
মোবাইল নং ৯৪৭৫২২২৪৬৪

এসএলআর এবং ভিপির লিজিং-এর চুক্তির জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশন থেকে যাত্রা আরম্ভ করা ট্রেনগুলিতে ৩ বছরের জন্য এসএলআর এবং ভিপির লিজিং-এর চুক্তির জন্য ই-নিলাম। **বিবরণ ঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৭ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) এবং এসইকিউ নং. এবি/১ঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ১৭-০৪-২০২৬-এর ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৪-২০২৬-এর ১২.৪০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৭ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল এবং এসইকিউ নং. এবি/১ ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ লিজ-এলএমজি-১৩-২৬

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৬২৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিবিই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/২	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৩	১৫৬৬০-এসএলআর-এফ১-এজিটিএল-এলটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৪	১৫৬৭৬-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনজেপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৬০৮-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-টিভিসি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৬	১৫৬৪৬-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-সিএইচজেড-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৬
এএ/৭	১৫৬০২-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিবিবি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এবি/১	১২৫০২-১২৫০১-ভিপি-১-এজিটিএল-কেওএএ-২৬-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	১৫৭

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বছরে ২৫০০ কোটি ক্ষতি আইপিএলে!

জয় শাহদের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ ললিত মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্রিকেট লিগ আইপিএল। প্রত্যেক ম্যাচেই টাকা ওড়ে। কিন্তু তারপরও প্রতি বছর প্রায় আড়াই হাজার কোটি লোকসান হয় আইপিএলের। এই অভিযোগ তুলছেন খোদ ললিত মোদি। যাঁর হাত ধরে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূত্রপাত। ঘুরিয়ে কি তিনি তোপ দাগলেন বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান তথা বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সচিব জয় শাহকে? ললিতের বক্তব্য, ‘‘ম্যাচ পিছু লভ্যাংশের বিসিসিআই ৫০ শতাংশ পায়, বাকি ৫০ শতাংশ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে দেওয়া হয়। সমস্যা হল, আগের থেকে এখন অন্তত ২০টা ম্যাচ কম হয়। এটা চুক্তিভঙ্গের সমান। ফ্যাঞ্চাইজিরা যা টাকা দিচ্ছে, তাতে হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলা পাওয়া তাদের প্রাপ্য।’’ ২০২২ সাল পর্যন্ত লিগে ৯০টির বেশি ম্যাচ হত। তারপর নকআউট পর্ব। কিন্তু সেবছর গুজরাট জায়ান্টস ও লখনউ সুপার জায়ান্টস যোগ দেওয়ার পর থেকে ৭৪টি করে ম্যাচ হয়। সেই সময় বোর্ডের সচিব ছিলেন জয় শাহ। ললিতের সংযোজন, ‘‘হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটেই আসল লাভ থাকে। যদি বেশি ম্যাচ করার সময় না থাকে, তাহলে দল বাড়িও না। আমরা সেরকম ভেবে আইপিএল

শুরু করিনি। আমার বিশ্বাস সব ফ্র্যাঞ্চাইজি এতে সায় দেয়নি। হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ম্যাচ পিছু ১১৮ কোটি টাকা আসে। অর্থাৎ ২০টা ম্যাচ কম মানে শুধু মিডিয়া স্বত্ব থেকেই বছরে ২৪০০ কোটি টাকা লোকসান হয়। সেই টাকাটা পেলে ১০ দল বাড়তি ১২০ কোটি টাকা করে পেত। দলগুলো বাজারমূল্যও বেড়ে যেত।’’ ২০০৮ সালে ৮ দল নিয়ে শুরু হয় আইপিএল। প্রত্যেকটা দল একে-অপরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলত। মাঝে বাড়তি দল ঢুকেছে। এখন আইপিএল হয় ১০ দলের। সব দল একে-অপরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলে না। দু’টো বিভাগে বিভক্ত করে কিছু দল হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলে। আবার কিছু দল একে-অপরের বিরুদ্ধে মাত্র একটি ম্যাচই খেলে। আর এতেই প্রতি বছর বোর্ডের ২৪০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয় বলে অভিযোগ ললিত মোদির। যার ফল ভুগতে হয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকেও। ললিত মোদি বলেছেন যে বিসিসিআই প্রাথমিকভাবে সম্মত হওয়া ফরম্যাটটি মেনে চলছে না। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তিনি বোর্ডকে সম্পূর্ণ হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ফিরে আসার দাবি জানিয়েছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি) এবং রাজস্থান রয়্যালস উভয় দলই প্রায় ৩১,০০০ কোটি রুপিতে বিক্রি হওয়ায় ললিত মোদি আনন্দিত।

চোট না সারায় এখনই ফিরছেন না স্টার্ক! মহা ফাঁপরে দিল্লি ক্যাপিটালস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ প্রথম দুই ম্যাচে জয়। শুরুটা দুর্দান্ত দিল্লি ক্যাপিটালসের। কিন্তু এই ইতিবাচক সূচনার আবহেই বড়সড় ধাক্কা। সেটা মিচেল স্টার্ককে নিয়ে। এক সংবাদমাধ্যমের খবর, অন্তত আরও তিনটি ম্যাচ মিস করবেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার। দলে যোগ দিতে পারেন ২০ এপ্রিলের পর। গোটা বিষয়টা আগে থেকে জানা ছিল। স্টার্ক নিজেই বিবৃতি দিয়ে জানান, কাঁধ ও কনুইয়ে চোট। অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মকালীন সিরিজ চলাকালীনই সমস্যা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন পুরোপুরি বোঝা যায়নি। এখন রিহ্যাব চলছে। এই সময়ের মধ্যে দিল্লিকে খেলতে হবে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৮

এপ্রিল, চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১১ এপ্রিল এবং আরসিবির বিরুদ্ধে ১৮ এপ্রিল। তিনটি ম্যাচেই স্টার্ক নেই। গেলবারের আইপিএলে ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন অজি সিমার। দলের পেস আক্রমণে তাঁর অনুপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বড় ফাঁক তৈরি হয়েছে। স্টার্কের বিলম্ব নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল। অনেকে সামনে টানেন তাঁর আগ্রহের অভাব। স্টার্ক অবশ্য সেটা মানেননি। সরাসরি বলেন, ‘‘কিছু মানুষ আমার শরীর আমার চেয়ে ভাল জানেন বলে দাবি করছেন। তথ্য না বুঝে মতামত দিচ্ছেন। এটা ঠিক নয়!’’ একইসঙ্গে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন। স্টার্কের বক্তব্য, চোটের সময়টা দলের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু প্রতিশ্রুতিতে কোনও ঘাটতি নেই। ফিরলে সেটা প্রমাণ করবেন। এখনও পর্যন্ত দিল্লির বোলিং বিভাগ ঠিকঠাক। মুকেশ কুমার ও টি নটরাজন পেসারদের নেতৃত্বে। অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব স্পিনে ভরসা দিচ্ছেন। দলের ভারসাম্য এখন মোটামুটি পদস্থ। কিন্তু স্টার্কের মতো অভিজ্ঞ পেসার ডেথ ওভারে যা করতে পারেন, তা অন্যদের পক্ষে কঠিন। ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছিল দিল্লি। সেই বিনিয়োগের পুরোপুরি ফল পেতে হলে স্টার্ককে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে হবে। এপ্রিলের শেষদিকে সেটা হবে বলেই প্রত্যাশা।

১০ হাজার মিটার দৌড়ে দেশের সেরা নকশালবাড়ির কন্যা সঞ্জিতা ওরাওঁ

সংবাদ সংস্থা, ছত্তিশগড়, ৭ এপ্রিলঃ জাতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সঞ্জিতা ওরাওঁ। ‘খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস’-এ ১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন নকশালবাড়ির মেয়ে। দারিদ্রকে হারিয়ে এই সাফল্য পেয়েছেন তিনি। এই প্রথম দেশ জুড়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্রীড়াবিদদের জন্য আয়োজিত হয়েছে ‘খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস’। আসর বসেছিল ছত্তিশগড়ে। দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে অংশ নিয়েছিলেন প্রায় ৩ হাজার ক্রীড়াবিদ। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ থেকে। সাতটি খেলা ছিল সেখানে। সেখানেই ১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন সঞ্জিতা। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির মৌরিজোত গ্রামের মেয়ে সময় নেন ৪০ মিনিট ২১.৮ সেকেন্ড। এর আগে বাংলার ফুটবল দলও সেই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বার ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন সঞ্জিতা।

মোহনবাগানের গোলের খরা কাটাতে তিনটি কৌশল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ টানা তিন ম্যাচে গোল করতে ব্যর্থ মোহনবাগান এসজি। তার জেরে এবার হয়তো ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শিরোপা হারাতে পারে। দলকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে কোচ সার্জিও লোবেরার রোটেশন ও ফর্ম অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। একই কম্বিনেশন বারবার ব্যবহার না করে প্রতিপক্ষ অনুযায়ী সাজানো দরকার। এতে খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং ফিনিশিং উন্নত হবে। তৃতীয়ত, মিডফিল্ড থেকে গোলের

এখন প্রয়োজন নির্দিষ্ট কয়েকটি কৌশল। প্রথমত, দলের আক্রমণভাগে ট্যাকটিক্যাল পরিবর্তন প্রয়োজন। লোবেরা সাধারণত পজেশন-ভিত্তিক ফুটবলে বিশ্বাসী। তবে গোলের খরা কাটাতে দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক ও উইং প্লে বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। উইঙ্গারদের সুযোগ দিলে বক্সে বেশি ক্রস আসবে, যা স্ট্রাইকারদের বাড়তি সুবিধা দেবে। দ্বিতীয়ত, স্ট্রাইকারদের সুযোগ বৃদ্ধি। শুধু ফরোয়ার্ডদের ওপর নির্ভর না করে মিডফিল্ডারদের গোলের প্রচেষ্টা করতে হবে। লং-রেঞ্জ শট ও সেট-পিস থেকেও গোলের সম্ভাবনা তৈরি করা যেতে পারে। সব মিলিয়ে, কৌশলগত ও খেলোয়াড়দের সঠিক কম্বিনেশনের মাধ্যমে লোবেরা যদি দ্রুত সমাধান খুঁজে পান, তবে মোহনবাগান আবারও শিরোপা দৌড়ে শক্তিশালীভাবে ফিরতে পারবে।

নাইট শিবিরে কবে যোগ দেবেন শ্রীলঙ্কান পেসার?

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতকালই ছিল কেকেআর বনাম পঞ্জাব ম্যাচ। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় ১ পয়েন্ট পেয়েছে কেকেআর। এরফলে ৩ ম্যাচ পরে অবশেষে খাতা খুলেছে তাদের। উল্টোদিকে, ১ পয়েন্ট পেয়ে মোট ৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে পাঞ্জাব। কিন্তু এর মধ্যেই চিন্তা বাড়ল নাইটদের। একেই বোলিং বিভাগ নিয়ে চিন্তা অব্যাহত, তার মধ্যেই এল শ্রীলঙ্কান পেসার মাহিশা পাথিরানাকে নিয়ে বড় আপডেট। ১৮ কোটির পেসার কবে শিবিরে যোগ দেবেন, এটাই এখন বড় প্রশ্ন কেকেআর শিবিরে। বিশ্বকাপ চলার সময় চোট পান এই শ্রীলঙ্কান পেসার। আইপিএলেও তিনি খেলতে পারবেন কিনা, জানা নেই সমর্থকদের। নিলামে তাঁকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পাথিরানা সহ মোট ১৫ জনকে এখনও এনওসি দেয়নি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড। পাথিরানা ছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, নুয়ান তুশারা-র নাম। তাঁরাও ফিটনেস টেস্টে পাশ করতে পারেননি। এই বাধ্যতামূলক পরীক্ষায় পাশ না করার জন্যই সম্ভবত তাঁদের এনওসি দেয়নি শ্রীলঙ্কান বোর্ড। আগে থেকেই চোট ছিল পাথিরানার। জানা গিয়েছিল, তিনি খুব সম্ভব ৩৪ ম্যাচের মধ্যে যোগ দেবেন দলের সঙ্গে। কিন্তু এনওসি না পাওয়ার ফলে অনিশ্চিত তাঁর সেই সময়ের মধ্যে দলে যোগ দেওয়া। ইতিমধ্যেই একটি ফিটনেস টেস্ট ফেল করেছেন পাথিরানা। আবার আগামী সপ্তাহে

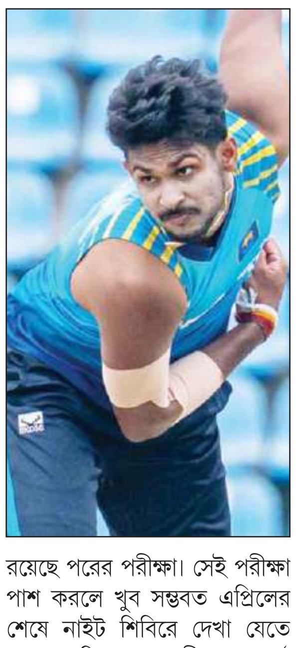

রয়েছে পরের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা পাশ করলে খুব সম্ভবত এপ্রিলের শেষে নাইট শিবিরে দেখা যেতে পারে পাথিরানাকে। শ্রীলঙ্কা বোর্ড জানিয়েছে, আইপিএলে যোগ দিতে গেলে ফিটনেস টেস্ট দিয়ে পাশ করতে হবে। না হলে তাঁকে এনওসি দেবে না বোর্ড। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই অনুশীলণ শুরু করেছেন পাথিরানা। আগেই ঝামেলা চলছিল তুশারাকে নিয়ে। তিনি নিজেকে ফিট ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বোর্ড তাঁকে আইপিএলে খেলতে দিতে চায় না - এই অভিযোগ তুলে বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছেন নুয়ান। পাথিরানার ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি? ইতিমধ্যেই এই আইপিএলে সবথেকে দুর্বল বোলিং কেকেআরের। চোটের জন্য নেই আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা। এবার যদি পাথিরানা সম্পূর্ণ সিজনের জন্যেই বাইরে চলে যান, আরও চাপে পড়বে কেকেআর।

গ্রেপ্তার ওয়ার্নার!

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৭ এপ্রিলঃ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্রেপ্তার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার। জানা গিয়েছে, সিডনির মারোবরা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে ওয়ার্নারের গাড়ি থামিয়ে পুলিশ প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়ার্নার মদ্যপ কিনা তা দেখতে যান। টেস্টে ধরা পড়ে তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ওয়ার্নারকে গ্রেপ্তার করে মারোবরা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতে মে মাসে ওয়ার্নারের শুনানি হওয়ার কথা। প্রসঙ্গত, পাকিস্তান সুপার লিগে করাচি কিংসের অধিনায়ক ওয়ার্নার। খেলার মাঝে কিছুদিনের বিরতি থাকায় ওয়ার্নার দেশে ফিরেছিলেন। করাচি কিংসের পরবর্তী খেলা ৯ এপ্রিল। তার আগেই পাকিস্তান ফিরবেন তিনি। গ্রেপ্তার করা হলেও জামিন পেয়েছেন ওয়ার্নার। তবে পরের মাসে এই মামলার শুনানিতে উপস্থিত থাকতে হবে ওয়ার্নারকে। ২০২৪ সালেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন ওয়ার্নার। তারপর

থেকে ফ্রাঞ্চাইজি খেলে বেড়ান তিনি। বিগ ব্যাশে খেলেছেন সিডনি থান্ডারে। তবে আইপিএলে আর সুযোগ মেলেনি। খেলছেন পিএসএলে। দেশের হয়ে ১১২ টেস্ট, ১৬১ ওয়ানডে ও ১১০ টি-২০ খেলেছেন ওয়ার্নার। রান করেছেন ১৫ হাজারেরও বেশি। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। অধিনায় হিসেবে ২০১৬ সালে সানরাইজার্সকে আইপিএল জিতিয়েছেন।

খেতাবের দৌড়ে নাপোলি, লিগে নামার রেসে জুভেন্তাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

লড়াই এখনও বাকি। শিরোপা দৌড় থেকে ছিটকে যায়নি নাপোলি। এসি মিলানকে হারিয়ে এই বার্তা আরও জোরালোভাবে দিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। অন্যদিকে, শিরোপা হাতে না এলেও শেষ চারে মরসুম শেষ করে পরের বছর চ্যাম্পিয়নস লিগে নামার রেসে এখনই বেশি ভাবার সময় নয়। শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে।’’ এই পরাজয়ের পর বড় ধাক্কা খেল এসি মিলান। এখন তারা ইন্টার থেকে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে। উপরন্তু, নাপোলিও এগিয়ে গেল। কোচ মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি স্বীকার করলেন, ‘‘আমার মনে হয়, শিরোপার লড়াই থেকে আমরা ছিটকে গেছি।’’ আপাতত লক্ষ্য বদলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা

সামিল জুভেন্তাস। ম্যাচের বেশিরভাগ সময় লড়াই জমেছে মাঝমাঠে। দুই দলের কাউকেই ফাইনাল থার্ডে তেমন ধারালো দেখায়নি। খেলা ধীর, ছন্দহীন। এমন নিষ্প্রাণ দ্বৈরথের অন্তিম লগ্নে প্রাণসঞ্চার করেন মাত্তেও পলিটানো। বদলি হিসেবে নেমে ৭৯ মিনিটে দুর্দান্ত শটে গোল করেন তিনি। যার সুবাদে ১-০ জয় পায় নাপোলি। টানা পঞ্চম ম্যাচ জিতে তারা উঠে এল লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে। তবে পথ এখনও কঠিন। শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের থেকে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে। হাতে বাকি মাত্র ৭ ম্যাচ। কোচ আন্তোনিও কন্তে বলেন, ‘‘আমরা আবার আগের ছন্দে ফিরেছি। কিন্তু নিশ্চিত করা প্রধান টার্গেট। গতরাতের ম্যাচে মিলানের আক্রমণভাগকে অনেকটাই দুর্বল দেখিয়েছে। রাফায়েল লিয়াও ও ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ খেললেও সেই ধার উধাও। অন্য ম্যাচে জুভেন্তাস ২-০ গোলে হারাল জেনোয়াকে। ম্যাচের শুরুতে গোল করেন গ্লেইসন ব্রেমার। এগিয়ে যায় জুভেন্তাস। তারপর ওয়েস্টন ম্যাককেনি ব্যবধান বাড়ান। এই জয়ের সুবাদে চতুর্থ স্থানের খুব কাছাকাছি উঠে এল ‘বিয়াঙ্কোনেরি’ এখন তারা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পজিশন থেকে মাত্র ১ পয়েন্ট দূরে। গোলকিপার মিকেলে দি গ্রেগোরিওর দুর্দান্ত ডবল সেভ এদিনের ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট।

নেইমারের হাঁটুতে আবারও অস্ত্রোপচার, তাঁকে বিশ্বকাপে পাঠাতে সান্তোসের মহাপরিকল্পনা

সংবাদ সংস্থা, সান্তোস, ৭ এপ্রিলঃ নেইমার ও বিশ্বকাপের মাঝে এখন মাত্র ৬৬ দিনের ব্যবধান। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ পেতে নেইমারকে যা করার এর মধ্যেই করতে হবে। সে জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নেইমারেরই ক্লাব সান্তোস। আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপের আগে নেইমারকে প্রায় সব ম্যাচে পেতে চায় ক্লাবটি। সে জন্য সবার আগে নেইমারকে মাঠে ফেরাতে হবে। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের স্কোয়াডে সুযোগ পেতে নেইমারকে পূর্ণ ফিট হতে হবে। কোচের দেওয়া লক্ষ্য পূরণে নেইমারকে মাঠে ফেরানোর জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সান্তোস। সামনের ম্যাচগুলোয় নেইমার যেন শতভাগ ফিট থেকে মাঠে নামতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই তাঁর শারীরিক ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে ক্লাবের বিশেষজ্ঞ দল। সান্তোস কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা, ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলকে শক্তিশালী করতে অধিনায়ক নেইমারকে দলে ডাকবেন আনচেলত্তি। আগামী ২৫ মে ব্রাজিলের গ্রানজা কোমারিতে শুরু হবে জাতীয় দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ক্যাম্প। তার আগে ১৮ মে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। জাতীয় দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরুর আগে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, কোপা দো ব্রাজিল ও কোপা সুদামেরিকানা মিলিয়ে মোট ১৪টি ম্যাচ খেলবে সান্তোস। সান্তোস এই ১৪টি ম্যাচের মধ্যে অন্তত ১৩টিতে নেইমারকে মাঠে রাখতে চায়। কারণ, আনচেলত্তির কথা অনুযায়ী, ফিট হয়ে উঠতে নেইমারকে নিয়মিত খেলতে হবে যদিও আগামী বুধবার ইকুয়েডরে দেপোর্তিভো কুয়েঙ্কার বিপক্ষে সুদামেরিকানার উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হবে নেইমারকে। টানা ম্যাচ খেলার ধকল সইতে ৩৪ বছর বয়সী নেইমারের শরীরকে আগে তৈরি করতে হবে। সে জন্য নেইমার এবং সান্তোস কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে। সুদামেরিকানার ম্যাচ সামনে রেখে সান্তোসের কোচ কুকা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে বেশ কিছু অনুশীলন সেশনে থাকতে পারেননি নেইমার। শরীরের পেশি ও কোষের পুনর্গঠন দ্রুততর করতে ‘পিআরপি

(প্লাটিলেট-রিচ প্লাজমা) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর শরীরে। এ প্রক্রিয়ায় রোগীর নিজের রক্ত ব্যবহার করেই দ্রুত সেরে ওঠার চিকিৎসা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মাঠের বাইরে থাকলেও ফিটনেস পুনরুদ্ধারে ছাড় দিচ্ছেন না নেইমার। দিনে দুই বেলা কঠোর অনুশীলন করছেন। সান্তোস কোচের ভাষ্যমতে, বাকি ম্যাচগুলোয় যেন দলের সেরা তারকাকে পূর্ণ শক্তিতে পাওয়া যায়, সে জন্যই দুই বেলা অনুশীলনের এই বিশেষ তোড়জোড়। সান্তোসের কোচ কুকা বলেন, ‘‘বছরের মাঝামাঝি বিরতির আগে বাকি ১৩ ম্যাচ যেন সে পুরো উদ্যমে খেলতে পারে, সে জন্যই (সুদামেরিকানায় প্রথম ম্যাচে বিশ্রাম) শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই সময়টুকু তাঁর জন্যই রেখেছিলাম। কোচিং স্টাফের পাশাপাশি ফিজিওলজি ও মেডিক্যাল বিভাগ সমন্বিতভাবে এ প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে।’’ প্রতিটি ম্যাচে নেইমারকে খেলানোর পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। সান্তোস তারকা এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে বিষয়টি নিয়ে কোচিং স্টাফ ও নেইমারে প্রতিনিধিরা নিয়মিত পর্যালোচনায় জোর দিচ্ছেন। বিশেষ করে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পালমেইরাসের বিপক্ষে ম্যাচের মতো কিছু সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে। কারণ, পালমেইরাসের ঘরের মাঠ আলিয়াঞ্জ পারকুয়ের কৃত্রিম ঘাসের মাঠ, সেখানে খেলা নেইমারের জন্য বাড়তি ঝুঁকির কারণ হতে পারে। কোপা সুদামেরিকানায় কুয়েঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে নেইমারের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানিয়েছেন সান্তোস কোচ কুকা। তিনি জানান, সর্বশেষ ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেইমারের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। কুকার ভাষায়, ‘‘সে অনুশীলনে ছিল না। অস্ত্রোপচারের পর কয়েক দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থেকে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। এটি পুরোপুরি চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয় ছিল।’’ ব্রাজিলে সর্বশেষ মরসুম শেষ হওয়ার পরও চিকিৎসকদের পরামর্শে নেইমার তাঁর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। এর মাত্র কয়েক মাস পর তিনি আবারও অস্ত্রোপচার করালেন। হাঁটুর ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন্টে টিস্যু বা কলা শক্তিশালী করতে এবার ‘প্লাটিলট-রিচ প্লাজমা’ (পিআরপি) নামের এক বিশেষ পুনর্গঠনমূলক চিকিৎসা নেন নেইমার। নেইমার এই চিকিৎসার জন্য এমন এক সময়কে বেছে নেন, যখন তিনি জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার আশায় ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আনচেলত্তির স্কোয়াডে ডাক পাননি নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে নেইমার সর্বশেষ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুতে মারাত্মক চোট পান। এরপর ক্রমাগত চোট এবং ফিটনেস সমস্যায় আর জাতীয় দলে ফেরা হয়নি তাঁর। ক্লাব ফুটবলেও নিয়মিত খেলতে পারেননি। কুকা নিশ্চিত করেছেন, সেরে ওঠার নির্ধারিত সময়সীমা বজায় রাখা এবং পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে একটি ‘মিনি প্রি-সিজন’ সম্পন্ন করতে এবারের আন্তর্জাতিক বিরতিকে কাজে লাগিয়েছেন নেইমার। এ কারণে কোপা সুদামেরিকানার উদ্বোধনী ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে সান্তোস। কুকা জানান, নেইমারের আগামী দিনের অনুশীলন হবে মূলত গতি, শক্তি ও স্ট্যামিনা বাড়ানোর।

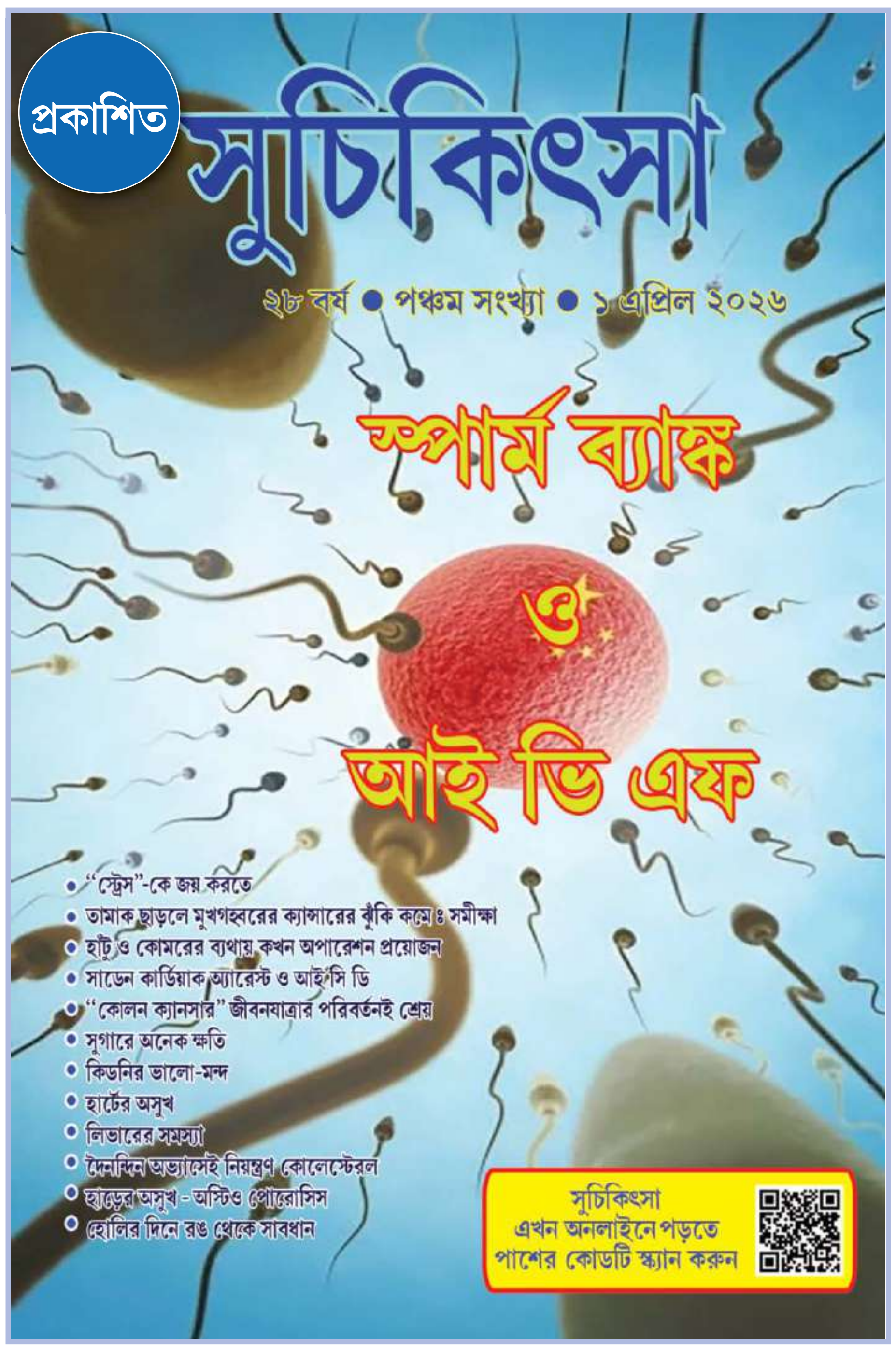

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com